প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক—
শ্রীসত্যনারায়ণ দে,
শ্রীআশুতোষ দত্ত

নারায়ণ উপন্যাস ভাণ্ডার,
১০৫ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুখের ঘর

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সুধাংশু প্রেস।
৫।১ রামচাঁদ নন্দীর লেন, কলিকাতা
শ্রীসতীশচন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রীতি-উপহার
স্থান
তাং

প্রতীক্ষায়।

মদীয় চতুর্থাগ্রজ

স্বর্গত লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণ্যাল

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারির

শ্রীচরণোদ্দেশে।

এসেছিলে, গেছ চ'লে, আসিবে আবার,
আছি গো মিলন-তীর্থে আশায় তোমার !

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—

মুনীন্দ্র

১লা বৈশাখ,
১৩৩৬

মিলন-তীর্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গিরীশ উকীল চায়ের বাটিতে চুমুক মারিয়া সট্‌কার নলটী যখন সবেমাত্র মুখে দিয়াছে, তখন চাঁদরায় ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া তরল হাসির তরঙ্গ তুলিয়া কহিল—

"প্রবেশ নিষেধ নহে ত ?"

সট্‌কার নল মুখ হইতে নামাইয়া, আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া হাসির গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ির বাণ ডাকাইয়া গিরীশ উকীল বলিল—

"আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক্ চাঁদুবাবু। আপনি না হ'লে এমন রঙ্গ কা'র মুখে আর মিষ্ট লাগে ! ওঃ অনেকদিনের পর—তা'র পর ?"

"তা'র পর আর কি সবান্ধবে গৃহমধ্যে প্রবেশ ও আসন পরিগ্রহ"—কথাটা বলিয়াই চাঁদরায় একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল এবং তাহার সঙ্গের বন্ধুটীকে আর একটা আসনে বসিতে বলিল।

সট্‌কার নলটী আবার মুখে দিয়া ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে গিরীশ কহিল—

"ব্যাপার কি ভায়া ? এত রাত্রে যে !"

আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া চরণদ্বয়-হাতোল দুইটার উপর ছড়াইয়া দিয়া চাঁদরায় কহিল—

"আসা গেছে একটা নীলামের সন্ধানে। নীলামি ইস্তাহার প্রকাশ কর্‌ছে যে মহাশয়ের কাছে সকল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে।"

গিরীশচন্দ্র একটু ভাবিয়া একটু কাশিয়া বলিল—

"কৈ আপাততঃ ত আমার কোনো মোয়াক্কেলের নীলামি ইস্তাহার আমার নামে প্রকাশিত হয় নাই ! কথাটা কেমন ধারা হ'ল ?"

চাঁদরায় হাসিয়া বলিল—

"মোয়াক্কেলদের তা'হ'লে এখন ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হ'বে। যা'ক্. আমি তেমন ইস্তাহারের কথা বলি নাই। এ হচ্ছে বিয়ের নীলাম।"

এ কথায় গিরীশচন্দ্রও হাসিল আর তাহার নিকট যে আর দুই তিন জন বন্ধুই হউক, কি মোয়াক্কেলই হউক বসিয়াছিল, তাহারাও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

গিরীশ জিজ্ঞাসা করিল—

"ব্যাপারটা কি ভায়া ?"

"ব্যাপার—বন্ধু-কন্যার জন্য পাত্র খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি। আপনার সন্ধানে তেমন কিছু আছে কি ?"

"কৈ তেমন ত কিছু দেখ্‌ছি না।"

চাঁদরায় তখন উঠিয়া বসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—

"আমি কিন্তু একটা সন্ধান পেয়েছি। আর সেই সন্ধান পেয়েই আপনার কাছে এসেছি।"

"কে' বল ত ভায়া ?"

লোকটার নাম শুনছি লক্ষ্মীকান্ত—চাকুরী করে—টাকাশ দেড়েক বেতন পায়—ছেলেটী তা'র টাট্‌কা এম-এ পাশ করেছে—আইন পড়্‌ছে। বাড়ী হ'লগে—"

"বুঝেছি ভায়া, বুঝেছি। তা' সে ত ভাল সম্বন্ধ। ঘরও ভাল. ছেলেও ভাল! আমি তা'দের বিশেষ জানি।"

"তা'ত জেনেই আসা গেছে। বলি, লোক কেমন, খাঁই কেমন—রাঘব বোয়াল নয় ত?"

"আরে না, ভায়া না। লক্ষ্মীকান্ত নিজে লোক বড় ভাল। তবে মেয়েটা সে সুন্দরী চায়। তোমার বন্ধুর মেয়েটী কেমন?"

"তা' ঠিক্ ভাতের হাঁড়ির তলা না হ'ক্, তবে কাল বটে। কিন্তু মুখ, চ'খ, গড়ন ভাল। তা'র উপর রাঁধ্‌তে পারে, গুরুজনের সেবা কর্‌তে পারে, কনিষ্ঠদের ভালবাস্‌তে পারে, সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম্ম কর্‌তে পারে, আর আছে তা'র ঠাকুর দেবতার উপর ভক্তি। কেমন চল্‌বে?"

"ঐটাই ত শক্ত কথা। রংটা কাল হ'লেই ত সব গোল হ'য়ে যা'বে।"

"বটে! তা'হ'লে তিনি চান আর্‌মানি বিবি? বলি, তা'রও অভাব নাই! তবে তিনি আভিজাত্য খোঁজেন কেন?"

"আরে দাদা, কাল মেয়ে হ'লে কি আজকাল বিয়ে হয়?"

"মেয়ের বাপের বরাত্। বুঝে সুঝে মেয়ের বাপ্ হ'লেই অবশ্য লেঠা চুকে যায়। কিন্তু তা'র ত সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যাই হ'ক্, টাকার খাঁইটা কেমন শুনি!"

"তা' হ'বে বৈ কি! সুন্দরী মেয়ে হ'লেও বোধ বোধ আট দশ হাজার!"

আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া উত্তেজিতভাবে চাঁদরায় কহিল—

"বলেন কি মশায়? লোকটা তাল্তিয়া-ভীল, না পাগ্‌লা কালীর বালা পরে? ওঃ—বাবুরা আবার সভাসমিতি ক'রে পণ-প্রথা নিবারণের চেষ্টা করে! ছিঃ!—ছিঃ!"

কথাগুলি শুনিয়া সেই ঘরের আর একজন লোকের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিতেছিল। গুপ্তকথা শেষে ব্যক্ত হইল—তিনিই খোদ্

চাঁদরায় তাহাতে এতটুকুও অপ্রতিভ হইল না। সপ্রতিভ ভাবেই সে কহিল—

"দেখুন, লক্ষ্মীকান্তবাবু, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। পিছনে লোকে রাজার মাকেও ডাইনী ব'লে থাকে। কে জান্‌ত মশায় যে আপনি এখানে গুপ্তচর হ'য়ে ব'সে আছেন।"

অপ্রতিভ লক্ষ্মীকান্ত শুষ্ক-হাসি হাসিয়া বলিল—

"না—না—তা' নয়। একটু কাজ ছিল ব'লে আফিসের ফের্‌তা গিরীশ দাদার কাছে আসা গিছ্‌ল।"

চাঁদরায় কহিল—

"তা বেশ করেছেন। কাজ না থাক্‌লে লোকের বাড়ী ব'য়েই বা আস্‌বেন কেন? আর তা'তে গিরীশ বাবুরও দুই এক হাজার হ'বে ত?"

কথাটা বলিয়াই চাঁদরায় এমন মধুর হাসি হাসিল যে গিরীশচন্দ্র কিছুতেই রাগ করিতে পারিল না। চাঁদরায়ের বিশিষ্টতা ঐটুকু। লোককে সে এমন শক্ত কথা বলে যে তাহার আভিধানিক অর্থ করিলে একটা মারামারি কাটাকাটি হইয়া যায়। কিন্তু তাহার সঙ্গে চাঁদরায় এমন একটু মিষ্ট-হাসি মিশাইয়া দেয়, এমন একটা আত্মীয়তার

ভাব ইঙ্গিতে প্রকাশ করে যে, তাহাতে তাহার সকল দোষের খণ্ডন হয়।

গিরীশ, কাষ্ঠাসনের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া দুলিতে দুলিতে বলিল—

ঘট্‌কালিতে যদি এত টাকা রোজগার হয় ভায়া, তা'হ'লে না হয় ওকালতী ব্যবসাটা ছাড়িয়াই দি। আর তুমি যদি সম্মত থাক, তা'হ'লে তোমাকেও অংশীদার রাখি।"

"না, তা'তে ব্যবসায়ের সুবিধা হ'বে না। কারণ বাঙ্গালী এখনো অংশীদারি ব্যবসায় তেমন কর্ম্মকুশলতা লাভ করে নাই। যাই হ'ক্, আপনি একটু অন্যায় করেছেন গিরীশবাবু।"

"কি, কি—অন্যায় কি ?"

"অন্যায় এই যে লক্ষ্মীকান্তবাবু যখন এখানে উপস্থিত রয়েছেন, তখন আপনি সে কথাটা একেবারে চেপে যাচ্ছিলেন কেন ? আপনার বুঝা উচিত ছিল, যে আমরা বিপন্ন হয়েই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। সে কথা শিকায় তুলে রেখে আপনি অনায়াসে লক্ষ্মীকান্তবাবুর পাতেই সব ঝোলটুকু ঢেলে দিচ্ছিলেন। তা'ও আবার মানুষ গাপ্ ক'রে! কেন এর ভিতর আপনাদের টাকার ভাগাভাগি আছে না কি ?"

প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিরীশচন্দ্র যেন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সেই অবসরে চাঁদরায় আবার বলিয়া ফেলিল—

"দেখুন, আমি আপনাদের দুইজনকেই বল্‌ছি—ছেলের বাজারে আগুন লেগেছে জানি। আর সে আগুন লাগাবার কর্ত্তা আপনাদেরি জাতি-ভাই। তা'তে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ, দেশের সর্ব্বনাশ, জাতির সর্ব্বনাশ। দেশাত্মবোধ আপনাদের যদি কিছু থাকে, তবেই আপনারা আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌বেন, নচেৎ নয়।

গিরীশচন্দ্র, চাঁদরায়কে বিলক্ষণ চিনিত। গিরীশ ভাবিল, চাঁদুবাবুর মুখ যখন ছুটিয়াছে, তখন সে অনেক কথাই কহিবে; আর যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সংবাদ পত্রের স্তম্ভেও সে তাহা ছাপার অক্ষরে বাহির করিবে। চাঁদরায়ের গুণ অপরিসীম। সুতরাং গিরীশচন্দ্রকে একটু ভয় পাইতে হইল। গিরীশের দোষটা যে কি হইয়াছে তাহা গিরীশের অবিদিত ছিল না। সে গিয়াছিল মুন্সীয়ানা করিয়া তাহার বন্ধু লক্ষ্মীকান্তের ওকালতী করিয়া তাহাকে কিছু টাকা পাওয়াইয়া দিতে। কিন্তু কথার ফেরে তাহা হইয়া দাঁড়াইল আর একপ্রকার। বাজারে এ সকল কথা প্রকাশিত হইলে গিরীশচন্দ্রের তাহাতে নিন্দা আছে। তাহাতে তাহার উকীল হিসাবে প্রসার প্রতিপত্তি হ্রাস হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহাতেই ত গিরীশের এত ভয়।

গিরীশচন্দ্র ভয় পাইয়াছে বলিয়া লক্ষ্মীকান্তকেও একটু ভয় পাইতে হইল। কারণ লক্ষ্মীকান্ত, গিরীশের হাতে কলের পুতুল। গিরীশের হাতে লক্ষ্মীকান্তের এখন অনেক কাজ। লক্ষ্মীকান্তদের সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বিষম মামলা মোকদ্দমা বাধিয়াছে। গিরীশ সে মোকদ্দমায় উকীল। পয়সা কড়ি সে কিছুই লয় না। এমন ক্ষেত্রে লক্ষ্মীকান্ত তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে বৈ কি!

গিরীশ ও লক্ষ্মীকান্ত ঘরের বাহিরে আসিয়া অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিল; তাহার পর গিরীশ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া যাইয়া চাঁদরায়কে বলিল—

"আমার বন্ধুকে বুঝালেম্ ভায়া। তোমার বন্ধু-কন্যার সঙ্গে তা'র ছেলের বিবাহ দিতে সে রাজী আছে।"

"তা' না হয় হ'লেন। কিন্তু থাই?"

গম্ভীরভাবে গিরীশ কহিল—

"এক পয়সাও নয়।"

বাহ্বাস্ফোট করিয়া চাঁদরায় বলিল—

"বাঃ—এইত চাই। পুরুষের মত কাজ—ভদ্দরলোকের মত ব্যবহার—স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির লক্ষণ! টাকার জন্য কন্যাপক্ষকে খুন কর্‌লে, ছেলে বিক্রীর নীলামের দর চড়িয়ে দিলে দেশে কি আর মানুষ বাঁচ্‌বে, না দেশের শ্রী ফিরবে? ইঃ—দেখছি, বক্তা হ'বার উপক্রম কর্‌ছি। নাও হে নরেন চ'লে এস। মেয়ে দেখাবার উদ্যোগ করগে। তা'র আগে ত আমার উদরানল নিবৃত্ত কর্‌তে হ'বে। খেয়ে দেয়ে বার হই নি। তবে আসি গিরীশবাবু, নমস্কার লক্ষ্মীকান্তবাবু।

বন্ধুর সঙ্গে চাঁদরায় চলিয়া যাইলে লক্ষ্মীকান্ত, গিরীশকে বলিল—

"লোকটা ত ভারী মজার!"

গিরীশচন্দ্র সট্‌কার নলটী নামাইয়া রাখিয়া বলিল—

"উঃ—বিলক্ষণ। সেই মজার গুণেই ত আমাদের এ বিয়ের কথায় মত দিতে হ'ল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গিরীশ ও লক্ষ্মীকান্ততে পরামর্শ করিয়া যে এতটা উদারভাবে চাঁদরায়ের প্রস্তাবে সম্মত হইল, তাহার একটু কারণ আছে। চাঁদরায়ের স্বর্গগত পিতৃদেব একদিন গিরীশচন্দ্রকে টানা হেঁচ্‌ড়া করিয়া যমরাজের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন চাঁদরায়ের

সাহায্যেও গিরীশচন্দ্রের মান মর্য্যাদা দুই একবার বাঁচিয়াছিল। সে সকল কথা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইলেও চাপ্ পড়িলেই গিরীশচন্দ্রের তাহা মনে পড়িত। হাজার হউক্ ভদ্রলোকের ছেলে চক্ষুলজ্জার খাতিরটা সহজে এড়াইতে পারিত না। তাহার উপর চাঁদরায় যখন যুক্তিতর্ক করিল, পরার্থপরতার মহান আদর্শ সম্মুখে ধরিল, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মনঃপীড়ার অবস্থা বুঝাইতে করুণার ধারা ছুটাইল, তখন গিরীশচন্দ্রকে সে মতের অনুমোদন করিতেই হইল। তাহাতেই লক্ষ্মীকান্তকে এমন অনুরোধ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। আর লক্ষ্মীকান্তও সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহস করে নাই। মামলার দায়ে লক্ষ্মীকান্ত, গিরীশ-চন্দ্রকে যে মরণ-কাঠি জীবন-কাঠি বলিয়া মনে করে।

নরেনের কন্যার বিবাহ-বার্ত্তাটা যখন খুব প্রচার হইল, তখন চাঁদরায়ের ভ্রাতৃজায়া শৈলজাসুন্দরী, মধ্যাহ্নে আহার কালে দেবরের পাতের কাছে বসিয়া পাখা করিতে করিতে বলিল—

"আচ্ছা, ঠাকুরপো! আমি একটা কথা বলি বাবু। পরের জন্যে ত খুব ছুটোছুটি কর; কিন্তু নিজের ভাইঝি যে বড় হ'য়ে উঠেছে, কৈ সে বিষয়ে ত এতটুকুও ভাব্‌বার সময় পাও না! এ কি রকম কথা বল দেখি?"

ভাজা রোহিত মৎস্য সংযোগে মুগের ডালমাখা অন্নগোলক বদন-বিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া তাহা চর্ব্বণ করিতে করিতে ভারী গলায় চাঁদ কহিল—

"দেখ বৌঠান্, ও বিষয়ে আমার তেমন হাত্ নাই। কারণ হচ্ছে, দাদা সে সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত আছেন। তিনি বলেন, অত তাড়াতাড়ি কেন? মেয়েদের একটু বয়সে বিবাহ দিবার তিনি খুব পক্ষপাতী।

কথা কহিতে কহিতে চাঁদরায় অন্নাদির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। সে বিষয়ে চাঁদরায়ের কখনই কোনপ্রকার অসুবিধা হয় না। খাইতে ও খাওয়াইতে সে খুব ভালবাসে। মিষ্ট কথায় ও মিষ্ট আহার্য্যে তাহাকে তুষ্ট করা যায়—তাহাতেই সে বশীভূত হয়।

ঝাল দেওয়া মাছের মুড়াটা বেশ করিয়া চিবাইয়া খাইতে উপদেশ দিয়া শৈলজা কহিল—

"ওঁর কথা ছেড়ে দাও ঠাকুরপো, উনি অমন বলেন। পাঁচজনের কথা শুন্‌তে হয় না ত ওঁকে! তা' তুমি একটু চেষ্টা না কর্‌লে ত হয় না ঠাকুরপো!"

"ইস্, ঘট্‌কালির মরসুম্ পড়ে গেছে দেখ্‌ছি। তা' বিদায় কি দেবে?"

অন্য কোনও স্ত্রীলোক হইলে হয়ত বলিত—"তোমাদের মেয়ের বিয়ে তোমরা দেবে, এর আবার বিদায় কি ভাই?" কিন্তু সে কথা না বলিয়া শৈলজা কহিল—

"বিদায় চাও—আচ্ছা তা' দিব—পুর দেওয়া ক্ষীরমোহন আর রাতাবী সন্দেশ। কেমন, খুসী হ'বে ত?"

চাঁদ, হাসির জ্যোৎস্না ছড়াইয়া বলিল—খুব—খুব—খুবের উপর খুব। তা' হ'লে এবার শোভা মায়ের বন্দোবস্ত যা' হয় একটা কর্‌তে হচ্ছে—কি বল বৌঠান?"

"আরো একটা নতুন জিনিস তোমায় খাওয়াতে পারি ঠাকুরপো, যদি তুমি আমার কথা রাখ!"

দুধের বাটী পাতে তুলিয়া দুধের সর টুকুতে চিনি দিতে দিতে চাঁদ কহিল—

"কি জিনিসটা বলত বৌঠান্?"

"বল, কথা রাখ্‌বে ?"

"আরে বাবু, এটা কি আদালত যে হলফ্‌ পড়া'তে আরম্ভ কর্‌লে ? বলেই ফেল না,—শুনে খুসী হ'য়ে যাই। অনুরোধটা কি তোমার ?"

"না—এমন বিশেষ কিছু নয়। আমি বল্‌ছিলেম কি লক্ষ্মীকান্তবাবুর ছেলের সঙ্গে যে মেয়েটীর তুমি সম্বন্ধ করছ, সেই ছেলেটীর সঙ্গে শোভার বিয়ে দিলে হয় না ?"

আকাশ হইতে পড়ার যে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তাহা বাস্তবতায় পরিণত করিয়া বিস্মিত নেত্রে চাঁদরায় কহিল—

"বল কি গো ! তা' হয় না বৌঠান্‌, তা হয় না !"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিতান্ত মনোযোগ সহকারে দুধের বাটীতে সে চুমুক মারিল এবং এক নিশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিয়া কহিল—

"তা' হ'লে আমার কপালে ক্ষীরমোহন, রাতাবী আর হ'লনা দেখ্‌ছি ! কি বল বৌঠান্‌ ?"

পাখাখানা মাটিতে রাখিয়া দিয়া শৈলজা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল —কথার সে উত্তর দিল না।

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিল—

"বৌঠান্‌ রাগ করলে বুঝি ?"

মুখখানা আরো ভার করিয়া সে কহিল—

"না—রাগ আর কি, আর রাগ ক'রবই বা কা'র উপর ? রাগ করবার জোর থাক্‌লে ত রাগ ক'রব !"

শূন্য দুগ্ধপাত্রে খানিকটা জল ঢালিয়া তাহাতে লবণমাখা অঙ্গুলী কয়টী ডুবাইয়া চাঁদরায় কহিল—

"তা' হ'লে এক কথায় তুমি আমায় পর ক'রে দিচ্ছ, কি বল বৌঠান্ ?"

শৈলজা হাসিয়া ফেলিল। সে বলিল—

"দেখ দেখি তোমার কথার শ্রী। আচ্ছা, ঘরের মেয়ে পার হয় না, আর পরের মেয়ের জন্যে তুমি অতটা করছ কেন বল দেখি? না ঠাকুরপো, তা' হ'বে না। শোভার জন্যে ঐ পাত্রই স্থির কর। তা'তে কিছু খরচ হয় হ'বে, কি আর করা যা'বে!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাঁদরায় বলিল—

"আবার সেই কথা! তা' হ'তে পারে না বৌঠান্। চাঁদরায় যে কথা একবার বলে, তা'র আর নড়্‌চড়্‌ হয় না। তা' কর্‌লে লোকে মান্‌বে কেন—বিশ্বাস কর্‌বে কেন?"

শোভা সেই সময়ে ঘরে আসিয়া গণ্ডগোল বাধাইল। তাহার কাকাবাবুকে সেইদিন প্রাতঃকালে সে কিছু পশম ও বুনিবার সুতা আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কাকাবাবুর জামার জেবে সেদিন বখেয়া সেলাই ভিন্ন আর কিছু না থাকায় কাকাবাবু, ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্নেহের হুকুম তামিল করিতে পারে নাই। শোভা সেইজন্যই গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। তাহার মাতা তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া থামাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে ভৎর্সনায় তখন কর্ণপাত করে কে? কাকাবাবুর বাম হস্তখানি ধরিয়া টানিতে টানিতে শোভা তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সে শাসাইতেছে—কাকীমার কাছে ইহার বিচার হইবে।

শৈলজার কিন্তু এ সকল আজ কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল—এতদিন যাহা ভাবিতাম, তাহা কি ভুল! শোভাকে ঠাকুরপো যদি ভালই বাসিবে, তাহা হইলে এমন সম্বন্ধটা সে অপর জায়গায় ঠিক্ করিবে কেন? আর পশম সুতা প্রভৃতি না আনাতেও এখন মনে হইতেছে, ভাল যে সে বাসেনা, ওটাও তাহার একটা

প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পোড়া মেয়ে তবুও কাকাবাবু কাকাবাবু ক'রে মরে! আর আমরাই বা কম্ যাই কি!

চাঁদরায়ও সেদিন এ বিষয়ে একটু ভাবিয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল—বৌঠান্ অমন অনুরোধটা কর্‌লে কেমন ক'রে! ছিঃ, কথা কি কখনো পাল্টান যায়—বিশেষ নিজেদের স্বার্থ যেখানে জড়িত আছে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শৈলজার ধারণা ছিল—সে বড় ঘরের মেয়ে। তাহার পিতৃকুলের মত বুনিয়াদি বংশ বাংলা মুলুকে আর নাই বলিলেই হয়। কথাটা কতকাংশে সত্যও বটে। তবে যতটা সে মনে করিত, ততটা নহে। তখনকার কালে অনেক এরণ্ডও যে দ্রুমে পরিণত হইয়াছিল, তাহা শুনা গিয়াছে। নবাবী আমলের শেষভাগে এমন দ্রুম অনেক গজাইয়া উঠিয়াছিল। শৈলজার পিতৃকুলের অভ্যুদয় হইয়াছিল সেই যুগে। সুতরাং শৈলজার গর্ব্ব রাখিবার আর স্থান ছিল না।

কুলের দোষ ছিল অনেক। বিশ্বাসঘাতকতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিলাসিতা, মদ্যপান, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রোগে কুলটী রোগদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ধনবল ও জনবলে বলীয়ান ছিল বলিয়া তদানীন্তন সমাজ সে কুলের তেমন দণ্ডবিধান করিতে পারে নাই। তবে স্বাধীনচিত্ত লোক সে কুলের নামে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিত।

অনেককে বলিতে শুনা গিয়াছে—ও বংশের স্ত্রী-পুরুষ দুইই সমান। তবে অর্থের শক্তিতে অচলও সচল হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থের ত ঐ টুকুই মহিমা!

কিন্তু সে কুল এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বের গৌরব-শ্রী এখন আর নাই। তথাপি বংশের ধারা ও অভ্যাস এখনো প্রায় সেই প্রকারই আছে। অভ্যাস, মানুষের মরিলেও যে যায় না!

সুন্দরী শৈলজা সেই কুলের কন্যা। তথাপি তাহার বিনয়, সৌজন্য, শ্লীলতা, নারীসুলভ কোমলতা যে নিতান্ত অল্প ছিল না, একথা সত্যের অনুরোধে বলিতেই হইবে। কিন্তু রক্ত দূষিত হইলে শরীর যেমন নানা রোগে রুগ্ন হইয়া পড়ে, বংশগত দুষ্ট রক্তের প্রকোপে শৈলজার মানসিক ব্যাধিও যে তেমনি দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে কথাও স্বীকার্য্য। তবে শ্বশুরালয়ের শাস-ননীতিতে শৈলজার রোগ তেমন বাড়িতে পায় নাই—অথবা এমন বলিলেও বলা যাইতে পারে যে রোগটা ভিতরে ভিতরে যাপ্য ছিল—বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে নাই।

সেই শৈলজার মুখের উপর যখন তাহার দেবর বলিল যে শোভার বিবাহ লক্ষ্মীকান্তের পুত্রের সহিত হইতেই পারে না, তখন সে স্বভাবদোষে সে কথার ডালপালা অনেক সৃষ্টি করিল এবং রঙ্গীন কাচের চস্‌মা পরাইয়া তাহার স্বামী ভবেশকে সেই অদ্ভুত ডালপালাগুলি দেখাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ভবেশের তখন তেমন আগ্রহ ছিল না। সুতরাং চস্‌মাটা তাহার চক্ষে ঠিক লাগিল না। শৈলজার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

চস্‌মা না লাগিবার আরো একটা কারণ আছে। চাঁদের অতি বড় শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইত যে চাঁদ উদার, হীনতা তাহার মধ্যে একেবারেই নাই। ভবেশও সে কথা বুঝিত ও জানিত। কৌশল

করিয়া পিতৃধন হইতেও ভবেশ, চাঁদকে বঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও চাঁদরায় অগ্রজকে শ্রদ্ধার আসন হইতে নামাইয়া দেয় নাই। সে কথা যদি কেহ কহিত, যদি কেহ তাহার কাণ ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে চাঁদরায় তাহার মুণ্ডপাত করিবে বলিয়া ভয় দেখাইত এবং ভবিষ্যতে সে কথার পুনরুক্তি করিলে যে সত্যসত্যই সে তাহার কাঁচা মাথা চিবাইয়া খাইবে, এমন কথাও বলিয়া রাখিত। পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে এবং পরের উপকার করিতে পারিলে সে অপার আনন্দ বোধ করে। বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি কিছুরই সে ধার ধারে না। বিষয়-সম্পত্তির কথা ভাবিতে হয় না, পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় না, সময়ে সে খাইতে পায়, সময়ে সে ঘুমাইতে পায়, আপনার আনন্দে আপনি সে ঘুরিয়া বেড়ায়—ইহাই তাহার পরম সুখ। দাদার উপর যে সে একান্ত নির্ভর করে, তাহার দাদা সে কথা বিলক্ষণ জানিত। এমন ক্ষেত্রে রঙ্গীন কাচের চস্‌মা তাহার চক্ষের উপর ধরিলে সে চস্‌মার কাজ হইবে কেন? শৈলজা ঐটুকুই যে ভুল করিয়াছিল।

কিন্তু ভুলটাও যে সত্য, অথবা ভুল যে তাহার হইতেই পারে না, শৈলজা এমন কথা মনে করিল। কারণ তাহার ধারণা—সে বুনিয়াদী ঘরের মেয়ে—তাহার বুদ্ধি ভারী পাকা; শ্বশুর বাড়ীতে যে তাহার বুদ্ধির এখনো তেমন আদর হয় নাই, সেটা কেবল সে ভাল মানুষ বলিয়া।

সে যাহা হউক, এই ব্যাপার লইয়া স্বামী ও স্ত্রীতে হয়ত একটু মনোমালিন্য ঘটিলেও ঘটিতে পারিত। কেননা কলহানলে ইন্ধন যোগাইবার যথেষ্ট লোকও ছিল আর উপকরণও ছিল! কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা আর করিতে হইল না। শৈলজা শুনিল—নরেনের কন্যার সহিত

লক্ষীকান্তের পুত্রের বিবাহ ঘটা সম্ভবপর নহে। কথায় কথায় কি একটা কাণ্ড ঘটিয়া সে বিবাহের কথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলজা নিশ্চিন্ত হইল।

সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, বিবাহ-ব্যাপারে দেনা-পাওনার কথা লইয়া। প্রথমে কথা হইয়াছিল টাকাকড়ি লক্ষীকান্ত কিছুই চাহে না —কিছুই লইবে না। কিন্তু পরে সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিতে পারে নাই।

একথা শুনিয়া শৈলজা মনে মনে খুবই খুসী হইয়াছিল। কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া বিশুষ্কমুখে সে তাহার দেবরকে কহিল—

"তাইত, ওদের সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গেল ঠাকুরপো! কি অন্যায়, কি অন্যায়!"

চাঁদরায়ের মনের অবস্থা তখন ভাল ছিল না। মুখ বিকৃত করিয়া সে কহিল—

"তুমি থাম, তোমায় আর জ্যাঠামী কর্‌তে হ'বে না।"

আসল কথা—এ সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা করিতেও চাঁদরায়ের লজ্জাবোধ হইতেছিল। কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে চাঁদরায়ের মানসিক অবস্থা এমনই হইয়া থাকে। কার্য্য সাফল্যে যেমন তাহার অনাবিল আনন্দ হয়, কোনো কারণে নিষ্ফল হইলে তেমনি তাহার কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়, সেকথা মনে করিতেও তাহার মনে মনে কেমন একটা লজ্জা বোধ হয়,—কেমন যেন সে আপনাকে অপমানিত মনে করে। মনের যখন তাহার সেই অবস্থা, তখন সেকথা তাহার সম্মুখে উত্থাপন করিতেই চাঁদরায় চমকিয়া উঠিল—ঘটনাস্রোতে সে চমকটা রাগের আকার ধারণ করিল। কিন্তু এত তত্ত্ব শৈলজার রাখিবার আবশ্যক হয় নাই!

আর একটা কথা—ভ্রাতৃজায়াকে দেবর মধ্যে মধ্যে এমন ধমক দিত এবং ধমকও খাইত। সেই কারণে কথাটা তেমন গায়ে না মাখিয়া শৈলজা কহিল—

"জ্যাঠামী আমি কর্‌ছি, না তুমি করছ ?".

"কি রকম তাই শুনি ?"

"থাক্‌গে সেকথা। তুমি এখন এক কাজ কর ঠাকুরপো। ঐ সম্বন্ধ তুমি শোভার সঙ্গে কর।"

ভ্রূকুঞ্চিত ও নাসিকা স্ফীত করিয়া চাঁদরায় কহিল—

"কেন, আমি কি রাস্তার কুকুর না কি যে তু ব'লে ডাকার অপেক্ষায় থাকি ?"

কথাটা বলিয়াই চাঁদরায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

যে কোপানলে মদন ভস্ম হইয়াছিল, সেই কোপানলের অংশবিশেষ বোধ হয় শৈলজার নেত্রদ্বয় হইতে তখন বাহির হইতেছিল। তবে সে অনল পরমপুরুষের, ত্রিগুণাতীত ত্রিলোচনের—তাই ভস্মে পরিণত হইয়াছিল বেচারা মদন। আর এ ক্ষেত্রে সে ব্যাপারের কিছুই নাই। সুতরাং চাঁদরায় অক্ষত শরীরেই চলিয়া গেল। ক্রোধানলে জ্বলিতে পুড়িতে লাগিল শৈলজা স্বয়ং। সে তখন ভাবিতেছিল—এত বড় অপমান তাহাকে কেহ কখনো করিতে সাহস করে নাই। তাহার দেবরের এমন কি শক্তি আছে যে তাহা করিতে সে সাহস করে। তাহা ভিন্ন যাহাদের অন্নে চাঁদরায় প্রতিপালিত, তাহাদের আদেশ শিরোধার্য্য সে না করিবে কেন ? তাহাদের কার্য্যে অবহেলাই বা সে করে কেমন করিয়া ?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শৈলজা সিদ্ধান্ত করিল তাহার দেবর জ্ঞাতিত্বের প্রকোপে অকৃতজ্ঞ, তাহাদের মঙ্গল কিছুতেই সে দেখিতে পারে না। সেই কারণেই শোভার সম্বন্ধে সে কিছুই করিতে চাহে না। শৈলজা

আরো ভাবিতে লাগিল কোন্ রঙ্গে রঙ্গাইয়া এই কথাগুলি সে তাহার স্বামীর কাণে তুলিবে। দেবরের বিরুদ্ধে গুছাইয়া কথা বলিতে না পারিলে তাহার স্বামী যে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করিবে না, তাহা শৈলজা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। এই কারণেই তাহার এত ভাবনা।

উপায় চিন্তা করিতে করিতেই উপায় একটা আসিয়া পড়ে—উপায় একটা হইয়া যায়। শৈলজাও উপায় নির্ণয় করিয়াছিল। কোন্ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কি এক মন্ত্রগুণে শৈলজা তাহার স্বামীকে বুঝাইয়া দিল—তাহার দেবর আর এখন সে দেবর নাই, পরের মন্ত্রণায় সে এখন যন্ত্রবৎ চালিত, স্বার্থের দায়ে সে এখন তাহার অগ্রজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে, অগ্রজের মঙ্গল চাঁদের এখন আর কাম্য নহে—শোভা যাহাতে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে বধূরূপে স্থান না পায়, সে বিষয়েও চাঁদ বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছে। শৈলজার মন্ত্রশক্তি এবার বিফল হইল না। দৌর্ব্বল্যের দৌরাত্ম্যে ভবেশকে বুঝিতেই হইল, তাহার স্ত্রী যাহা বলিতেছে, তাহা আর কিছুতেই উপেক্ষনীয় নহে। ভবেশ আরো বুঝিল, চাঁদের পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব নহে। কারণ চাঁদের বিষয় সম্পত্তি সে ফাঁকি দিয়া লইয়াছে। এখন ভবেশ ভাবিতে লাগিল—চাঁদকে কিরূপে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা যায়। সহজে তাহা হইবার নহে—কারণ, তাহাতে লোকলজ্জার ভয় আছে। সুচারুরূপে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণে ভবেশ নিরত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাঁদের স্বভাবটা যেমন মোলায়েম, তেমনি রুক্ষ। অন্যায় সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। কাহারও অন্যায় দেখিলে, কেহ অত্যাচার করিলে তাহার মুখের উপর চাঁদরায় দশ কথা বলিবেই বলিবে।

গিরীশচন্দ্রের বাড়ী 'চড়াও' হইয়া, গিরীশকে 'পাকড়াও' করিয়া চাঁদরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি গিরীশ বাবু, আপনার সে বন্ধুটী কোথায়? গিরীশ বুঝিয়াছিল, কাহার কথা চাঁদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। কিন্তু ওকালতী বুদ্ধিতে গিরীশ সে কথা প্রকাশ না করিয়া কহিল—

"কে বন্ধু, বল দেখি ভায়া?"

"বটে! চালাকীর সঙ্গে আবার ন্যাকামীও আছে, বলি সেই বন্ধু, যিনি বড় উদারতা প্রকাশ ক'রে তাঁ'র পুত্রের বিবাহে পণ নিতে চান্ নাই, যিনি তাঁ'র প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌তে পারেন নাই, যিনি কন্যাদায়-গ্রস্ত ভদ্রলোকের সাম্‌নে এক কথা ব'লে, তা'কে এক আশা দিয়ে তা'র বিপরীত আচরণ কর্‌ছেন—চারিদিকে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন—ছেলে যাচাই করাতে লেগে গেছেন। বুঝেছেন, এখন কা'র কথা বল্‌ছি?"

"বুঝেছি ভায়া, বুঝেছি। তুমি লক্ষ্মীকান্তের কথা বল্‌ছ। তা—ত—"

"থেমে যান গিরীশ বাবু, অত তা' দেবার আর আবশ্যক দেখ্‌ছি না। আমার সঙ্গে তাঁ'র দেখা হ'লে, তাঁ'কে আমি অনেক জিনিষই বুঝিয়ে দিতে পারতেম। কিন্তু তা' যখন হ'ল না, তখন আপনিই তাঁ'কে

আমার নাম ক'রে ব'লে দিবেন, অমন অভদ্রের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোক কুটুম্বিতা কর্তে পারে না। এ কথাও তাঁ'কে ব'লে দিবেন, আমি চেষ্টা ক'রে আমার বন্ধু-কন্যার বিবাহের যোগাড় করেছি। কাল তা'র বিবাহ। ইচ্ছা কর্লে তিনি এসে পাত লুচি খেয়ে আস্তে পারেন। আর তাঁ'র সঙ্গে আপনাকেও আমি নিমন্ত্রণ কর্ছি।"

কথাটা শুনিয়া গিরীশচন্দ্র অবশ্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তবে সে ভাব সে প্রকাশ করিতে পারিল না। গিরীশ কহিল—

"আমার উপর তুমি অযথা রাগ কর্ছ কেন ভায়া ?"

"এ বিষয়ে তর্ক কর্বার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই। কারণ আমার বিশ্বাস, ইচ্ছা কর্লে বা ইচ্ছা থাকলে আপনার বন্ধুকে আপনি সুমতি দিতে পার্তেন। সেটা যে কেন দিলেন না, সেই কথাটাই আমি বুঝে উঠ্তে পার্ছি না।"

গিরীশচন্দ্রের মুখখানা কতকটা বাংলা পাঁচের মত ছিল। সেই মুখ আরো লম্বা করিয়া গিরীশ কহিল—

"দেখ হে ভায়া, আজকাল কেহ কারো বড় একটা কথা শুনে না—বিশেষ পয়সা কড়ির কথা। আমি কি কর্তে পারি বল ভায়া ? সে চায় দশ হাজার টাকা, আর তোমরা দিতে চাও না কিছু। এ ক্ষেত্রে কেমন ক'রে কি করা যেতে পারে, তুমিই বল দেখি ভায়া ?"

চাঁদরায়ের চক্ষু হইতে আগুনের একটা ঝলক বাহির হইল। উত্তেজনা বশে চীৎকার করিয়া সে কহিল—

"মিথ্যা কথা—জুয়াচুরীর কথা—"

আর কোনো কথা সে কহিতে পারিল না। ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, অভিমানে বায়ু বিকম্পিত কদলীপত্রের ন্যায় সে কেবল কাঁপিতে লাগিল।

ভবেশ সেই সময়ে গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কিরে চাঁদু কা'কে মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর ব'লে আপ্যায়িত কর্‌ছিলি? তুই কি যেখানে যাবি, সেইখানেই একটা গোল বাধাবি?"

অগ্রজকে দেখিয়া চাঁদ একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিল—তাহার কথা শুনিয়া সে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। ভবেশ, গিরীশকে জিজ্ঞাসা করিল—

"ব্যাপার কি গিরীশ বাবু?"

গিরীশ তখন আমূল বৃত্তান্ত বলিল এবং চাঁদ যে তাহাকে অযথা অপমানের কথা বলিয়াছে তাহাও ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে ও তাহার উপর টীকা টিপ্পনী করিতে একেবারেই ভুলিল না। চাঁদরায় যে তাহার অগ্রজকে কি চক্ষে দেখিত—তাহা গিরীশের অবিদিত ছিল না। সুতরাং চাঁদকে জব্দ করিবার এমন সুযোগ সে ছাড়িবে কেন?

সকল কথা শুনিয়া মুখ বিকৃত করিয়া ভবেশ কহিল—

"হ্যাঁরে চেঁদো, ঘর জ্বালিয়ে তোর তৃপ্তি হ'ল না, এইবার পর জ্বালাতে আরম্ভ করেছিস্ বুঝি? ওরে তোর ও সব সহ্য করি আমি, পরে কেন তা' কর্‌বে বল দেখি? মূর্খ কোথাকার, এতটা বয়স হ'ল, জ্ঞান বুদ্ধি তবু কিছু হ'ল না; আর আমিই বা কত সহ্য কর্‌ব তা' বল? দেখ্‌ছি, তুই যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস, তা'তে আমাকেই তফাৎ হ'তে হ'বে। না হ'লে আমার মান সম্ভ্রম রাখা দায় হ'য়ে পড়্‌বে।"

অগ্রজের এরূপ সম্ভাষণ যে চাঁদরায়ের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, তাহা চাঁদকে মনে করিতেই হইল। এ সম্ভাষণে অতীতের স্নেহ, মায়া, মমতা কিছুই ছিল না—ছিল বিরাগের সূচনা, অবহেলার কশাঘাত, হৃদয়-

হীনতার পরিচয়, কলহ-দ্বন্দ্বের আভাষ আর অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা। সেই আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া মনের অজ্ঞাতসারে চাঁদরায় একবার ডাকিল—"দাদা!" কিন্তু পরক্ষণেই তাহার কি একটা মনে হইল। কোনো কথা আর না বলিয়াই ঝড়ের মত ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। পূর্ব্বের স্নেহ থাকিলে ভবেশ বুঝিত, চাঁদের মুখে তখন কি অভিমান, কি অব্যক্ত বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার সে স্নেহও নাই, আর সে চক্ষুও নাই। স্বার্থের দায়ে সে অন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ভবেশ দেখিতে পাইল না—মনের কোন্ ভাব, কি ছবি নয়নে ফুটাইয়া চাঁদ অন্তর্হিত হইল। ভবেশ বুঝিল—চাঁদের সেটা নষ্টামী।

গিরীশকে ডাকিয়া ভবেশ কহিল—

"দেখ্‌লেন ত গিরীশ বাবু, ছোঁড়ার একবার ব্যবহারটা। যদি কিছু শক্ত কথা বলি, যদি নিজের ব্যবস্থা নিজে করি, তা' হ'লেই লোকে বল্‌বে—ভাইকে ভিন্ন ক'রে দিলে। যাক্‌গে সে কথা। যা' হ'বার তা'ত হ'বেই। এখন বল্‌ছিলেম কি, লক্ষ্মীকান্ত বাবুর সঙ্গে নাকি আপনার খুব মাথামাথি?"

গিরীশচন্দ্র বুঝিল—কি কারণে তাহার বাটীতে ভবেশের সহসা আগমন। গিরীশ খেলোয়াড় লোক—ভবেশকে সে বেশ খেলাইয়া লইল। কথা হইল তখন অনেক—দুই পক্ষেই আত্মীয়তার অভিনয় হইল তখন অশেষ। খেলা চলিতেছিল চতুরে চতুরে। কোন্ চতুরের চতুরালির জয় হইবে, তখন বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভবেশ যখন বুঝিল—শুধু কথায় চিঁড়া কিছুতেই ভিজিবে না, তখন সে অর্থ-বাণ ছাড়িল। গিরীশ আর যায় কোথায়? তর্কযুদ্ধে সে হটিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল, লক্ষ্মীকান্তকে

অনুরোধ উপরোধ করিয়া—যেমন করিয়াই হউক, তাহার পুত্রের সহিত শোভার বিবাহ ঘটাইয়া দিবে। চাঁদরায়কে এমনই কথা সে একদিন বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা সে রক্ষা করিতে পারে না। তাহাতেই তাহার সহিত চাঁদর বিরোধ। তবে এ ব্যাপারে এখন অর্থের কিছু গন্ধ আছে। আর প্রতিহিংসাবশে চাঁদরায়কেও একটু সে অপদস্থ করিতে চাহে। তাহাতেই ভবেশের ভাগ্যে কার্য্য সাফল্যের যাহা কিছু ভরসা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জলভারাক্রান্ত মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন চাঁদরায়ের হৃদয় সহানুভূতির শৈত্যগুণে তেমনি নয়ন-পথে বাষ্পবারির ধারা ছুটাইল। সহানুভূতির বায়ুতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল নরেন্দ্রের হৃদয়-কক্ষ হইতে। সে বায়ুচাপ সামান্য নহে।

গিরীশ উকিলের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চাঁদরায় সোজা নরেন্দ্রের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে গিয়াছিল কেবল বলিতে যে হয়ত সে নরেন্দ্রের কন্যার বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। তাহার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু তাই বলিয়া শুভকার্য্যে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

চাঁদরায়ের অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা শুনিয়া নরেন্দ্র যারপরনাই বিস্ময়ান্বিত হইল। চাঁদ যে একজন শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, সহজে যে সে হৃদয়বল

হারায় না—একথা নরেন্দ্র বিলক্ষণই জানিত। সেই বিক্রমকেশরী চাঁদরায় যে সহসা এমন কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই বা কারণ কি? নরেন্দ্র খুব চেষ্টা করিয়াও এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারল না।

অনেক প্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আসল কথাটা কি তাহা জানিবার জন্য নরেন্দ্র বিধিমতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ভিতরকার কথা চাঁদরায় কিছুতেই বলিতে চাহে না। এরূপ স্থলে নরেন্দ্র কেমন করিয়া বুঝিবে, কোন্ স্থানে ঝড়ের উৎপত্তি।

অস্থির নরেন্দ্র তখন কোনো উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল ভাবে কহিল—

"তোমার চেষ্টাতেই সব হ'চ্ছিল ভাই। এখন তুমি যদি কর্ম্মস্থলে উপস্থিত থাকতে না পার, তা' হ'লে সমস্তই পণ্ড হ'বে। তা'র চেয়ে বরং সব বন্ধ ক'রে দেওয়া যা'ক্, সকল ল্যাঠা চুকে যা'বে।

কথা বলিবার ধরণে নরেন্দ্রের বিশেষ কাতরতা ছিল। সে কাতরতা দেখিয়া চাঁদরায় অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল। তখন চাঁদরায়কে সকল কথাই প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। অগ্রজের কথা বলিতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তথাপি সকল কথাই সে বলিয়া ফেলিল। কাতরতার আকর্ষণে কাতর হৃদয় আর কিছুই গোপন করিতে পারিল না। স্বভাবের ধর্ম্মই এই। মুখ একবার খুলিলে তাহা আর সহজে বন্ধ হইতে চাহে না।

রোগ এতক্ষণে ধরা পড়িল। তাহার প্রতিকারও নরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফেলিল। চাঁদরায়কে নরেন্দ্র খুব ভালই চিনিত। তাহার অগ্রজের নিন্দা করিলে যে ফল বিপরীত হইবে, তাহা বুঝিতে নরেন্দ্রের বাকী ছিল না। ভবেশকে কোনোরূপে দোষী না করিয়া, তাহার

বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলিয়া সে কেবল চাঁদরায়ের অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। সে সহানুভূতিতে আন্তরিকতা ছিল—তাহা মন্ত্রশক্তির মত কাজ করিল।

নরেন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে চাঁদের তখন আর কোনো আপত্তিই রহিল না। চাঁদের ঐরূপই স্বভাব। একটু কেহ কাতরতা দেখাইলে, একটু মিষ্ট কথা শুনিলে অনুরোধ সে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে না।

এ অনুরোধ রক্ষা করিয়া চাঁদকে বিপন্ন হইতে হইল। চাঁদের সহোদর ভবেশের কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না যে চাঁদ, নরেন্দ্রকে কোনো রূপ সাহায্য করে। ভবেশের এমন ইচ্ছা যে কেন হইয়াছিল, তাহা ভবেশের হৃদয়স্থিত হৃষীকেশই বলিতে পারেন। কিন্তু দুষ্ট লোকের ধারণা—গিরীশ উকীলের ইহাতে কিছু হাত ছিল। শৈলজাও যে এ বিষয়ে স্বামীকে কুপরামর্শ দেয় নাই, 'কাণ-ভাঙ্গানী' বিদ্যায় গুরু-মহাশয়গিরি করে নাই, এমন কথাও কেহ বলিতে পারে না। এরূপ অনুমানের একটু কারণও আছে। চাঁদরায়-লাঞ্ছিত গিরীশচন্দ্র চাহে—জনগণ-হিতসাধনেচ্ছু চাঁদরায় প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অবসম্বাদী সিংহাসন কিছুতে না লাভ করিতে পারে। ঈর্ষা ও অপমানে গিরীশের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। চাঁদের প্রতি গিরীশ উকীলের তাহাতেই এত আক্রোশ। আর শৈলজার পরিচয় ত পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। সে যে চাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে তাহা আর বিচিত্র কি!

কিন্তু চাঁদ এক কথার মানুষ। কথা দিয়া কথার ব্যতিক্রম কিছুতেই সে করিতে পারে না। গোল বাধিল সেইখানেই।

চাঁদকে ডাকিয়া ভবেশ কহিল—

"নরেনের বাড়ীতে তোর মুরুব্বীয়ানা করবার আবশ্যকটা যে কি, সেটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।

অগ্রজের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, তাহার পর ভূমতলে দৃষ্টিপাত করিয়া চাঁদ কহিল—

"নরেন আমার বন্ধু। সে কন্যাদায়গ্রস্ত। আমার কাছে সাহায্যের সে প্রত্যাশা রাখে। কাজেই তা'র কাজ বুক দিয়ে আমাকে কর্‌তে হ'বে। এতে আর মুরুব্বীয়ানা কি দাদা ?"

তপ্তৈতল ছিট্‌কাইয়া গায়ে লাগিলে মানুষের মুখ যেরূপ বিকৃত হয়, মুখখানা সেইরূপ করিয়া ভবেশ কহিল—

"ও সব জ্যাঠামীর কথা, আমি অনেক জানি, তোকে তা' আর জানাতে হ'বে না। এখন আমার পরিষ্কার হুকুম এই, তুই সেখানে একেবারে যাবি না। কেমন, হুকুম্ মেনে চল্‌বি ?"

কাতরভাবে চাঁদ কহিল—

"না দাদা, এ হুকুম কিছুতেই আমি মাথা পেতে নিতে পারব না। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। কথার নড়চড় করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এ হুকুম, তুমি ফিরিয়ে নাও দাদা !"

"হুঁ, তবে তুই কি কর্‌বি ?"

"নরেনের বাড়ীতে আমায় উপস্থিত থাক্‌তে হ'বে। এই হুকুমটা তুমি দিয়ে দাও।"

"তা' হ'বে না। আমি যা' বলেছি, তাই তোকে কর্‌তে হ'বে। না পারিস্, তোর যা' ইচ্ছা, তুই তাই করিস্।"

কথাটা বলিয়াই দ্রুতবেগে ভবেশ চলিয়া গেল। কোনো কথা বলিবার অবসরও চাঁদকে সে দিয়া গেল না। চাঁদ গৃহতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিল এখন সে কি করিবে। দাদার আদেশ শিরোধার্য্য করিলে, নরেন্দ্রের প্রতি অবিচার করা হয়, আর নরেন্দ্রের বাটীতে যাইলে দাদার কথা অমান্য করা হয়। সমস্যা কঠিন। সে এখন করে কি ! ভাবিয়া ভাবিয়া

ইহার সুমীমাংসা সে কিছুই করিতে পারিল না। সে একবার ভাবিল—বৌঠান্ এ বিষয়ে তাহাকে সুবুদ্ধি দিতে পারে; কিন্তু আবার ভাবিল—বৌঠান্ও যদি নিষেধ করে, তাহা হইলে ত মুস্কিল হইবে। আর সে ভাবিতে পারিল না। নরেনের বাটীতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া সে মনে করিল—কারণ নরেন বিপন্ন। বিপন্নকে উদ্ধার করাই চাঁদের জীবন-ব্রত। সামান্য ভর্ৎসনার ভয়ে এ ব্রত সে ভঙ্গ করিতে চাহিল না। কর্ত্তব্যের আহ্বান তাহার কাণে বাজিতেছিল। সেই পথেরই সে পথিক হইল। সে কারণে দাদার নিকট যে বিশেষ ভর্ৎসিত হইবে, তাহা সে ঠিকই করিয়া লইয়াছিল। সে তখন ভাবিয়া লইয়াছে—

"বকিলেনই বা দাদা; তাহাতে তাহার অপমানই বা কি?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গিরীশ উকীলের এক দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় ছিল, তাহার নাম দেবদাস। কাজ কর্ম্ম সে কিছুই করিত না—মাতুলের স্কন্ধে ভর করিয়া সে দিনতিপাত করিত আর 'কর্ম্মবাটীর' সন্ধান পাইলে বিনা নিমন্ত্রণে তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে 'আশীর্ব্বাদ' করিত। সাজ-সজ্জার মধ্যে তাহার ছিল—একজোড়া ছিন্ন পাদুকা, একখানা রিপুকরা কাপড়, একটা আধ্ময়লা জামা আর শতছিদ্র বিশিষ্ট একখানা কোঁচান চাদর। অনিমন্ত্রণে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার তাহার সাজ-সজ্জা ছিল এইগুলি। এ সাজ-সজ্জা সে অবশ্য খুব যত্ন করিয়া রাখিত। অনাবশ্যকে এ সাজ-সজ্জা

দেবদাস কিছুতেই ব্যবহার করিত না। তাহার ভয়—এ মহামূল্য সামগ্রী-গুলি যদি কোনরূপে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে কাজ-কর্ম্মের বাটীতে যাওয়া তাহার বন্ধ হইবে।

যে সর্ব্বনাশের ভয় সে প্রতি মুহূর্ত্তে করিত, কপালদোষে সেই সর্ব্বনাশই আজ তাহার ঘটিয়া গেল। নরেন বাবুর বাটিতে আজ বিবাহোৎসব। সেখানে আজ তাহাকে বরযাত্রী সাজিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু পরিচ্ছদাদি পরিতে যাইয়া দেবদাস দেখে, যেস্থানে সেগুলি চিরদিন আবর্জ্জনারাশির মত পড়িয়া থাকিত, সে স্থানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। দেবদাসের মস্তক ঘুরিয়া গেল। পোষাক পরিচ্ছদ না পাইলে নিমন্ত্রণ বাটীতে সে যায় কেমন করিয়া?

এই ব্যাপার লইয়া গিরীশ উকীলের বাটীতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। দেবদাসের চীৎকার, উল্লম্ফন, তর্জ্জন-গর্জ্জনে পাড়া প্রতিবেশী প্রমাদ গণিল। তাহাদের বিশ্বাস, বৈশাখের রৌদ্রে দেবদাস ক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। সেরূপ হইলে পাড়ায় ত বাস করা দায়।

দেবদাস তখন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—

"আমার এত টাকার জামা, কাপড় কে চুরী কর্‌লে, তা'র তুমি বিচার কর মামীমা। আমি ভাল কথায় বল্‌ছি, যে সে সব চুরী করেছে, আস্তে আস্তে বার্ ক'রে দেয় ত দিক্; না হ'লে আমি থানা পুলিস করব —রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিব—হাঁা।"

গিরীশচন্দ্রের গৃহিণী দারুণ বিপদেই পড়িয়া গেলেন। দেবদাসের অমূল্য সম্পত্তি যে কোন্ চোর চূড়ামণি চুরী করিতে পারে, তাহা ত বহু চিন্তাতেও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। হাসির উচ্ছ্বাসে তাঁহার চক্ষু ও ওষ্ঠ সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হাসিবার উপায় নাই। তাহা হইলে দেবদাস আর রক্ষা রাখিবে না। দন্তপংক্তির

মধ্যে পৃষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া গৃহস্বামিনী সে অমূল্য পরিচ্ছদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহার সন্ধান কিছুতেই মিলিল না। তবে তদন্তের ফলে এইটুকু জানা গেল যে একজন নূতন দাসী সেগুলিকে আবর্জ্জনা মনে করিয়া পথে ফেলিয়া দিয়াছিল—ময়লা গাড়ীতে তাহা হয়ত এতক্ষণে ধাপার মাঠে চলিয়া গিয়াছে।

আর দাসী যায় কোথায়! সিংহবিক্রমে দেবদাস তাহার উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। দাসী ত অবাক। সে ভাবিল—ভাল বাড়ীতে সে চাকুরী করিতে আসিয়াছে। পলায়নের পথ সে অন্বেষণ করিতেছিল। কিন্তু দেবদাস ছাড়িবার পাত্র নহে। দাসীর পথরোধ করিয়া দেবদাস কহিল—

"পালাবি কোথায় মাগি! জামা কাপড় দিবি ত দে, নইলে পুলিস ডাকব। মাগী চুন্নী কোথাকার!"

দাসী আর থাকিতে পারিল না; সে বলিল—

"দেখ বাবু, মুখ সামলে কথা ব'লো। আমরা ছোট লোক। আমরা একটা শব্দ বললে, তা' আর ফিরবে না কিন্তু—হ্যা।"

এ কথায় দেবদাস অসুর হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে গিরীশচন্দ্র ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় দেবদাসের সে উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া গেল। মাতুলকে ভাগিনের একটু ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। গিরীশচন্দ্র একে মাতুল—তাহার উপর অন্নদাতা—ভয় ত করিবারই কথা।

গিরীশ জিজ্ঞাসা করিল—

"কিরে দেবু, কি হয়েছে?"

অর্দ্ধ দিগম্বর দেবদাস কর্ণ কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল—

"আজ্ঞে ঝি আমার কাপড় চোপড় চুরী করেছে। আবার বলেছি

ব'লে ও আবার গাল দিচ্ছে। মামীমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন না কেন, তা' হ'লেই সব শুন্‌তে পাবেন।"

"হুঁ, তা' না হয় শুন্‌লেম! কিন্তু তোর আবার কাপড় চোপড় কি? গামছা প'রেই ত তুই এক রকম দিন কাটাস!

"আজ্ঞে না, আমার সব ভাল ভাল কাপড় চোপড় আছে। দরকার না হ'লে বড় ব্যবহার করি না। তা' দরকারের সময় খুঁজতে গিয়েই ত ধরা পড়্‌ল যে ঝি সেগুলি চুরী করেছে।"

প্রভুকে আসিতে দেখিয়া ঝি সে সময়ে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। সে উপস্থিত থাকিলে দেবদাসের চুরীর দাবীটা যে একটা অনর্থ ঘটাইত, তাহা বিনা আপত্তিতে বলা যাইতে পারে।

দেবদাসের সৌভাগ্যক্রমে ঝি তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। সেই সুযোগে দেবদাস তাহার বিরুদ্ধে আরও নানা কথা কহিবার ও নানারূপ অভিযোগ করিবার প্রয়াস পাইল। বিরক্ত হইয়া গিরীশ তাহাকে ধমক দিয়া কহিল—

"থাম্ বেয়াদব, তোর আবার কাপড় চোপড়! যা' ধাঙ্গড় মেথরেও স্পর্শ কর্‌তে লজ্জাবোধ ক'রে, তা' আবার ঝি চুরী কর্‌বে কি? তোর সকল কাণ্ডই ত আমি জানি। আমার লাভ হ'বে এই— তোর জ্বালায় ঝি, চাকর প্রভৃতি আমার এখানে আর টিক্‌বে না।

অঙ্গভঙ্গী করিয়া দেবদাস কহিল—

"আজ্ঞে নেইবা রইল ঝি চাকর, তা'তে আর ক্ষতি কি? দেবদাস যখন এখানে আছে, তখন কিছুরই অসুবিধা হ'বে না। চাকরের কাজও আমার জানা আছে আর ঝিএর কাজও কর্‌তে পারি। ওর জন্যে আপনি একটুও ভাব্‌বেন না—মামাবাবু। সব আমি ঠিক্ ক'রে চালিয়ে নিব। আপনি কেবল ঐ মাগীকে বলুন,

আমার কাপড় চোপড়গুলি বা'র ক'রে দিক, তা'র পর সে চ'লে যায় যা'ক।"

ভাগিনেয়ের যুক্তি তর্কের ঘটা দেখিয়া মাতুল না হাসিয়া আর থাকিতে পারিল না। হাসিয়া গিরীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—

"কাপড় চোপড়ের তোর এখন দরকার পড়ল কেন—লুচির গন্ধ কোথাও পেয়েছিস্ বুঝি?"

"আজ্ঞে চাঁদুবাবু অনেক ক'রে ব'লে গেছেন।

"চাঁদুবাবু ব'লে গেছেন! কোথায়?"

"আজ্ঞে নরেনবাবুর বাড়ী। নরেনবাবুর আজ মেয়ের বিয়ে।"

"মিথ্যা কথা, কেউ তোকে নিমন্ত্রণ করে নি। অনিমন্ত্রণে তুই যেমন যত্র তত্র যাস্, এ ক্ষেত্রেও তোর তেমনি যাওয়া—কেমন ঠিক?"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—বরপক্ষ আমায় নিমন্ত্রণ করেছে। বর আমার ভারী বন্ধু। সে বলেছে, আমি না গেলে তা'র বিয়ে করাই হ'বে না। আপনি তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন না কেন?"

"চুপ কর মূর্খ—চুপ কর। আমার নাম ডোবাতে বসেছিস তুই। খবরদার, সে বাড়ীর ধারেও যাস্‌নি তুই। যাস্ যদি, তা' হ'লে তোর আর মুখ দেখব না—বাড়ী ঢুকতে দিব না—কথাটা মনে থাকে যেন।"

নিমন্ত্রণ বাটীর ধারেও সে যাইতে পাইবে না শুনিয়া দেবদাস কাঁদিয়া ফেলিল। যে কার্য্য সে জীবনভোর করিয়া আসিতেছে, মাতুলের শাসনে আজ তাহা হইতে সে নিবৃত্ত হয় কেমন করিয়া?

গিরীশচন্দ্র ইতিমধ্যে একটা মৎলব আঁটিয়া ফেলিল। ভাগিনেয়কে একান্তে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া সে কহিল—

"আচ্ছা, তুই চুপ কর। পেট্ ভরে আজ তোকে আমি লুচি

সন্দেশ খাওয়াব আর তোর কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা করব। কিন্তু তোকে একটা কাজ কর্‌তে হ'বে—পারবি ?"

দেবদাসের মুখে তখন আর হাসি ধরে না—আকাশের চাঁদ সে হাতে পাইল—মাতুলের 'কাজ করিতে' সে স্বীকার করিল।

দেবদাসের 'কাজ' হইল, ভবেশকে যাইয়া সে বলিবে—নরেনের বাড়ীতে চাঁদু কর্ত্তা এবং কর্ত্তা সাজিয়া সে তাহার দাদা ভবেশকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছে এবং ভবেশ যে চাঁদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নহে, ভবেশ হইতেই যে চাঁদের নানা অনিষ্ট ঘটিয়াছে—এমন কথা সর্ব্ব সমক্ষে বলিতেও চাঁদ পশ্চাৎপদ হয় নাই।

মাতুলের নিকট অভিনয় শিক্ষা করিতে দেবদাসকে মহলা দিতে হইল। বস্ত্রাদি ও লুচি সন্দেশ দেবদাস অবশ্যই পাইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহকার্য্য ও আহারাদি ব্যাপার শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া যাওয়ায় নরেনের বাটী হইতে সে রাত্রিতে চাঁদরায় আর আপন বাটীতে ফিরিতেই পারিল না। তৎপর দিবস 'বর-কন্যা' বিদায় করিয়া দ্বিপ্রহরে যখন সে বাটী ফিরিল, অগ্রজের তিরস্কার হইতে কেমন করিয়া আপনাকে সে রক্ষা করিবে, চাঁদ বার বার সেই কথাই ভাবিতেছিল। উপায় কিন্তু সে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। কারণ মিথ্যা কথা বলিতে চাঁদ একেবারেই অভ্যস্ত নহে। তিরস্কৃত হইবার জন্যই সে প্রস্তুত হইল। তাহা ভিন্ন আর উপায় কি ?

কিন্তু বাটীতে পৌঁছিয়া তিরস্কারের আয়োজন কিছুই সে দেখিতে পাইল না। তবে যাহা সে দেখিল, তাহাতে তাহার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই, রন্ধনশালায় পাকাদির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, লোকজন না থাকিলে বাড়ী যেমন 'খাঁ খাঁ' করে, বাড়ীর অবস্থা সেইরূপ! —এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাহার ভয়ও হইল—ভাবনাও হইল। ভয়ে ভয়ে সে ডাকিল—"নারাণ ও নারাণ!"

সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর না পাইয়া চাঁদ আর একটু জোরে ডাকিল—"নারাণ ও নারাণ—নারাণ রে!"

শব্দতরঙ্গ নির্জ্জন গৃহের কোন্ একটা অজ্ঞাত স্থানে আঘাত পাইয়া প্রতিধ্বনিত হইল—"রে"।

সে প্রতিধ্বনিতে চাঁদের বুক কাঁপিয়া উঠিল তাহার চরণদ্বয় কোনো-রূপে তাহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া তাহার শয়ন-গৃহে উপস্থিত করাইল। গৃহের দ্বার অর্দ্ধমুক্ত ছিল। তাহার ভিতর দিয়া চাঁদ দেখিল সাগরিকা ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া আছে!

দ্বার মুক্ত করিয়া চাঁদ ডাকিল—"সাগর!"

সাগরে তখন তরঙ্গ উঠিল—সে তরঙ্গ তাহার দীর্ঘশ্বাস।

সাগরের পাশে বসিয়া পড়িয়া চাঁদ ব্যথা-বেদনায় জিজ্ঞাসা করিল—

"কি ব্যপার, সাগর? বাড়ীর আর সবাই গেল কোথায়? নারাণে চাকরটাকে পর্য্যন্ত ত দেখ্‌তে পেলেম না! দাদা, বৌঠান্—শোভা এরা কি বাড়ীতে নেই?"

চাঁদকে দেখিয়াই সাগর ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল—তাহার কথা শুনিয়া এইবার সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্যথিত স্বামী, রোদনকাতরা পত্নীকে আদর করিয়া কহিল—

"কাঁদ কেন সাগর, হয়েছে কি? শোভার মামার বাড়ীর সব ভাল

খবর ত? শোভার মামার জ্বর হয়েছিল, শুনেছিলাম—তিনি ভাল আছেন ত?"

এবারেও সাগর উত্তর দিল না, বা উত্তর দিতে পারিল না। সে কাঁদিতেছিল—কাঁদিতেই লাগিল। কাপড়ের খুঁট দিয়া তাহার নয়নজল মুছাইয়া দিতে দিতে চাঁদ আবার জিজ্ঞাসা করিল –

"কি হয়েছে, বল না সাগর! উৎকণ্ঠায় যে আমি মরে যাচ্ছি। বল না, কি হয়েছে, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন এত? এরাই বা গেল কোথা?"

চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে এইবার সাগর কথা কহিল। সে বলিল—

"শোভাকে নিয়ে দিদি বাপের বাড়ী চ'লে গেছেন। বট্‌ঠাকুর বাড়ী ভাড়া কর্‌তে বেরিয়েছেন।"

বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাঁদ কহিল—

"কি রকম?"

"তুমি না কি নরেনবাবুর বাড়ীতে ব'সে বট্‌ঠাকুরকে অকথা কুকথা বলেছ, তাঁ'র প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছ?"

"কি বল্‌লে—দাদাকে অকথা কুকথা! এ সংবাদ তোমাদের কাণে ধ'রে কে ব'লে গেল?"

চাঁদ খুবই রাগিয়া উঠিয়াছিল। সে যাহা বলিল, তাহা উত্তেজনা-বশেই বলিল।

সে উত্তেজনার ভাব দেখিয়া সাগরিকা কহিল—

"তুমি কি তবে ওসব কথা বল নাই?"

গায়ের চাদরখানা মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চাঁদ বলিল—

"কোন্ কথা—দাদাকে অকথা কুকথা?"

"হ্যাঁ—তাই।"

"সে ত আমার জীবনে হ'বে না। বাপের মত ক'রে দাদা

আমাকে মানুষ করেছেন। আমি দাদাকে অকথা কুকথা বল্‌ব কি গো ?"

"সে কি !—তবে এ কথা বট্‌ঠাকুরের কাণে উঠ্‌ল কেমন ক'রে ?"

"তা' তোমরাই বল্‌তে পার। তবে আমি এইটে জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই, তাঁ'কে একথা ব'লে গেল কে ? সেটা জান্‌তে পার্‌লে, তা'র মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে ফেলি একবার।"

স্বামীর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া সাগর কহিল—

"তুমি এর সত্যি কিছু জান না ?"

"কিছু না—বিন্দু বিসর্গ না। দাদা কি তাই বিশ্বাস করেছেন না কি ?"

"তা' করেছেন বল্‌তে হ'বে বৈকি ! না হ'লে দিদি ও শোভাকেই বা পাঠিয়ে দেবেন কেন আর নিজেই বা বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে চাইবেন কেন ?"

"হুঁ, দাদা আস্‌বেন কখন ?"

"তা' আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব ! এই নির্জ্জন পুরীতে সকাল থেকে যে আমি একলা প'ড়ে আছি—কৈ তোমরা ত কেউই তা গ্রাহ্য করনি। বট্‌ঠাকুর গেলেন রাগ ক'রে—আর তুমি থাক্‌লে বন্ধু নিয়ে—দিদি গেলেন বাপের বাড়ী, আর আমি প'ড়ে থাক্‌লেম্ একা ! এই ত তোমাদের বিচার !"

চাঁদ এইবার সাগরের গর্জ্জন শুনিল। লজ্জিত হইয়া সে ভাবিতে লাগিল—কুলমহিলাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া দাদার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়াটা ভাল হয় নাই। আর হইয়াছেই বা কি—যাহার জন্য এতটা কাণ্ড হইল।

হায় চাঁদ, যদি বুঝিতে এরূপ হইবার কারণটা কি, তাহা হইলে অনেকটা সংসারাভিজ্ঞ হইলেও হইতে পারিতে। তবে তাহাতে জ্বালা

অনেক, ব্যথা অনেক, বেদনা যথেষ্ট। তুমি যে এখনও তাহা বুঝিতে চাও না, বুঝিতে পার না, তাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলের কথা। যেদিন তাহা বুঝিতে শিখিবে, সেই দিনেই তোমার শান্তিময় প্রাণে অশান্তির বাত্যা বহিতে থাকিবে, সেইদিন হইতেই তোমার সদানন্দ প্রকৃতি নষ্ট হইবে। বেশী বুঝার দোষ ত ঐ।

অগ্রজের ব্যবহারের দোষটা চাঁদের একবার মাত্র মনে হইয়াছিল। কিন্তু জলের দাগের মত তখনই তাহা তাহার মনের মধ্যে মিশাইয়া গেল। কথাটা চাপা দিবার জন্য চাঁদ তাড়াতাড়ি সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল—

"তা তোমাদের রান্না টান্না হয় নি কেন ?"

সাগর, শীতল হইলেও তাহাতে বাড়বাগ্নি আছে ; মধ্যে মধ্যে তাহা জ্বলিয়া উঠে। এ সাগরও জ্বলিয়া উঠিল—এ জ্বালা অভিমানের। অভিমান বশে সাগর বলিল—

"চাবিপত্তর থাকৃল দিদির কাছে, রাঁধ্‌ব আমি কেমন ক'রে ? আর রাঁধ্‌বই বা কা'র জন্যে—আমার পোড়া পেটের জন্যে কি ?"

এখানটাতেও চাঁদ, বৌঠানের বিশেষ দোষ দেখিল। সে ভাবিতে লাগিল—পিত্রালয়েই বৌঠান গেলেন যদি, চাবিপত্র তিনি রাখিয়া গেলেন না কেন? সেটা ত তাঁহার পক্ষে ভারি অন্যায়। চাঁদ স্থির করিল—দাদা ফিরিয়া আসিলে, একথা বিচারের জন্য দাদাকে সে অনুরোধ করিবে। চাঁদের মনে ত পাপ ছিল না, সেইজন্য একথা সে এমন করিয়া ভাবিতে পারিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস—কি একটা ভুল শুনিয়া দাদা রাগ করিয়াছেন। সত্য কথা শুনিলেই তাঁহার রাগ পড়িয়া যাইবে।

সে আবার ভাবিল, বৌঠান হয়ত ভুলিয়াই চাবি লইয়া গিয়াছেন। কথাটা যেমন তাহার মনে হওয়া আর তেমনই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা—

"আচ্ছা ভুলেই যদি বৌঠান চাবিটা নিয়ে গিয়ে থাকেন, তুমি চেয়ে নিলে না কেন?"

সাগর আবার গর্জ্জন করিল। সে কহিল—

"তুমি তা' পার, আমি পারি না।"

"কেন?"

"একজন রাগ ক'রে দশ কথা শুনিয়ে চ'লে গেল, আর, আমি চাইব তা'র কাছে চাবি—ব'ল্‌ব চাবিটা দিয়ে যাও গো, নইলে আমার পোড়া বাকড়্ জ্বল্‌তে থাক্‌বে—কেমন?"

"আহা-হা, তা' কেন—খেতে দেতে ত আমাদেরও হবে—না রাগ ক'রে থাকলে পেট্ ভরবে?"

"সে তোমরা জান।"

"দাদা খাবেন না—আমি খাব না?"

সাগর চুপ করিয়া রহিল—এ কথায় সে আর কি উত্তর দিবে।

চাঁদ বলিতে লাগিল—

"নাও এখন ওঠ—রান্নাবান্না চড়াও। একেই দাদা রেগে আছেন, তা'র উপর তেতে পুড়ে বাড়ী আস্‌বেন। ভাত চাইলে দেবে কি?"

সাগর বিরক্ত হইয়া বলিল—

"রাঁধব কি দিয়ে—আমার মাথা আর মুণ্ডু দিয়ে কি? তোমার ঐ সব আমার ভাল লাগে না। কর না কিছুই, খোঁজ রাখ না কিছুই আর হুকুম কর বড় বড়—এতে আমার গা জ্বলে যায়।"

ভাণ্ডার গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া জিনিসপত্র বাহির করিবার জন্য চাঁদ তখন প্রস্তুত হইল। পিত্তলের তালার উপর দুই তিনটা আঘাত যখন সে সবেমাত্র করিয়াছে, সেই সময়ে ভবেশ বাটীতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তালা ভাঙ্গে কে রে ?"

"আমি দাদা"—এই কথা বলিয়াই সে দাদার নিকটে উপস্থিত হইল। লোহার হাতুড়ীটা তখনো পর্য্যন্ত তাহার হাতেই ছিল। সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি না কি ভারী রাগ করেছ দাদা ? রাগ ক'রে না কি বৌঠান্ ও শোভাকে শোভার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ ?"

সে কথার উত্তর না দিয়া ভবেশ কহিল—

"সেই সুযোগ পেয়ে তুই বুঝি ঘরের তালা ভাঙ্গছিলি ?"

অগ্রজের এমন মধুর সম্ভাষণটা গায়ে না মাখিয়া হাসিয়া চাঁদ বলিল—

"তুমি কোন্ বজ্জাতের নষ্টামীর কথা শুনে আমার উপর রাগ করেছ দাদা ?"

ভবেশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অগ্রাহ্যভরে কহিল—

"কিছু না, কিছু না ও সব কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আমার পোষাল না আমি আলাদা হচ্ছি—বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ কর্‌বার দরকার নেই। কোনো কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা করিস্‌নে বল্‌ছি।"

"কেন হয়েছে কি ? তুমি কি সত্যই বিশ্বাস করেছ যে আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করেছি—না, কর্‌তে পারি ?"

ভবেশ সে প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিল না।

চাঁদ বলিল—

"বল দাদা, চুপ্ ক'রে রইলে যে ?"

ভবেশ চীৎকার করিয়া বলিল—

"তোকে মানা ক'রে দিচ্ছি, তুই আর আমায় দাদা বল্‌বিনে। তুই

থাক্‌তে আমি আর এ বাড়ীতে থাক্‌ব না। বাস্ চুকে গেল। আর এর উপর কথা আছে ?"

চাঁদের প্রাণে বড় ব্যথাই বাজিল। বেদনায় কাতর হইয়া সে আরো কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু ভবেশ তাহাকে আর কোনো কথাই কহিতে দিল না। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভবেশ কহিল—সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, চাঁদের সহিত সে আর এক সংসারে থাকিবে না। অতএব সে বিষয়ে চাঁদের অনুনয় অনুরোধ বৃথা হইবে।

চাঁদ আর কি করিতে পারে! মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হইয়া খানিকটা সে রোদন করিল, খানিকটা হা হুতাশ করিল। তাহার পরে সে বলিল—তাহার অগ্রজের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার আবশ্যক নাই। এরূপ করিতে হইলে চাঁদই তাহা করিতে স্বীকৃত আছে।

সেই স্বীকারোক্তিতেই তাহাদের সংসার পৃথক হইয়া গেল। ভবেশ লইল বাস্তুভিটা আর চাঁদের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইল সেই ভিটার পার্শ্বে একখানি জীর্ণ কুটীর। সেখানাকে গোশালা বিশেষ বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহাতেও চাঁদের দুঃখ নাই, অভিযোগ নাই। কারণ অভাব যে সে গ্রাহ্যই করে না। তাহার যত কিছু দুঃখ—দাদার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য। চাঁদ কেবলই ভাবিতে লাগিল—কি অপরাধে দাদা তাহাকে এমন করিয়া পর করিয়া দিলেন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভবেশ যেদিন গায়ের জোরে কনিষ্ঠকে পৃথক করিয়া দিল, একটী তাম্রখণ্ডও সেদিন চাঁদের হাতে ছিল না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সুতরাং তাহাকে বিষম চিন্তায় পড়িতে হইল। এমন চিন্তায় তাহাকে কোনো দিনই পড়িতেং হয় নাই। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কেমন করিয়া কি করিতে পারা যায়। অন্যান্য জিনিষ না হইলে চলে, কিন্তু আহার না জুটিলে ত বাঁচা চলে না। একটা দিন ও একটা রাত্রি স্বামী ও স্ত্রীর নিরম্বু উপবাসে কাটিয়া গিয়াছে। কয়দিন আর এমন করিয়া চলিবে?

প্রভাতে উঠিয়া সাগরিকা স্বামীকে কহিল—

"ব'সে ব'সে ভাবলে আর কি হ'বে? বাজারে একবার যাও না—চারটী খেতে হ'বে ত?"

সাগরের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাঁদ কহিল—

"দেখ সাগর, আমি ভাবছি, তোমাকেও দিনকতকের জন্য তোমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

"আর তুমি?"

"আমার ভাবনা আমি ভাবি না। যত ভাবনা তোমারই জন্য।"

"কেন আমি কি তোমার আপদ, যে যখন তখন তুমি ঐ কথাই ব'লে থাক। দিদি আমার উপর রাগ করলেও তুমি ঐ কথা বল্‌তে—আর আজও তুমি ঐ কথা বল্‌ছ—কেন বল দেখি?"

"আরে না না এ সব রাগারাগির কথা নয়। দেখ্‌ছ না এখন অন্নসঙ্কট সামনে। এখন দিনকতকের জন্যে তুমি যদি বাপের বাড়ী যাও, তাহ'লে ভেবে চিন্তে একটা কিছু করবার আমি অবসর পাই।"

"দুঃসময়ে কারো কাছে যেতে নেই—গেলে লাঞ্ছনা আরো বাড়ে

ভিন্ন কমে না। এখন আমি কোথাও যেতে পারব না, কোথাও যেতে ব'লনা।"

"তা হ'লে উপায় ?"

"পুরুষ মানুষ তুমি, তোমার উপায়ের ভাবনা কি ? প্রাণ দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি। ওর আর ভাবনার কথা কি আছে। দুটো পেট বৈ ত নয়—এক রকমে না এক রকমে চ'লে যাবেই।"

তত দুঃখের মধ্যেও চাঁদ হাসিয়া বলিল—

"সে যখন যা'বে, তখন যা'বে। আপাততঃ যে আমি অচল হ'য়ে পড়েছি—তা'র কারণ, একটী পয়সাও আমার হাতে নেই।"

উত্তেজনাবশে সাগর কহিল—

"ইচ্ছে ক'রে ফাঁকিতে প'ড়লে হাত খালি হ'বে বৈ কি। একজন নিলেন সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে, তা'র পরে দিলেন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে, আর একজন হ'লেন পথের ফকির—অন্নের কাঙ্গাল, কেমন এই ত ?"

"ও সব কথা তুলো না সাগর—ওতে আমি ভারী বিরক্ত হই।"

"তা' হবে বৈ কি—"

কথাটা বলিয়াই সাগর কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্নার অর্থ চাঁদরায় বিলক্ষণই বুঝিতে পারিল। অর্থটা হইতেছে 'এই—দাদার প্রতি ত কর্ত্তব্য পালন করিলে, কিন্তু আমার প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য নাই কি ?

এ কর্ত্তব্যের কথা চাঁদরায় কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে ? অথচ সহোদরের নিন্দাটাও শ্রবণ করা চাঁদের প্রকৃতিতে নাই। এত কষ্টে পড়িয়াও জ্যেষ্ঠাগ্রজকে শ্রদ্ধার আসন হইতে সে নামাইতে পারিতেছে না। সহোদর-প্রীতি তাহার অলৌকিক। পত্নী-প্রেমও তাহার সামান্য নহে। দুইটানায় পড়িয়া চাঁদরায় অস্থির হইয়া পড়িল।

অভিমানদৃপ্ত সাগরিকার চক্ষের জল তখনও শুকায় নাই। চাঁদরায় তাহাকে আদর করিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"এই অসময়ে আমার উপর এম্‌নি ক'রে রাগ কর্‌তে হয় বুঝি?"

এক কথায় সাগরের সকল দুঃখ দূর হইল। স্বামীকে সে এমনই ভালবাসে। বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া হাসিমুখে স্বামীকে সে কহিল—

"থাক্‌গে, ওসব ছাইয়ের কথা। কাল থেকে তোমার খাওয়া হয়নি—বাজারে গিয়ে জিনিবপত্র আনগে।"

"বাজার করব কি নিয়ে, পয়সাকড়ি কিছু আছে কি যে জিনিস আনব?"

"হ্যাঁঃ—তা'র আবার ভাবনা। এখনকার মত চালাবার জন্যে এই চুড়ী ক'গাছা বাঁধা দিয়ে কিছু টাকার যোগাড় কর; তা'র পর ভেবে চিন্তে যা' হয় একটা কিছু করা যাবে।"

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে ছয়গাছি চুড়ি সাগরিকা তাহার স্বামীর হস্তে দিয়া কহিল—

"চেয়ে রইলে যে! বলি, টাকা ত চাই—নইলে এখন চল্‌বে কি ক'রে?"

কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে চাঁদ বলিল—তা' ত চাই—সেই জন্যই তোমার শেষ সম্বলটুকু নষ্ট কর্‌তে হ'বে—কেমন এই ত?"

"ঠিক তাই। বিপদের দিনের জন্যেই সোণাদানা সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌তে হয়। সেদিন যখন আমাদের এসেছে, তখন ও সোণাটুকু গায়ে রাখবার ত আর দরকার দেখছি না। কেবল এয়োতি রক্ষার জন্য দুহাতে দুগাছা রেখে দিলেম। দরকার পড়্‌লে হাতে লাল সুতো বেঁধে ও দুগাছাও আবার খুল্‌তে হ'বে। কথায় কথায় কিন্তু বেলা বাড়্‌ছে। তর্ক কর্‌তে হয় পরে এসে কোরো। এখন আর কোনো কথা

নয়। হরি বোষ্টমের কাছে জিনিসগুলো রেখে টাকা নিয়ে তুমি বাজারে চ'লে যাও—ততক্ষণে ঘর সংসারের আর আর কাজ আমি সেরে রাখি।"

সাগর চলিয়া গেল। আর্দ্রকণ্ঠে চাঁদ ডাকিল—"সাগর।"

সাগর তাহার প্রত্যুত্তরে কহিল—

"আর একটী কথাও নয়—বেলা অনেক হ'য়ে পড়ছে। যাও তুমি শীগ্‌গির যাও।"

চাঁদ আবার ডাকিল—কিন্তু আবার সেই একই প্রত্যুত্তর। স্বামীর আহ্বানে স্ত্রী—স্বামী সন্নিধানে আসিল না।

উপায়ান্তর না দেখিয়া চাঁদরায়কে সাগরের প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। আর তাহা ভিন্ন উপায়ই বা কি—বাঁচিতে হইলে উদরান্নের যোগাড় ত করিতেই হইবে। কাজেই চাঁদকে চুড়ীগুলিও গ্রহণ করিতে হইল আর বাজারেও যাইতে হইল। সংসারের জন্য এতটা ভাবা—এতটা করা চাঁদরায়ের এই প্রথম।

নবম পরিচ্ছেদ।

শৈলজা পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে—কাজেই শোভাকেও আসিতে হইয়াছে।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বাড়ীটা শোভার কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। উপরে যাইয়া যখন সে কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না, ব্যাকুলভাবে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

"মা, কাকীমা?"

বিরক্ত হইয়া জননী কহিল—

"তোর অত খোঁজে কাজ কি বাপু? যা'র যা' ইচ্ছে, সে তাই করেছে, তা'তে আমারও হাত নেই আর কারুরই হাত নেই। তবে দোষী হ'তে হ'বে আমাকে—তা' আমি জানি। বিনা দোষে যদি তাই হই, তা'হ'লেই বা কি কর্‌ছি আর!"

পাশের বাড়ীর লোক যাহাতে সেই কথাগুলি পরিষ্কাররূপে শুনিতে পায়, শৈলজা তেমন করিয়াই উচ্চকণ্ঠে কহিল। কিন্তু সে সকল হইল ইঙ্গিতের কথা; সতর্কতার কথা; বালিকা শোভা তাহা বুঝিবে কিরূপে? মাতার কথা শুনিয়া বরং তাহার আরও বেশী গোলমাল বাধিয়া গেল। কম্পিতকণ্ঠে সে আবার তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কাকাবাবু, কাকীমা কোথায় গেছেন মা, তাঁ'দের জন্যে আমার ভারী মন কেমন করছে।"

শৈলজা আরও বেশী চীৎকার করিয়া কহিল—

"তা'দের খবর কেমন ক'রে আমি জা'নব, তা'ই বল! আমি কি বাড়ীতে ছিলেম, যে সে সব খবর আমি রাখ্‌তে পার্‌ব?"

শোভা ভাবিল—তাও ত বটে! তাহারা যখন বাড়ী ছাড়িয়া শোভার মাতুলালয়ে যায়, তখন ত শোভা এ বাড়ীর সকলকেই দেখিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও আর ত সে দেখিতে পাইতেছে না। ইহার সন্ধান তাহার মাতাই বা কেমন করিয়া রাখিতে পারেন। শোভা ভাবিল—তাহার পিতা বাড়ী আসিলে সকল কথাই সে জানিতে পারিবে। কিন্তু এমনটা ভাবিয়াও সে সুখী হইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—তাহার কাকাবাবু ও কাকীমা তাহাকে না বলিয়া কহিয়া চলিয়া গেলেন কোথায়?

এ সম্বন্ধে মনে মনে সে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিল আর তাহার একটী

মীমাংসা করিবারও চেষ্টা করিল। কিন্তু মীমাংসা আর সে কি করিবে; অশ্রুমুখী হইয়া শোভা তাহার মাতাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"তাঁ'রা কি গঙ্গা নাইতে গেছেন মা ?"

"কেমন ক'রে জান্‌ব তা' ?"—বলিয়াই শৈলজা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। শোভার মনে হইতে লাগিল—তাঁহাদের গঙ্গাস্নানে যাওয়াই সম্ভব; নতুবা এমন সময়ে তাঁহারা আর কোথায় যাইবেন।

আহারাদির সময়ে এবং তাহার পরেও যখন তাহার কাকাবাবু ও কাকীমা ফিরিয়া আসিলেন না, তখন তাহার মন খুবই খারাপ হইয়া গেল। গঙ্গাস্নানে যাইয়া অনেকে যে ডুবিয়া যায়, একথা সে অনেকের মুখেই শুনিয়াছে। সেই ভয়টাই তাহার প্রবল হইল। সে সম্বন্ধেও শোভা তাহার মাতাকে নানাপ্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু উত্তর তাহার একই। শোভা তাহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিছুই তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। কাকা ও কাকীমার জন্য সে আজ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। কাতরতা দেখিয়া তাহার জননী কিন্তু বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

পার্শ্বের বাটীতে অবস্থান করিয়া চাঁদরায় ও সাগরিকা সকল কথাই শুনিতেছিল। শোভার মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহাও বেশ অনুমান করিতে পারিতেছিল। শোভা তাহাদের বড় আদরের সামগ্রী। চাঁদ-রায়ের ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া যাইয়া শোভাকে একবার সে দেখা দিয়া আসে অথবা সেইখান হইতেই চীৎকার করিয়া সে জানাইয়া দেয় যে তাহারা দুইজনেই সেখানে আছে। কিন্তু সাগরিকা সে কার্য্য স্বামীকে কিছুতেই করিতে দিল না। সে বলিল—

"ওখানে এখন তোমার গিয়েও কাজ নাই, আর শোভাকে ডেকেও কাজ নাই।"

আশ্চর্য্য হইয়া চাঁদ জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন বল দেখি ?"

"দিদি হয়ত মনে করেন, আমরা অশান্তি, মড়ক, দুর্ভিক্ষ অথবা সেই রকম আর কিছু। সেই জন্যেই ত আমাদের বিদায় ক'রে দিয়েছেন। তেমন ক্ষেত্রে আর কি সেখানে যেতে আছে ?"

"আমরা দুর্ভিক্ষ না কি—কৈ তা'ত আমার জানা ছিল না। যা'ই হ'ক্, আমাদের এ বাড়ীতে আসার জন্য বৌঠানকে তুমি দোষ দিচ্ছ কেন ? দাদার অবাধ্য হয়েছি, তিনি তফাৎ ক'রে দিয়েছেন—এই ত আমার জানা ছিল। তুমি আবার নূতন কথা শুনাচ্ছ কেন ?"

একটী ছোট 'হুঁ' বলিয়া সাগরিকা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিতে চলিয়া যাইতেছিল .চাঁদ তাহার দক্ষিণ হস্তখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—

"ব'লে যাও আগে, তুমি কি বল্‌ছিলে।"

মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে করিতে সাগর কহিল—

"আঃ ছেড়ে দাও, সন্ধ্যার সময় অমন কর্‌তে নেই।"

"বল তবে কি বল্‌ছিলে।"

"কিছু না।"

"এই বল্‌ছিলে কি কথা, আবার বলছ কিছু না !—এর মানে ?"

"মানে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ভুলে আমি কি একটা ব'লে ফেলেছিলেম। ছেড়ে দাও সন্ধ্যা উৎরে যা'বে।"

চাঁদরায়ের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইল—সাগরিকা দ্রুত পদবিক্ষেপে সন্ধ্যার প্রদীপ দিতে চলিয়া গেল। চাঁদ কিন্তু আবার ডাকিল—

"ছোটবৌ।"

শয়ন গৃহে চাঁদরায় পত্নীকে আদর করিয়া 'সাগর' বলিয়া ডাকিত বটে, কিন্তু তাহার বাহিরে সাগরিকার ঐ নাম—ছোট বৌ। ছোট

বৌ তখন নূতন সংসারের নানা কার্য্যের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলিতে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। স্বামীর আহ্বানে সে উত্তর দিল না। সুতরাং চাঁদরায়কে আবার ডাকিতে হইল—"ছোটবৌ।"

আহ্বানটা একটু জোরেই করা হইয়াছিল। তাহার শব্দতরঙ্গ শোভার কাণে ঠেকিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—

"কাকাবাবুর গলার আওয়াজ না মা ?"

নিরুত্তর শৈলজার গাম্ভীর্য্যরক্ষার চেষ্টাটা তখন অধিকতর বাড়িয়া গেল। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্যের মধ্যে একটা কিছু ভয় বা লজ্জার ছায়াও যে ছিল না, সে কথাও বলা চলে না। রহস্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষেই সে সকল ছায়া ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই—কারণ তেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সে স্থানে তখন উপস্থিত ছিল না।

মাতার উত্তর না পাইয়া কন্যা তখন ভাবিল—কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত মাতা হয়ত কথাটা কাণেই তুলেন নাই। ব্যাকুলা বালিকা তাহার কাকীমার সংবাদ পাইবার আশায় কাকার উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কৈ কাকাবাবু, তুমি কোথায় ?"

সাগরিকা তাহার স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই চাঁদ বলিয়া ফেলিল—

"এই যে আমি পাশের বাড়ীতে মা ! তুই কি করছিস্ গো ?"

শোভার আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সিঁড়িতে তাহার দ্রুত পদশব্দ কেবল শুনিতে পাওয়া গেল। শৈলজা তখন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিতেছে—এমন বদ্ মেয়েও ভূ-ভারতে দেখি নি আমি।"

কিন্তু সে শাসন-বাক্যের কশাঘাত শোভার অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারিল না। শোভা তাহার কাকা ও কাকীমার মধ্যস্থলে উপস্থিত

হইয়া চীৎকার, বকাবকি, হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাতে শৈলজার মনে মনে লজ্জার আর সীমা রহিল না!

দশম পরিচ্ছেদ।

ভবেশ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে শৈলজাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"অমন চুপ্ ক'রে ব'সে আছ যে?"

"কি আর ক'র্ব"—বলিয়া শৈলজা গৃহান্তরে চলিয়া গেল। এরূপ ব্যবহারে ভবেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে ব্যাপার লইয়া মনে মনে তোলাপাড়া করিবার অবসর তাহার একেবারেই ঘটিল না। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া, হাতমুখ ধুইয়া খোলা ছাদে বসিতেই নারাণ চাকর তাহাকে তামাক দিয়া গেল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া আলস্যভরে ভবেশ ডাকিল—

"শোভা।"

"কোথায় শোভা"—বলিয়া গৃহিণী জলখাবারের রেকাবীখানা কর্ত্তার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া আবার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ভবেশ জিজ্ঞাসিল—"শোভা কোথায়?"

"জানি না।"

বিস্ময়চকিত ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল—"তা'র অর্থ?"

"অর্থ আবার কি, তোমার মেয়ে কি কথার বশ যে ঘরে চুপ্‌টী করিয়ে বসিয়ে রা'খ্‌ব? তা'র যা' খুসী তাই করে, যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যায়—তা'র সঙ্গে আর আমি পেরে উঠ্‌ছি না। শাসন কর্‌তে পার, তুমি কর; না কর পরে ভুগ্‌বে।"

"বলি এতগুলো কথা গল্‌গল্‌ ক'রে বলবার দরকার হ'ল কি? সে গেল কোথা?"

"চুলোয় গেছে"—বলিয়া শৈলজা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। জলখাবারের রেকাবখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নারাণ চাকরকে ডাকিয়া ভবেশ রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"শোভা কোথারে?"

নারাণ বাড়ীর পুরাতন চাকর—ভবেশের পিতার আমলের। কোন্‌ কথার ভিতর দিয়া সে বাটীতে কি ঘটনা ঘটিয়া যায়, তাহা তাহার বিলক্ষণই জানা ছিল। কথাটা একটু মোলায়েম্‌ করিয়া লইবার জন্য নারাণ কহিল—

"আপুনি জলটল খাও না কেন, সে এসে পড়্‌ল ব'লে।"

অধিকতর বিরক্ত হইয়া ভবেশ বলিল—

"আরে সে গেছে কোথা—তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

"যা'বে আবার কোথাকে গো? ঐ ছোটর কাছ্‌কে একবার দেখা কর্‌তে গেছে। সে এই এল ব'লে গো।"

গৃহিণীর ক্রোধের কারণটা ভবেশ এতক্ষণে বুঝিতে পারিল। হুকাটি নারাণের হাতে ফিরাইয়া দিয়া সে একটু উত্তেজিতভাবে কহিল—

"ডাক্‌ তা'কে। কে তা'কে ওখানে যেতে বলেছিল—পাজি ছুঁচো কোথাকার!"

এই পাজি ছুঁচো শব্দ দুইটা যে কাহার উপর ভবেশ প্রয়োগ

করিল, তাহা ধরা একটু কঠিন। ইহার লক্ষ্য বস্তু শোভাও হইতে পারে আর শোভার খুল্লতাতও হইতে পারে। কিন্তু দধীচির মত নারাণ তাহা মাথা পাতিয়া লইয়া কহিল—

"গাল দিতে বস্‌লে ক্যানে গো থাম্‌কা থাম্‌কা। ডাক্‌তে বলেছ, এই ডাক্‌তে চলেছি। তা'তে আবার গালাগালি ক্যানে?"

নারাণ চাকর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"শোভা মা এখন আস্‌বে না। তুমি যে রকম বক্‌তে নেগেছ, তা'তে তেনার ভয় নেগেছে, তেইতে সে আস্‌তে চাইছে না।"

কথাটা খুব সত্য। ভবেশ বাড়ী আসিয়া যেরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছিল, পাশের বাড়ীতে থাকিয়া শোভা তাহা সমস্তই শুনিয়াছিল। সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, কাকা কাকীর কাছে আসিয়া এমন কি সে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যাহাতে তাহার পিতা এত বিরক্ত হইতে পারেন। শোভা তাহার পিতা-মাতার আদরের কন্যা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহার একটু অভিমানও হইল। ভর্ৎসনার ভয়ও যে তাহার একটু না হইয়াছিল, এমন নহে। ভয়ে ও অভিমানে তখন সে বাড়ী আসিতে চাহিল না। বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার কাকী তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল, অনেক ভয় দেখাইল; কিন্তু তাহার ফল হইল বিপরীত। ভয়ের মাত্রা বরং তাহার বাড়িয়াই গেল। 'নারাণ কাকার' সঙ্গে সে কিছুতেই আর বাড়ী আসিতে স্বীকার করিল না। সে বলিল—"তুই যা' নারাণ কাকা, আমি পরে যা'ব অখন।"

ইহাতে ভবেশ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। বিকট চীৎকার করিয়া সে কহিল—

"এ সব কথা তোকে কে বল্‌লে রে নারাণে—শোভা না আর কেউ?"

অবসাদের হাই তুলিয়া নারাণ বলিল—

"তুমি অমন থাম্‌কা থাম্‌কা চেল্লাচেল্লি কর ক্যানে গো? বল্‌বে আবার কে—আমি আপনিই ও কথা বুঝেছি আর তাই বলেওছি।"

ভবেশের সন্দেহ এ কথায় আরও বাড়িয়া উঠিল। শৈলজা আসিয়া সন্দেহের আগুন আরও ভাল করিয়াই জ্বালাইয়া দিল। ভবেশ তখন দারুণ ক্রোধভরে চীৎকার করিয়া বলিল—

"আমি সব বুঝেছি। আমার লোকজন, এমন কি মেয়েটাকে পর্য্যন্ত হাত করবার চেষ্টা বিলক্ষণ চল্‌ছে। কিন্তু তা' হচ্ছে না—সেটা হ'তে দিচ্ছি না। যা' নারাণে, এখনি তা'র কাণ মলতে মলতে তা'কে ধ'রে নিয়ে আয়। তা'রপর সব বুঝ্‌ছি আমি—আর যা' করবার তা'ও ক'রে দিচ্ছি।"

নারাণ তাহার মামুলী অবহেলাভরেই কহিল—

"অত চিক্কুরী দিয়ে উঠ্‌ছ ক্যানে বল ত বড় বাবু? বেশ, ভায়ে ভায়ে অবনাবন্তি হয়েছে, ভেন্ন হয়েছ—চুকে গেছেক ল্যাঠা। তাই ব'লে কি ছোটর বাড়ীতে মেয়েটা একবার যেতেও পাবে না গো? এ কোন্ দেশী কথা বাবু?"

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ভবেশ বলিল—

"ছাখ্ নারাণে, তুই চুপ্ ক'রে থাক্ ব'লে দিচ্ছি। যা' বল্‌ছি, তাই কর।"

"কি কর্‌ব বল দেখি? তুমি হুকুম দিচ্ছ—শোভাকে ধ'রে নিয়ে আসতে। আমি তা' পারব না—বাস্ এ কথার উপ্‌রি আর কথা আছেক?"

"দ্যাখ নারাণে রাগ বাড়াস্‌নে ব'লে দিচ্ছি।"

"ক্যানে, তা হ'লে কি কর্‌বে গো—তাড়িয়ে দেবে না কি—ইঃ।"

"কথা তুই তা' হ'লে শুনবি ,কাটিয়া চাঁদরায় কি বলিতে যাইতেছিল ;

"কিসের কথা—ও আবার কথা কহিল—

ঝগড়া হইছে, তা'তে আমার কি বল ও ভায়ে ভায়ে ভিন্ন হ'য়ে গেছ, যেমনি, আর ছোটও তেমনি। ওর আবার কি বনা-বনতিই না হয়, তবে

"তোর বড় বাড় হয়েছে নারাণে—তাই দেখছির আমরাই বা তোমার আমার, পর্‌বি আমার, টাকা নিবি আমার কাছে, আ নিয়ে আর খুন-আর একজনের—এমনটা ত হ'তে পারে না।" ও সেই কথা

এ কথায় নারাণের শোণিত একটু উষ্ণ হইয়া উঠিল— আয়ে গেল। হইবারই কথা। অসন্তুষ্ট নারায়ণচন্দ্র ভবেশের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহি ? কহিল —

"আমার খাওয়া পরা তোমাকে আর কিছুই দিতে হ'বেক নি গো— তা' আমি ব'লে দিচ্ছি। কর্ত্তার ঢের খেয়েছি, ঢের পরেছি, ঢের পয়সা নিয়েছি। সেই কথা মনে জাগিয়ে রেখেও এখনো এখানে প'ড়ে আছি গো। নইলে যেতেম্ চ'লে দেশে, থাকতেম সেখানে রাজার হালে— তোমার মুখ শুনতে এখানে আর প'ড়ে থাকতেম্ নি।"

ভবেশ বুঝিল—নারাণ এইবার ভারী রাগিয়াছে। তাহাকে আর কোনো কড়া কথা বলিলে এই দণ্ডেই সে তাহার দেশে চলিয়া যাইবে। সংসারের কাজকর্ম্ম তখন চালাইবে কে ? আজ কালকার দাস দাসীদের চিনিতে গৃহস্থের ত আর বাকী নাই।

নারাণকে কিছু না বলিতে পাইয়া ক্রোধের মাত্রাটা তাহার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। মনে মনে চাঁদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে শোভাকে ডাক্‌ দিবার জন্য যখন সে নীচে নামিয়া আসিবার উপক্রম করিল, তখন সে দেখিতে পাইল—চাঁদ স্বয়ং আসিয়াই তাহাকে দেখা দিয়াছে। উপরে উঠিয়া আসিয়া চাঁদ কহিল—

"দাদা তোমার কথার উপর কখনো কোনো কথা কইনে আমি। তোমার উপর আমার এমনই শ্রদ্ধা। কিন্তু তুমি বিনা কারণে আমার উপর এতটা অত্যাচার কেন কর্‌ছ বল দেখি ?"

মানুষ যে ভাবে কথা কহিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মানুষটা রাগিয়াছে, চাঁদরায় প্রশ্ন করিয়াছিল সেই ভাবে। তাহার এরূপ ভাব ভবেশ জীবনে কখনো দেখে নাই—দেখিতে হইবে বলিয়া হয় ত মনেও করিতে পারে নাই। সেরূপ ভাব দেখিবার জন্য ভবেশ প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং চাঁদের সেরূপ প্রশ্ন শুনিয়া ভবেশকে একটু 'কোঁচ্‌কাইতে' হইল। এ সঙ্কোচের মূলে তাহার 'দাদাত্বের' অভিমান ছিল। কিন্তু নির্বোধ বুঝে নাই কেন যে অভিমান জিনিসটা তাহার একারই সম্পত্তি নহে।

ভবেশ সাজিয়া গুজিয়া কোমর বাঁধিয়া কনিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু অভিমানের এক ধাক্কায় যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল! চাঁদের প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া তখন তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে বুঝিয়া ভবেশ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়াছিল। বিজয়ী চাঁদরায় কিন্তু তাহাতে আদৌ শান্তি পায় নাই। কারণ সে ত আসে নাই দ্বন্দ্ব করিতে, সে ত আসে নাই তাহার অগ্রজকে অপমানিত করিতে; সে আসিয়াছে অভিমানের অভিযোগ লইয়া, সে আসিয়াছে স্নেহের বিচারপ্রার্থী হইয়া। তাই সে তাহার অগ্রজকে ডাকিয়া আবার কহিল—

"তুমি চ'লে গেলে যে দাদা, আমার কথার একটা জবাব দিয়ে যাও।"

এ কথার জবাব দিল—শৈলজা। সে বলিল—

"তোমার কথার তিনি আর কি জবাব দিবেন বল। যে রকম মূর্ত্তিতে তুমি এসেছ, তা' দেখ্‌লে ত মনে হয় রাগ-চণ্ডাল তোমার বন্ধু হয়েছে। বুড়া মানুষ কি শেষে মার খাবেন তিনি ?"

বিনয় অপ্রস্তুত হইয়া জিভ কাটিয়া চাঁদরায় কি বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু অবসর তাহাকে না দিয়া শৈলজা কহিল—

"কাজ কি ঠাকুরপো অত হাঙ্গামে। ভায়ে ভায়ে ভিন্ন হ'য়ে গেছ, চুকে গেছে আপদ বালাই। তোমাদের যদি বনা-বন্‌তিই না হয়, তবে তোমারই বা এখানে আস্‌বার দরকার কি বল, আর আমরাই বা তোমার ওখানে যা'ব কেন? সে ত ভালই কথা। ও নিয়ে আর খুন-খারাপি, থানা পুলিস করা কেন? একটু আগে উনিও সেই কথা বল্‌ছিলেন। আর আমিও ঐ কথা বলি ভাই। বন্‌লনা, ফুরিয়ে গেল। তা' নিয়ে আর ভদ্দর লোকের বাড়ী হাড়াই ডোমাই কর্‌বার্ দরকার কি? তুমিও তোমার লোকজনকে ব'লে দিও, আর, আমিও আমার লোকজন ছেলে-পুলেকে ব'লে দিব—কারো কোনো আত্মীয়তারও দরকার নাই আর ঝগড়া-ঝাঁটি মার্‌পিটেরও দরকার নাই। বাস চুকে গেল ল্যাঠা। ওর আর কথা কি?"

কথা শেষ করিয়াই শৈলজা স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তাহার কথা চাঁদের কানে অর্দ্ধেক পৌঁছাইয়াছিল, অর্দ্ধেক পৌছায় নাই। অভিমানে তখন তাহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। সে বলিতে আসিয়াছিল এক হইয়া গেল আর। কাহার দোষে এমন হইল, কিছু সে স্থির করিতে পারিল না। তাহার হৃদয় ছিল হৃদয়বানের, প্রাণ ছিল উদার, প্রাণের সুর ছিল উচ্চ। সব ভাঙ্গিয়া একেবারে চুর্‌মার্ হইয়া গেল। ভাঙ্গা হৃদয়টুকু কোনো মতে চাপিয়া ধরিয়া লজ্জায়, অভিমানে, হতাশে, হতাশে আপন কুটীরে সে ফিরিয়া গেল। তবে যাইবার সময়ে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—দাদার বাড়ীতে সে আর আসিবে না, দাদার কথায় সে আর থাকিবে না, দাদার কোনো সাহায্যের উপর সে আর নির্ভর করিবে না। পৃথিবীর মধ্যে সুখ

বল, শান্তি বল, ঐশ্বর্য্য বল, গৌরব বল—সব ছিল তাহার এক দাদা। সেই দাদার চক্ষে যখন সে পর হইয়াছে, তখন দাদার সম্মুখে আসিবার তাহার আর প্রয়োজন কি?

একটা প্রকাণ্ড বোঝা হৃদয় বেচারার উপর চাপাইয়া চাঁদ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল—বলিয়া গেল না কিছুই। শৈলজা তাহার স্বামীকে বুঝাইয়াছিল—সেটা তাহার গর্ব্ব। রমণী—তুমিই দেবী, আবার হায়, তুমিই রাক্ষসী—সর্ব্বনাশী!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈলজার বুদ্ধি-চক্রের তলায় পড়িয়া চাঁদের প্রতি ভবেশের যে স্নেহ মমতাটুকু ছিল, তাহা একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল। পথের ধুলা হইতে তাহা কুড়াইয়া লইবার উপায় রহিল না—আর সে ইচ্ছাও বুঝি ভবেশের ছিল না। ভবেশের একটু ভয় ছিল, ভাই ভিন্ন হইয়া পিতৃ-সম্পত্তি লইয়া হয়ত একটু গোল বাধাইলেও বাধাইতে পারে। গোলটা চাঁদ না বাধাক; কিন্তু তাহার বন্ধুরও অভাব নাই, আর পরামর্শদাতারও অভাব নাই। সুতরাং বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার লইয়া যে একটা গোল বাধিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা ভবেশকে মনে করিতেই হইল।

কিন্তু ছয় সাত মাস কাটিয়া গেল—গোল বাধিবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। গোল বাধাইবার চেষ্টা যে চাঁদের বন্ধু-

বান্ধব না করিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। চাঁদ সকল কথা শুনিয়া বলিল—"ছিঃ, দাদাকে যা' লিখে দিয়েছি, সেটা আর ওল্টাব কেমন ক'রে। তা' হয় না—হ'তে পারে না।"

নরেন্দ্র চাঁদরায়কে চাপিয়া ধরিল। সে কহিল—

"কেন হয় না—কেন হ'তে পারে না?—খুব হয়।"

"যা'র হয়, তা'র হয়—আমার হ'তে পারে না।"

"কেন—তা' বল।"

"সব কেনর জবাব দেওয়া চলে না।"

"তা' না হয় হ'ল। কিন্তু তুমি তোমার দাদাকে কি লিখে দিয়েছ, সেটা শুনতে পাই কি?"

"শুনে কি হ'বে? যা' লিখে দিয়েছি—শুধু লিখে কেন, রেজিষ্টি ক'রে দিয়েছি, তা'র ত শেষ হ'য়ে গেছে। আবার ওকথা কেন?"

"তবু শুনি, কি লিখে দিয়েছ?"

"লিখেছি এই—স্থাবর অস্থাবর যা' কিছু আমার পৈত্রিক সম্পত্তি আছে, তা' সব আমার দাদার। তা'তে আমার কোনো অধিকার আর থাকল না। যদি আমার পুত্র কন্যা হয়, তা'দেরও কোনো স্বত্ব-অধিকার থাকবে না—কোনো রকম দাবী দাওয়া চলবে না।"

"কেন এমন লিখলে?"

"সে অনেক কথা। তা' বলাও আমার উচিত নয়, আর শোনাও তোমার উচিত নয়। ঘর সংসারের কথা তুমি জিজ্ঞাসাই বা করবে কেন, আর আমি বলতেই বা যা'ব কেন? যাই হ'ক এটা জেনে রেখ, এ বাড়ীতেও যা' বাস করছি, তা'ও দাদার কৃপায়। কারণ, এ বাড়ীতেও ত আমার অধিকার নেই।"

কথাগুলা খুব কোমল। কিন্তু কোমল হইলেও ইহা তিরস্কারের ভাষা। চাঁদের মনোভাব হইতেছে এই—তাহাদের সহোদরে সহোদরে মনোমালিন্য হয়—হউক, কিন্তু তাহা লইয়া অপরে আন্দোলন আলোচনা করিবে কেন? এ একটা আদর্শ বটে। এমন আদর্শ সম্মুখে থাকিলে অনেক সংসারের মঙ্গল হয়।

নরেনের চেষ্টা ছিল, চাঁদরায়কে যদি রাজী করিতে পারে, তাহা হইলে ভবেশের নামে সে নালিশ জুড়িয়া দিবে। কিন্তু নিরুপায় হইয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে হইল। তবে আর একটা প্রস্তাব না করিয়াও সে থাকিতে পারিল না। নরেন কহিল—

"দেখ হে চাঁদ্‌বাবু, তোমার কাছে যে কথা পাড়ি, সেই কথার উপরেই ত তুমি ঠ্যাঙ্গা বাড়ি মার। কিন্তু তা' করলে ত চল্‌বে না। এখন আমি যা' বলি, তা' কাণ দিয়ে শোন আর সেই মত কাজ কর। না হ'লে ভাল হবে না বল্‌ছি।"

"বলি—এই ত বল্‌বে যে তোমার বাড়ী গিয়ে থাক্‌তে হবে—"

"হাঁ, ঠিক্ তাই। তুমি কেমন ক'রে এরই মধ্যে জান্‌লে বল দেখি?"

ঔদাস্যের হাসি হাসিয়া চাঁদ কহিল—

"মন নারায়ন—সব কথাই জানতে পারে। যাই হ'ক, তা' হবার নয়।"

"কেন হ'বার নয়? তোমার বাড়ী আর আমার বাড়ীতে তফাৎ আছে কি?"

"তা' একটু আছে বৈ কি।"—বলিয়াই চাঁদ আবার হাসিল। হাসিতে হাসিতে সে বলিতে লাগিল—

"দেখ নরেন, আমার উপর যে তোমার অগাধ ভালবাসা, তা' বেশ বুঝ্‌তে পারছি। কিন্তু তোমার বাড়ীতে এখন ত আমার থাকা

চলে না—কেন না আমার সময়টা খারাপ। সময় যখন মন্দ হয়, তখন কা'র কাছে যেতে নাই। বুঝ্‌তে পারছ, আমি কি বল্‌ছি?"

নরেন সে কথার জবাব দিল না। সে ভাবিতেছিল—যাহার এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি, সে কেন তাহার দাদার কথার দলীলের উপর স্বাক্ষর করিয়া দিয়া পথের ভিখারী হইল। নরেন কিছুতেই এ রহস্যের মীমাংসা করিতে পারিল না। বিশেষ কিছু আর বলিবার ছিল না বলিয়া সেদিনকার মত সে বাড়ী চলিয়া গেল। চাঁদও নিষ্কৃতি পাইল।

দোয়াত কলম সংগ্রহ করিয়া চাঁদ লিখিতে বসিল। তাহার লেখার জিনিসটা হইতেছে বিজ্ঞাপনের খাম। অনেক ব্যবসাদার এইরূপ খাম অথবা পোষ্টকার্ডে আপনাদের ব্যবসায়সংক্রান্ত জিনিষ পত্রাদির বিজ্ঞাপনী-কথা লিখিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী প্রেরণ করে। সেইরূপ দুই একজন ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চাঁদরায় এই কাজটী হাতে পাইয়াছে। প্রতি একশত খাম অথবা পোষ্টকার্ডের ঠিকানা লিখিয়া চারি আনা পয়সা সে পাইয়া থাকে। সে কার্য্যে প্রতিদিন দেড় টাকা দুই টাকা উপার্জ্জন হয়। তাহাতেই এখন তাহার সংসার চলে।

সাগর আসিয়া কিন্তু তাহার লেখার কার্যে বাধা দিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে কহিল—

"বলি, বেলা কি আর হয় নি?"

মাথা গুঁজিয়া কাজ করিতে করিতেই চাঁদ কহিল—

"হাঁ এই উঠি। এর মধ্যেই রান্না তোমার সব শেষ হ'য়ে গেল।"

জানালার মধ্য দিয়া যে রৌদ্রটুকু আসিতেছিল, তাহাতে ভিজা চুলের গোছা শুকাইতে শুকাইতে সাগরিকা কহিল—

"কি আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধেছি যে দু-দশ ঘণ্টা সময় যা'বে। বরাত যেমন ক'রে এসেছি, তেমনিই হবে ত।"

কলমটা ফেলিয়া দিয়া সাগরিকার মুখের পানে চাহিয়া চাঁদ কহিল—

"দেখ, আজকাল ঐ রকম কথা প্রায়ই তোমার মুখে শুনি। কেন বল ত?"

জানালার ফাঁক দিয়া উদাসভাবে আকাশ পানে দেখিতে দেখিতে সাগরিকা বলিল—

"বলালেই বলি—সহজে ত কোনো কথা বলি না।"

"কেন কি করেছি, কি বলিয়েছি যে অমন ক'রে যখন তখন তুমি বয়াত দেখাতে আরম্ভ করেছ?"

"বেলা অনেক হয়েছে; ও সব তর্ক করবার এখন সময় নয়। স্নান ক'রে এসে খাও দাও, তা'রপর যত পার, ঝগড়া কোরো। বাঁদী হ'য়ে জন্মেছি, যা' সওয়াবে, তাই সইব—ওর আর কথা কি?"

সাগরিকার যে সেদিন কি হইয়াছিল, তাহা সাগরিকাই বলিতে পারে। তাহার মনের অবস্থাও সেদিন ভাল ছিল না আর কথারও তেমন মিষ্টতা ছিল না। অভিমানভরে যাহাই সে বলিতে চাহিল, তাহাই কেমন যেন তিক্ত হইয়া পড়িল। সে তিক্ততায় ধৈর্য্য হারাইয়া চাঁদরায় চীৎকার করিয়া কহিল—

"বল আগে, তুমি আমায় কি করাতে চাও—তা'রপর স্নানাহার করব—কাজকর্ম্মে হাত দিব।"

কথার ভঙ্গীতে সাগর একটু ভয় পাইল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ক্ষমা চাহিয়া ঝগড়াটা তখনই সে মিটাইয়া ফেলে। কিন্তু প্রবল অভিমান সে কার্য্য তাহাকে কিছুতেই করিতে দিল না। বাদ প্রতিবাদ করিতে বরং তাহা তাহাকে উৎসাহ প্রদান করিল। সেই উৎসাহে উৎসাহিতা হইয়া সাগর কহিল—

"ঐ রাগটা আমার উপর না ক'রে যদি আর একজনের উপর

কর্‌তে—আর সেই রাগে যদি সই ক’রার কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে, তা’ হ’লে তোমারও মঙ্গল হ’ত আর সংসারেরও মঙ্গল হ’ত।”

“স্ত্রীর সঙ্গে সব পরামর্শ করা চলে না—সুতরাং যা বলছ, সেটা তোমার অনধিকার চর্চা। থাক্ সে কথা—এখন বলি আমায় কি গোলামী তোমার কর্‌তে হ’বে—যা’তে তোমার মনস্তুষ্টি হয়।, সত্যিই কখনো তাতে অভ্যস্ত নই, এখন দেখ্‌ছি সে অভ্যাস আমাকে কর্‌তে হ’বে, কেমন এই ত ?”

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাগরিকা কহিল—“কেন কথা বাড়াচ্ছ বল দেখি ? আমি যা’ বলিনে, তা’ নিয়ে তর্ক কর্‌ছ কেন ?”

“তর্ক আমি করিনে, তুমি কর্‌ছ। স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা শোভন নয়।”

কাঁদ কাঁদ হইয়া সাগর কহিল—

“আচ্ছা মাপ্ চাইছি। স্নান ক’রে খাবে দাবে এস।”

আর কোনো কথা না কহিয়া চাঁদ স্নান করিতে চলিয়া গেল। সাগর সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। চাঁদের মুখ দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল ক্ষমা সে পায় নাই। সে কেবলই কাঁদিতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল তাহার তেমন স্বামী কেমন করিয়া এমন হইয়া গেল।

গ্রহদোষে কখন্ কি হয়, সাগরিকা তাহা কি জানে, না বুঝিতে পারে।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

একটা তুচ্ছ কথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস যে কিছু নাই, সে কথা কিছুতেই বলা চলে না। একে ত চাঁদ যথাসর্ব্বস্ব তাহার জ্যেষ্ঠ অগ্রজের নামে লিখিয়া দিয়া পথের ভিখারী হইয়াছে! তাহার উপর এখন আবার সে মদ খাইতে শিখিয়াছে। সাগরিকার রাগ অভিমান ত তাহাতেই! এইরূপ অভিমান এতদিন মনের মধ্যে কোনো মতে সে চাপিয়া রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আঘাতের পর আঘাত পাইয়া, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় উত্যক্ত হইয়া এইবার তাহার মুখ ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে।

চাঁদ ভাবে অন্যরূপ। সে বলে—তাহার দাদা একটা মামলায় পড়িয়া বরবাদ যাইতে বসিয়াছিল। টাকা যোগাড় করিবার জন্য তাহাকে তাহার অংশও ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। সে গিয়াছিল, তাহার দাদাকে উদ্ধার করিতে; কিন্তু এখন দেখিতেছে—সেটা তাহার বোকামী। তবে যে দাদাকে চিরটা কাল সে ভালবাসিয়া আসিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাকে আজ সে শত্রুভাবে কেমন করিয়া? অন্য সহোদর হইলে তাহাই করিত বটে। কিন্তু চাঁদের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সেরূপ করিবার সে পাত্র নহে। এমন খামখেয়ালী লোক সংসারে অনেক না থাকিলেও একেবারে বিরল নহে।

যাহাহউক চাঁদ ভাবিল—তাহার বোকামীর কথাটা তাহাকে কোনো মতে ভুলিতে হইবে। ভুলিবার চেষ্টা সে অনেক করিয়াছিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী ও বন্ধুবর্গ তাহাকে সে কথা ভুলিতে দেয় নাই। সেইটা জোর করিয়া ভুলিবার জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া মদ ধরিতে

হইয়াছে। তাহার মনের ভাব—ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া সে যেমন বুঝিয়াছে, তেমনি করিয়াছে। তাহাতে তাহার স্ত্রী কথা কহে কেন—সেরূপ কথা কহিবার তাহার অধিকারই বা কি? আর পুরুষের উপর স্ত্রীলোক কথা কহিলে পুরুষ শুনিবেই বা কেন? মানুষকে যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হয়, মানুষের চিন্তার ধারা তখন কতকটা এইরূপই হইয়া পড়ে। ইহা অবশ্য, দুর্ব্বলতা; কিন্তু এ অবস্থায় মানুষের দুর্ব্বলতাই ত আসে। যে বিবেকী, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া যে কাজ করে, এমন দুর্ব্বলতা তাহার আসিবে কেন? তাহার কথা স্বতন্ত্র। এ স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা চাঁদ বয় অবস্থার দাস হইয়া রক্ষা করিতে পারে নাই। এমন স্বাতন্ত্র্যই তাহার একদিন ছিল —আদর্শপুরুষ হইবার যোগ্যতা তাহার নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু এক দারিদ্র্য দোষে তাহার সমস্ত গুণরাশি নষ্ট হইয়া গেল। ইহার জন্য ভবেশকে কেহ কেহ দায়ী করে। কিন্তু যাহারা অদৃষ্টবাদী, তাহারা বলে—সকলই চাঁদের বরাত,—বরাত ছাড়া আর পথ নাই।

আহারের সময় সাগরিকা প্রত্যহ যেমন স্বামীর নিকটে বসে, আজও সেইভাবেই বসিল; কিন্তু যে প্রাণ লইয়া প্রতিদিন সে বসিয়া থাকে, আজ আর তাহার সে প্রাণ নাই। সুতরাং কথাও সে আর তেমন করিয়া কহিতে পারিল না, আর চাঁদেরও তেমন তৃপ্তি সহকারে আহার করা ঘটিল না। লক্ষ্মীর দানা কোনোরূপে দুই দশটা দাঁতে কাটিয়া চাঁদ যখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যায়, সাগর তখন কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল—

"উঠ্‌লে যে,—খেলে না?"

কোনো উত্তর না দিয়াই চাঁদ চলিয়া যাইতেছিল। সাগর তাহাতে বাধা দিয়া কহিল—

"এমন কি অপরাধ করেছি আমি, যা' কিছুতেই তুমি ভুলতে পারছ না?"

পাশ কাটাইয়া চাঁদরায় বাহিরে আসিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিতে করিতে কহিল—

"অপরাধ তোমার নয়, অপরাধ আমার; কেন না আমি তোমায় বিবাহ করেছি।"

"সে অপরাধ ত সকল মানুষেই করে থাকে। কিন্তু কৈ তা' নিয়ে এমন কাণ্ড হয় না ত!"

"আমার ভাগ্যে তাই না হয় হ'ল। কিন্তু একদিন ছিল, যখন মানুষ আমার সম্মান কর্‌ত, অনেকে আমায় ভয় ক'রে চল্‌ত। তুমিও তা'দের ভিতর একজন ছিলে। কিন্তু এখন আর তা' নাই।"

"আমি কি হয়েছি, না হয়েছি, তা' তোমায় বুঝিয়ে বল্‌বার আপাততঃ দরকার দেখ্‌ছি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই যে তুমি তোমার মান ইজ্জত নষ্ট করেছ, শরীর মন খারাপ করেছ, বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করেছ, এর জন্ম দায়ী কে—তুমি, না আমি?"

এ প্রশ্নের উত্তরে চাঁদরায় হাতের গাড়ুটা সাগরিকার ঘাড়ের উপর ছুঁড়িয়া দিবার কল্পনা করিতেছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে একবার মাত্র সাগরিকার দিকে তাকাইয়া বাটী হইতে সে বহির্গত হইয়া গেল। ক্রোধ তাহার খুবই হইয়াছিল—কারণ সাগরিকা এখন তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেছে—দোষ তাহার ভিন্ন আর কাহারই নহে। আর চাঁদরায়ের বিশ্বাস—দোষ তাহার এতটুকু নাই; যদি কাহারও থাকে, তবে সে সংসারের।

ক্রোধ ও অভিমান সাগরিকারও নিতান্ত অল্প হয় নাই। তাহার মনের কথা—তাহার দেবতুল্য স্বামী—এমন করিয়া কেন নষ্ট হইয়া

যাইবে। বুক ফাটিয়াছে বলিয়াই এখন তাহার মুখ ফুটিয়াছে। মুখ ফুটাইয়া সে ভাবিল—শাসনের গণ্ডীর মধ্যে স্বামীকে সে আনয়ন করিবে —তাহার ফল শুভ ভিন্ন অশুভ নহে। কিন্তু সে শাসনের ফল হইল বিপরীত। স্বামী স্ত্রীতে তাহাতে মনোমালিন্য ঘটিল—উভয়ের মনোভাব উভয়েই বুঝিতে পারিল না। মন ত এইরূপেই ভাঙ্গে।

চাঁদরায় চলিয়া যাইলে সাগর কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাঁড়ী-কুঁড়ি তুলিল, ঘর সংসারের অন্যান্য কাজ কর্ম্ম করিল, তাহার পর গৃহের অর্গল বদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। এইরূপে সমস্ত দিনটাই তাহার কাটিয়া গেল। দিন কাটিল তাহার অনশনে—তাহা অবশ্য অভিমানে।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া—আবার সে শয়ন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে বহির্দ্বারে স্বামীর কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল। দ্বারের অর্গল মুক্ত করিয়া দিয়া রন্ধনশালার দিকে সে চলিয়া গেল। চাঁদরায় বাটীতে প্রবেশ করিল টলিতে টলিতে—মদ্যপান সে আজ বিলক্ষণই করিয়া আসিয়াছে। এতদিন তাহার মদ্যপান চলিত গুপ্তভাবে—আজ তাহা চলিল প্রকাশ্যভাবে। সাগরিকার জ্বালা বাড়িল। সে রাত্রিতে সে রন্ধনও করিল না, আর স্বামীর সম্মুখে উপস্থিতও হইল না। দিনটাও উপবাসে কাটিয়াছে—রাত্রিটাও আবার উপবাসে কাটিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাগরিকা ও চাঁদের সম্বন্ধে সকল কথাই ভবেশ শুনিয়াছিল। সেই সকল কথার উপর রং ফলাইয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির নিকট সে প্রচার করিতে লাগিল, চাঁদের তুল্য পাষণ্ড ইহ সংসারে আর দ্বিতীয়টী নাই। সে মদ খায়, স্ত্রীকে প্রহার করে, গুরু লঘু জ্ঞান তাহার আদৌ নাই, যখন যাহা মুখে আসে, তখন তাহাই লোককে সে বলিয়া ফেলে। ইহার জন্য তাহার কখনও একটু অনুতাপও হয় না। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়াই ভবেশ পৃথক সংসার পাতিয়াছে—সেরূপ করা ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই।

কথাগুলা কেহ কেহ বিশ্বাস করিল—আবার কেহ বা করিলও না। ভবেশ যে একটা ঘোর স্বার্থপর লোক, সহোদরকে ফাঁকি দিয়া টাকার গদিতে যে সে বসিয়াছে—এ কথা অনেকেই জানিত। সেই জন্যই ভবেশের সাধুতায় অনেকেই মুগ্ধ হইতে পারিল না। তবে ভবেশের বৈঠকখানায় বসিয়া যাহারা দুই-এক ছিলিম তামাকু খাইত অথবা এক আধ বাটি চা খাইত, তাহারা তাহার কথায় সায় দিয়া বলিত—"জানা আছে ও ছোকরাকে। চিনদিনই ও ঐ রকম।"

আর কথায় সায় দিত গিরীশ উকীল। চাঁদরায়ের সে এখন বিষম শত্রু। ভবেশের পক্ষ সমর্থন করিয়া সেও যত্র তত্র বলিয়া বেড়ায়—"চাঁদরায়ের তুল্য হদ্দ বেয়াড়া ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক বড় একটা দেখা যায় না। ভাইকে সে পর করিয়া দিয়াছে, আত্মীয় স্বজনের সহিত কোনো সম্পর্কই সে বড় একটা রাখে না। তাহার ফলও সে হাতে হাতে পাইয়াছে। চাঁদরায় এখন পথের কাঙ্গাল। আহার কোনো দিন জুটে, কোন দিন জুটে না; ভগবান আছেন ত!"

এইরূপ বিজ্ঞাপনী কথায় ভবেশ ও গিরীশ যখন বাজার গরম করিবার চেষ্টা করিল, তখন নরেন একদিন ভবেশের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া কহিল—

"দেখুন ভবেশ বাবু, চাঁদ আমার বন্ধু। সুতরাং আমি আপনাকে জ্যেষ্ঠের মতই মান্য করি। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে ব'লেই আপনাকে একটা সংবাদ দিতে এসেছি। সংবাদটা শোনবার আপনার সময় হ'বে কি? সময় না হ'লে আপনারই ক্ষতি।"

নরেনের সহিত ভবেশের বাক্যালাপ করিবার ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু সংবাদটা সে কি আনিয়াছে, তাহা শুনিবার জন্য তাহার একটু উৎকণ্ঠাও হইয়াছিল। ভবেশ বলিল—

"কিসের সংবাদ?"

"আপনারই সংবাদ।"

"আমার সংবাদ!—সে আবার কি রকম?"

"রকম এই যে আপনাকে আদালতে হাজির করবার চেষ্টা কেউ কেউ করছে।"

"আদালতে হাজির! আমায়! কেন?"

"সেই কথাই ত আপনাকে বলতে এসেছি মশা'য়! বলেছি ত আমি আপনাকে জ্যেষ্ঠের মত সম্মান করি।"

"ধন্য হ'লেম্। কিন্তু এমন কাজ কি করেছি যা'তে আদালতে যেতে হবে—সে কথা ত আমি বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।"

"একটু মনে করিয়ে দিলেই সব মনে পড়্‌বে। আর মনে পড়াপড়িই বা কি—আদালতের হুকুম-পত্র এলেই ত সেখানে আপনাকে যেতে হ'বে। মন তখন সকল কথাই গড়্‌গড়্‌ ক'রে ব'লে ফেল্‌বে।"

ভবেশ চুপ করিয়া রহিল—কতকটা বিরক্তিতেও বটে, আর কতকটা

আশঙ্কাতেও বটে। কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রতারিত করিয়া কি ভাবে যে ভবেশ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সে কথা এখনও ত তাহার মনের কোণে চাপা পড়ে নাই। তবে লক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছিল যে চাঁদরায় এ সকল ব্যাপার লইয়া আর কোনো গোলমালই করিবে না; করিবার ইচ্ছা থাকিলে চাঁদ এতদিন তাহা করিত। সেই কারণেই ভবেশ কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার ভবেশ দেখিল যে পুরাতন কাহিনী অতীতের ভস্মস্তূপ হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। বাহির করিতেছে একজন অপরিচিত—আগন্তুক। আগন্তুক যে চাঁদের বন্ধু, সে কথা ভবেশের বিলক্ষণ জানা ছিল। সেই কারণেই ভবেশের একটু উৎকণ্ঠা বাড়িল। তাহার মনের ভাব—এই বন্ধুর দল যদি চাঁদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আইন আদালত করে, তাহা হইলে গোলটা বেশ পাকিয়া উঠিবার সম্ভাবনা। মোকদ্দমা বাধিলেই তদ্বির আছে, পরিশ্রম আছে, হাঁটাহাঁটি আছে, খরচ আছে—সকলের উপর আছে জয় পরাজয়ের চিন্তা। সেইটাই হইল আসল ভয়ের কথা। যে উপায়ে ভবেশ সহোদরকে পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, তাহা আদালতে প্রমাণিত হইলে যে তাহার ঘোর অনিষ্ট হইবে, এ কথা ভবেশ বিলক্ষণ বুঝিত। চাঁদরায় খেয়ালের বশে অগ্রজের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করে নাই বলিয়াই অগ্রজ এতদিন বাঁচিয়া গিয়াছে ভবেশ যাহা করিয়াছিল, তাহা সবই কাঁচা। একটু ধাক্কা খাইলেই তাহার বুদ্ধির দেওয়াল হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যাইত। সে প্রাচীর পাকা করিবার ভবেশ সময় পায় নাই। লোভটা ত তবু ছাড়িতে পারা যায় না। লোভের বশে সহোদরকে সে প্রতারিত করিয়াছিল, আবার লোভের বশেই সাধু সাজিবার চেষ্টায় সহোদরের মর্য্যাদা প্রভৃতি নষ্ট করিতে সে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে নরেনের এই অবাঞ্ছনীয় আগমন

আর কথার বন্ধনীতে ভয় প্রদর্শন। ঠাকুর ঘরে কলা খাইয়া কে কবে অপ্রতিভ হইয়াছিল—ভবেশকে সেইরূপ অপ্রতিভই হইতে হইল। আশঙ্কার মাত্রা তাহার একটু বেশী বাড়িয়াছিল বলিয়া ভবেশ আর কথা কহিতে পারিল না। নরেন বলিতে লাগিল—

"শুনুন তবে! আপনি আপনার ভাইকে যে ভাবে বঞ্চিত করেছেন, সে সকল কথা আপনার ভায়ের বন্ধু বান্ধবেরা শুনছে।"

ভবেশ এবার আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাকে বলিতেই হইল—

"কে বলে এমন কথা! বঞ্চনা কি আবার! আমার ভাই তাঁ'র সম্পত্তি আমাকে বিক্রি করেছে। সে সকল কথা লোকে জানে কি? আর জানুক্, না জানুক্ তা'তে আমার কিছু যায় আসে না। বিষয় খরিদ করেছি আমি, তা'র দলিল-পত্র আছে আমার কাছে, বিষয় এখন আমার,—ভোগ দখল কর্‌ছি আমি,—লোকে তা'তে এত কথা কয় কেন?"

নরেন হাসিয়া বলিল—

"তা'দের খুব বেশী মাথা ব্যথা ব'লে। যাই হ'ক বিষয় যখন খরিদা, দলিল তখন নিশ্চয়ই রেজেষ্টারি হয়েছে—কি বলেন দাদা?"

"এঁ্যা রেজেষ্টারি! তা'—তা—সে সব হয়েছে কি না হয়েছে, তা' তোমাকে বা অপর কাউকে আমি ব'ল্‌তে যা'ব কেন?" কেউ আইন আদালত কর্‌তে ইচ্ছা করে করুক্, তা'তে আমি ভয় খাই না।

"ভয় না খান্, না খাবেন দাদা। কিন্তু সোজা কথায় আমি আপনাকে ব'লে যাচ্ছি মোকদ্দমাটা সঙ্গীন হ'বে। যে সব কাগজ ও চিঠিপত্র যোগাড় হয়েছে, তা'তে প্রমাণ হ'বে যে চাঁদ্ এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, আর আপনি যা' ক'রে দিয়েছেন, তা' সমস্তই

জাল। এ অভিযোগের প্রমাণ সাব্যস্ত হ'লে সাজাটা যে কি হয়, তা' নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। আমি আপনাকে বল্‌তে এসেছিলেম্ ভাল কথা ; কিন্তু তা'তে আপনি কাণ দিলেন না। যা' ভাল বুঝবেন, তা' আপনি করবেন। আমি তবে চল্লেম।"

কথা শেষ করিয়াই নরেন চলিয়া যাইতেছিল। ভবেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"বলি ও নিয়ে তোমার আমার মধ্যে একটা তেতাতিতি করার ত আবশ্যক দেখ্‌ছি না। বিশেষ তুমি যখন আমার অতিথি।"

নরেন মনে মনে হাসিয়া ভবেশের গৃহে আবার চাপিয়া বসিল,—তৎপরে বলিল—

"তা'ত বটেই, অতিথি সর্ব্বদেবময়—অতিথিকে তুষ্ট করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। বিশেষ সে যখন আপনার মঙ্গল কামনা করে—কেমন কি না ?"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—এ ত ন্যায্য কথা। তবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, আমার মঙ্গল প্রার্থনাটা তুমি কি ভাবে কর্‌ছ। কেমন, এটা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি না ?"

"খুব পারেন—লক্ষবার পারেন। আমিও সে কথা প্রাণ খুলে বল্‌তে প্রস্তুত আছি। দেখুন দাদা, আমি বলি কি—বিষয় যা' গিলে ফেলেছেন, তা'ত ফেলেইছেন। এখন কথা হচ্ছে এই—ও পদার্থটা যখন হজম করা একটু শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ওটা উগ্‌রে দিলেই ছিল ভাল। কিন্তু বেশ বুঝ্‌ছি যে ওটা আপনার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ আপনি লোভী—লোভ সম্বরণ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব। কেমন দাদা ঠিক্ বল্‌ছি ত ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বোঝ ত ভায়া সবই। সুতরাং ও কথাটা ছেড়েই দাও না। বলি, আমার মঙ্গল কামনাটা কি ভাবে কর্‌ছ তাই বল।"

ঔষধটা বেশ ধরিয়াছে দেখিয়া নরেন বলিতে লাগিল—

"দেখুন দাদা, ভেবে চিন্তে আমি একটা উপায় স্থির করেছি। আমি বলি কি—স্নেহ ভালবাসা দেখিয়ে, সময় অসময়ে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রে চাঁদ ভায়া ও তা'র স্ত্রীকে আপনি বশীভূত রাখুন। মিষ্টি কথা ও মিষ্ট ব্যবহারের তা'রা গোলাম। আমার মনে হয় তা'দের বশে রাখ্‌তে পার্‌লে আপনার আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। চাঁদ ভায়াকে ত আপনি বিলক্ষণই চেনেন। সুতরাং বেশ বলা যেতে পারে যে তা'কে ঠিক্ রাখ্‌লে আপনার সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হ'বে না।"

যাহা লক্ষ্য করিয়া নরেন তর্ক-লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, লোষ্ট্র ঠিক্ সেই স্থানে লাগিল। তাহার ফলে নরেনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইল না। ভবেশকে স্বীকার করিতেই হইল যে নরেন তাহার হিতৈষী বন্ধু আর তাহার উপদেশ মতই ভবেশ ভবিষ্যতে কাজ করিবে।

ভবেশ যে এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে ভাবিল—চাঁদকে একটু স্নেহ মমতা দেখা'লে গোল-যোগটা যদি মিটিয়া যায়, তাহা হইলে সে আর মন্দ কথা কি? পাঁচ জনের পরামর্শে চাঁদ যদি বাঁকিয়া বসে, ব্যাপারটা যদি আদালতে গড়ায়, তাহা হইলে নানা গোল ঘটিবারই সম্ভাবনা। তাহার অপেক্ষা চাঁদের সহিত পূর্ব্বভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

নরেনের মনের ভাব কিন্তু অন্যরূপ। সে ভাবিয়াছিল, চাঁদ যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে বিষয় উদ্ধার সম্বন্ধে কোনো চেষ্টা সে কিছুতেই করিবে না। এরূপক্ষেত্রে ভয় দেখাইয়া ভবেশকে যদি চাঁদের সহিত পুনর্ম্মিলিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও লাভ তাহাতে অল্প নহে। সেই চেষ্টাই সে করিয়াছিল—তাহার ফলও ফলিল ভাল। নরেনের তাহাতে আনন্দের আর সীমা রহিল না। বিদায় লইবার কালে কেবল মাত্র সে বলিয়া গেল,—

"দেখ্‌বেন দাদা, আমাদের এ পরামর্শের কথা চাঁদ ভায়া কিছুতেই না জান্‌তে পারে। তা'হ'লে পরামর্শের নৌকা তিন-চাল হ'য়ে যা'বে।"

সুবোধ বালক শিক্ষকের উপদেশ যে ভাবে গ্রহণ করে, নরেনের উপদেশও ভবেশ সেই ভাবে গ্রহণ করিল। ভবেশ ভাবিল নরেনের ঋণ অপরিশোধনীয়। এমন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে পূর্ব্বে যে কেন চিনিতে পারে নাই, তাহার জন্য ভবেশ নরেনের নিকট অশেষ ক্রটী স্বীকার করিল।

হাসির উৎপাত উপদ্রবে নরেনের উদর তখন ফুলিয়া উঠিতেছিল। এখন অধিকক্ষণ থাকিলে—অধিক কথাবার্ত্তা কহিলে পাছে সে ধরা পড়িয়া যায়, এই কারণে নরেনকে পলাইয়া যাইতে হইল।

তখন ভবেশ ছুটিল—শৈলজার নিকটে; পরামর্শটা তাহার সঙ্গেই করিতে হইবে ত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীকান্তকে ডাকিয়া আনিবার জন্য গিরীশ উকীল দেবদাসকে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। দুই ঘণ্টাতেও ভাগিনেয় বাবাজী ফিরিল না দেখিয়া গিরীশ তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"দেবু কি তা'র পোষাক প'রে গেছে না কি রে?"

"এজ্ঞে।"

"তুই ঠিক্ দেখেছিস—না আন্দাজী বল্‌ছিস?"

"এজ্ঞে।"

"কোন্‌টা এজ্ঞে, তা' বল—প্রথমটা না শেষটা?"

"এজ্ঞে সেটা মুই ঠিক্ বল্‌তে লারছি। মা-ঠান্ সেটা বল্‌তে পারবা।"

"হতভাগা তোকে কি বললুম্ আর তুই কি বুঝ্‌লি বল্ দেখি? তুই ত ভারী জ্বালাতন ফেলেছিস্!"

"এজ্ঞে—মুই মুরুক্ষু সুরুক্ষু নোক কিনা তা'তেই আপিনকার সব কথা বুঝ্ কর্‌তে লারি। তা' হুকুম্ করেন ত এটু আগিয়ে গিয়ে দেখে আসি—মামাবাবু পোষাক প'রে কারো বারিতে পাত্ পেতে ব'সে আছেন কি না। তেনার পোসাক পরা শুন্‌লেই ত বুঝ্‌তে হ'বে পরের বারি লুচি খাওয়া।"

ভৃত্যের মুখে ভাগিনেয়ের এমন প্রশংসা-গৌরব শুনিয়া মাতুলের আর লজ্জার অবধি ছিল না। কিন্তু এ লজ্জার প্রচারকর্ত্তা ত গিরীশচন্দ্র স্বয়ং। মাতুল যদি ভাগিনেয়কে বাঁচাইয়া চলিত, তাহা হইলে ভৃত্যের মুখে গৃহস্বামীকে আজ এমন কথা শুনিতে হইত না।

গিরীশকে সে কটুক্তি হজম করিতেই হইল। তাহা ভিন্ন মর্য্যাদা রক্ষার তাহার ত আর কোনো উপায় ছিল না। পাঁক ঘাঁটাইয়া লাভ কি? খবরের কাগজখানা মুখের উপর আরো একটু তুলিয়া ধরিয়া গিরীশ কহিল—

"আচ্ছা দ্যাখ্ সে গেল কোথা?"

ভৃত্য চলিয়া গেল। গিরীশ খবরের কাগজখানার উপর চ'খ রাখিয়া চা পান করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল—একজন মোয়াক্কেলও এখনো আসিতেছে না কেন। মোয়াক্কেলের বাজারে মহামারী ঘটিয়াছে না কি?

বেলা বাড়িতে চলিল—মোয়াক্কেলও আসিল না; দেবদাসকে লইয়া ভৃত্যও ফিরিল না। বিরক্ত হইয়া গিরীশ খবরের কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সামান্য পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই পথের উপরে গিরীশ একটা

প্রকাণ্ড জনতা দেখিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া গেল। সহরের পথে কারণে ও অকারণে এমন জনতা অনেক সময়েই হইয়া থাকে আর কৌতূহলদীপ্ত পথিককুলকে কাজ ভুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিতে অনেক সময়েই দেখা যায়। সহরে পথিকের ইহা বুঝি একটা ধারা। পথে দাঁড়াইয়া অকারণে অনিমেষ দৃষ্টিতে কেহ যদি আকাশের পানে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলেও পথে ভীড় জমিয়া যায়—কারণ থাকিলে ত কথাই নাই।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে জনতার কারণ ছিল। একটা লোক ময়রার দোকান হইতে খানকয়েক জেলাপী ও কচুরী চিলের মত ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া বদন-গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল বলিয়া মোদকরাজ দোকান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে 'পাকড়াও' করিয়াছে এবং মনুষ্য-চিলের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া নানা বাক্যে অপূর্ব্ব সুধাধারা বর্ষণ করিতেছে। সেই দিব্য দৃশ্য দেখিবার জন্যই সহরের পথে আজ এই জনারণ্য।

দুই পাঁচজন ভদ্রলোকের অনুরোধে মোদক শান্ত হইলে মনুষ্য-চিলটাকে নানাজনে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর তখন দেয় কে? প্রহার জর্জ্জরিত চিল বেচারা তখন কাঁদিতেছে আর বলিতেছে—"আচ্ছা আচ্ছা, ময়রা হ'য়ে বামুনের ছেলেকে তুই মারলি? দেখ্‌বি এর মজাটা পরে। ভস্ম হ'য়ে যাবি, ভস্ম হ'য়ে যাবি—এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—"

ভস্ম হইয়া যাইবার ভয় না রাখিয়া ময়রা ব্রাহ্মণ-সন্তানের কেশগুচ্ছ ধরিয়া পুনরায় চপেটাঘাতের ব্যবস্থা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত দর্শকদিগের অনুরোধে পড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু ক্রুদ্ধ মোদক তাহাকে গালি দিতে ক্ষান্ত হইল না। সে বলিতে লাগিল—

"রেখে দে তোর বাম্‌নাইগিরির পুরোণ হুম্‌কি। ছেঁচ্‌ড়ামির ছুঁচো, কেলে হাঁড়ির ছেঁদা তলা, ল্যাজ কাটা গিরগিটীর শুকনো নাদি কোথা-

কার—কর্ব্বে এদিকে চুরী আর পৈতে বা'র ক'রে দেখাবে ওদিকে বামনাইগিরি। সাথাপারর বাবাজিন্, বুঝিস্ না কেন, সেদিন এখন চ'লে গেছে। মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌তিস, মর্য্যাদা পেতিস্। আর অত্যেচার কর্‌লে মানুষ সইবে কেন বাবা? মাকড় মার্‌লে ধোকড় হয়—যখন চলেছে, তখন চলেছে। এখন প'ড়ে গেছিস্ হাতে নাতে ধরা। চ বেটা থানায় চ, তোর বামনাইগিরি বার হ'বে সেইখানে।"

থানার নাম শুনিয়া জেলাপীখাদক পরিত্রাহী চিৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চিৎকারের ভাষা—

"ওগো মামা বাবু গো, তুমি এসে আমায় রক্ষা কর গো। একখানা জেলাপী খেয়েছি ব'লে এই শুদ্দুর ময়রার পো আমাকে থানাদারের হাতে দেয় গো।"

পাঠক পাঠিকার এতক্ষণে বুঝিতে নিশ্চয়ই বাকী নাই—এ ব্রাহ্মণ-কুলতিলকটি কে? তাহার মাতুল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত জনতার একপার্শ্বেই অলক্ষিতভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপার দেখিয়া আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা কল্পে তাহাকে স্থানত্যাগ করিতেই হইল। ভাগিনেয়ের করুণ আহ্বান মাতুলের ক্রোধের মাত্রা বাড়াইল মাত্র। তেমন আত্মহারা ক্রোধের মুখে পড়িলে মানুষ খুন হইয়া যায়। ভাগিনেয়ের ভাগ্যবল যে তাহার মাতুলের সম্ভ্রম জ্ঞান ছিল। তাই ঘটনাস্থলে সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। নতুবা লাথি কীলের আঘাতে একজনের আজ প্লীহা ফাটিত, আর একজন বিচার দণ্ডে হয় ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিত, না হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস করিত।

জেলাপী চোরের ক্রন্দনের ভঙ্গী ও আত্ম-সমর্থনের রীতি দেখিয়া দর্শকবৃন্দ না হাসিয়া আর থাকিতে পারিল না। মোদককেও সে হাসিতে যোগ দিতে হইল। তাহার পর সকলে পরামর্শ করিয়া জেলাপী

চোরের হস্তে আরও দুই পাঁচখানা জেলাপী ও কচুরী তুলিয়া দিয়া কৌতুকানন্দ অনুভব করিতে লাগিল। তখন জেলাপীখাদক তাহার আত্ম-পরিচয় না দিয়া আর থকিতে পারে নাই। তাহার মাতুলের তাহাতে কতটা গৌরব যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল সে কথা ভাবিয়া দেখিবার এতটুকু বুদ্ধিও ভাগিনেয়ের অবশ্য ছিল না।

ভীড়রূপ অন্ধকার নাশ করিবার জন্য এতক্ষণে পাহারাওয়ালা চন্দ্রের উদয় হইল। পথিক যে যাহার পথে চলিয়া গেল—দাঁড়াইয়া রহিল কেবল, জেলাপীখাদক। পথে দাঁড়াইয়া সেই রসনারঞ্জন দ্রব্যগুলি চক্ষু মুদিয়া সে উদরসাৎ করিতেছিল। পাহারাওয়ালা আর কাহাকেও কিছু না বলিতে পাইয়া তাহাকেই ধরিয়া ফেলিল। কর্ত্তব্যপরায়ণ পাহারাওয়ালার ধারণা হইয়াছিল সেই অপরূপ জীবটীর জন্যই পথের উপর এমন জনতা। রাস্তাবন্দী মামলায় ফেলিবার জন্য আসামীকে ধরিয়া যখন সে টানাটানি আরম্ভ করিল, ভীড়টা তখন আবার জমিতে আরম্ভ হইল। ইহাও অবশ্য সহরের একটা ধারা।

চাঁদরায় সেই সময়ে সেই পথে যাইতেছিল। আসামী চিৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"চাঁদুবাবু আমাকে বাঁচাও গো। এই পাহারোলা হক্ না হক্ আমাকে রুলের গোঁতা মারে গো; আবার থানায় নিয়ে যা'বে বলে গো।"

আসামীর ইতিহাস শুনিয়া চাঁদরায় একটু হাসিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পাহারাওয়ালাকে অনুরোধ করিল। পাহারাওয়ালা চাঁদরায়কে চিনিত ও শ্রদ্ধা করিত। তাই আসামী নিষ্কৃতি পাইয়া জেলাপী কচুরীর অবশিষ্টাংশ খাইতে খাইতে চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালার সহিত কথা কহিতে কহিতে চাঁদরায় ইতঃপূর্ব্বেই গন্তব্যপথে চলিয়া গিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গিরীশ উকীলের সেদিন আর আদালতে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। জেলাপী-চোর ভাগিনেয়কে শাসন করিবার জন্ম তাহাকে সেদিন বাড়ীতে বেত্রপাণি হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। ক্রোধে তাহার সর্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল—সে ভাবিতেছিল হতভাগা একবার বাড়ী আসিলে হয়; তাহার পর তাহার সঙ্গে সে বুঝা পড়া করিবে।

কিন্তু দেবদাস কোথায়?—সে ত আর বাড়ী ফিরিল না। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও ত সে বাড়ী আসে না। ক্ষুধার তাড়নায় গিরীশচন্দ্রকে শাসন-দণ্ড তখন পরিত্যাগ করিতেই হইল। স্নানাহার না করিয়া সে আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিবে।

দেবদাস কিন্তু খুব নিকটেই ছিল। তাহার তখন বৈঠক হইতেছিল একটা পান-বিড়ির দোকানে। সেদিন মাতুলের অন্নগ্রহণ করিবার তাহার আর প্রয়োজন হয় নাই। ময়রার দোকান হইতে যে সকল সামগ্রী সে আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার জঠরানল একরূপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ অন্ন সেবা করিতে পাইলে তাহার পক্ষে অবশ্য খুব ভালই হইত। কিন্তু তাহা এখন সে পায় কোথায়? ময়রার দোকানে যে কুকার্য্য সে করিয়াছে এবং তথায় যে ভাবে সে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে তাহার মাতুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এমন কথা দেবদাসকে মনে করিতেই হইল। কারণ ভীড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়াই দেবদাস তাহার মাতুলকে একটু দূরে ত্রস্তপদে যাইতে দেখিয়াছিল। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া সে তখনই মাতুলালয়ে প্রবেশ করে। মাতুল যে কেমন মধুর প্রকৃতির লোক তাহা ত' দেবদাসের জানিতে বাকী ছিল না। সুতরাং দায়ে পড়িয়া পান-

ওয়ালার দোকানে তখনকার মত তাহাকে আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইল। বিশেষ উদরে যখন কিছু পড়িয়াছে, তখন বাড়ীতে যাইবারই বা তাহার আবশ্যক কি? সে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—মামা যখন স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছে এবং স্বকর্ণে সকল কথা শুনিয়াছে, তখন মাতুলানীরও শুনিতে কিছুই বাকী নাই। টাটকা অপকর্ম্মটা বাসি হউক, তাহার পর না হয় সে মাতুল গৃহে যাইবে। টাটকা টাটকি যাইলে সেখানে কি আর রক্ষা আছে।

পানওয়ালা তাহার পুরাতন বন্ধু। বিবাহ কিম্বা শ্রাদ্ধ-বাটী প্রভৃতিতে মিষ্টান্নাদি বেশী কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলে, দেবদাস তাহার বন্ধুকে উপহার দেয়। দোকানদারের ফাইফরমাসটাও মধ্যে মধ্যে সে খাটিয়া থাকে আর 'কোকেন' প্রভৃতি বিক্রয়েও পানওয়ালাকে সে সাধ্যমত সাহায্য করে। এই সকল কারণে পানওয়ালার সহিত দেবদাসের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। সেই বন্ধুত্ব সূত্রেই দেবদাস মধ্যে মধ্যে এখানে বৈঠক করে—তবে তাহা তাহার মাতুলের অগোচরে।

যাউক সে কথা—সেদিন আহারাদি শেষ করিতে গিরীশ উকীলের প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। সেদিন যে তাহার আদালতে যাওয়া হইল না, কিছু রোজগারও যে বন্ধ হইল, বৃথায় বৃথায় যে আহারাদি করিতে এতটা বিলম্ব হইল—সে সকলের মূল কারণ তাহার গুণধর ভাগিনেয়। সুতরাং এই সকল ভাবিয়া আহারাদির পরেও গিরীশের রাগ পড়িল না। তাহার কথা যতই সে ভাবিতে লাগিল, উত্তরোত্তর তাহার ক্রোধ ততই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিশেষ চাঁদরায়ের উদারতায় দেবদাস এ যাত্রা সমধিক লাঞ্ছনা ভোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে,—এই কথা মনে হইতেই গিরীশ উকীল অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। গিরীশ চন্দ্রের এমনও মনে হইতে লাগিল যে তাহাকে অপমানিত করিবার

জন্যই চাঁদরায় এই উদারতার জাল পাতিয়াছিল। ওঃ—সে কত বড় অপমান, আর সে অপমানের মূলীভূত কারণ হইল দেবদাস!

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গিরীশ এই সকল কথাই ভাবিতেছিল। অপরাধী দেবদাসকে প্রহার করিবার জন্য উত্তেজিত গিরীশচন্দ্র পার্শ্বস্থিত বেত্রদণ্ড উত্তেজনাবশে উঠাইয়া লইল এবং উত্তেজনাবশেই তাহা কাল্পনিক দেবদাসের উপর প্রয়োগ করিল। গিরীশ-গৃহিণী স্বামী-সেবার জন্য নত চালাইয়া পাখাহস্তে সেই সময়ে স্বামী-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিল। পাপ করিয়াছিল দেবদাস—শাস্তি হইল তাহার মাতুলানীর। বেত্রদণ্ড সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে পড়িতেই গিরীশ-পত্নী করুণ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া অপ্রতিভ গিরিশচন্দ্রের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। তাহার স্ত্রীর পিঠের চামড়া তখন কাটিয়া গিয়াছে—আর ক্ষত-স্থান হইতে রক্ত-ধারাও ছুটিতেছে।

স্বামীর এরূপ ব্যবহারে স্ত্রীও বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া এত দুঃখেও তাহাকে হাসিতে হইল। দেবদাসের জেলাপী-ভক্ষণ ব্যাপার একটা কৌতুকপূর্ণ নাটক বিশেষ।

বেত্রাঘাতে জয়াবতীর যে স্থানটা কাটিয়া গিয়াছিল, গিরীশচন্দ্রকে সেই স্থানে স্বহস্তে জলপটি লাগাইয়া দিতে হইল। জয়াবতী হাসিতে হাসিতে বলিল—এটাও তোমার এক রকম প্রায়শ্চিত্ত বটে।

অপ্রতিভ গিরীশচন্দ্রের দেবদাসের উপর ক্রোধের মাত্রা তাহাতে বাড়িল ভিন্ন কমিল না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, দেবদাস বাড়ী আসিলে তাহার পিঠের চামড়া এমনি করিয়াই সে ফাটাইয়া দিবে।

অপরাহ্নে লক্ষ্মীকান্ত তাহার গিরীশদা'র সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তাহাকে দেখিয়া গিরীশ একেবারে জ্বলিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সে বলিল—

"তোমাদের লজ্জা হয় না হে—যে কাজ পড়্‌লেই তোমরা আস, আর ডেকে পাঠালে তোমাদের দেখা পাওয়া যায় না।"

বিস্ময়াবিষ্ট লক্ষ্মীকান্ত করুণোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী করিয়া কহিল—

"সে কি কথা গিরীশ দা' আপনি ডেকে পাঠালে আমি আসি না কি রকম! আপনি ডাক্‌লে আমি ত আমি আমার ঊনপঞ্চাশ পুরুষ ছুটে আস্‌তে পথ পায় না।"

লক্ষ্মীকান্তের স্তাবকতায় গিরীশ তুষ্ট হইল। শান্তভাবে সে বলিল—

"সকাল বেলায় যে দেবুকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠালেম্, তুমি এলে না কেন? ডেকে পাঠিয়েছিলেম তোমারি কাজে। তোমার ছেলের বিয়ের জন্য। ভবেশ বাবু পাঁচ হাজারে রাজী হয়েছে, কেমন এখন রাজী? তা'র ভিতরে তিন তোমার—কেমন হে হা—হা—হা।"

"সে আপনি যেমন বুঝ্‌বেন, তেমনি কর্‌বেন। কিন্তু দেবুকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন কি রকম? কৈ সে ত আমার কাছে যায় নাই।"

"যায় নাই? হুঁ বুঝেছি, তখন সে জেলাপী খাচ্ছিল। আচ্ছা তা'র জেলাপী মুখ দিয়েই আবার বা'র ক'রে নিব। আচ্ছা, সে হ'বে পরে। এখন বল তুমি টাকার ভাগে রাজী ত? দেখহে লক্ষ্মীকান্ত, তোমার বাড়ীখানা পর্য্যন্ত বাঁধা, ছোট আদালতে সতেরখানা শমন ঝুল্‌ছে। তা'র উপর ছেলেটী তোমার পাশ কর্‌লে কি হ'বে।" সঙ্গদোষে তা'র একটু গোলযোগও ঘটেছে ত!

"ও সব কথা আমাকে ব'লে আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন? এত হাঙ্গাম হুজ্জুতের ভিতর চাকরীটুকুও যে বজায় আছে, সে ত আপনারই কৃপায়। নইলে পাওনাদারেরা ত মাহিনাটা পর্য্যন্ত আদালতের হুকুমে আট্‌কে দিত, আর তুই পাঁচবার ঐ রকম হ'লেই চাকরীতে জবাব হ'য়ে যেত। ও আপনি যা' কর্‌বেন, তাই হ'বে—ওর আবার কথা কি?"

"না হে না—সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলে রাখাই ভাল। এতদিন তোমার মামলা মোকদ্দমা কর্ছি, একটা পয়সাও নিইনে আর চাইও নে। এখন টাকারও আমার দরকার হয়েছে, আর টাকাটাও হাতে এসে পড়্ছে। কাজেই তোমার কাছে হাত পাতছি। নইলে কি আর সেটা কর্তেম্। আর সবদিকে সাম্লে সুম্লে নিতে হ'বে ত আমাকেই। নইলে তোমার ঘরের কথা প্রকাশ হ'লে তোমার ছেলের বিয়ে ভাল ঘরে আর হ'বে কি?"

লক্ষ্মীকান্ত অন্তরে অন্তরে বিলক্ষণ চটিতেছিল; কিন্তু কাজের দায়ে মুখ ফুটিয়া কিছু আর বলিতে পারিল না। কথাটা পাল্টাইয়া দিবার জন্য লক্ষ্মীকান্ত বলিল—

"দেবুকে কখন্ পাঠিয়েছিলেন গিরিশ দা'? আমি ত তা'কে এই মাত্র ঐ মোড়ের পানওয়ালার দোকানে দেখে এলেম্।"

কথাটা সত্যসত্যই পাল্টাইয়া গেল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া গিরিশ কহিল—

"বটে! সেখানে সে ব'সে আছে। চল ত দেখি একবার।"

বেতের ছড়িটা হাতে লইয়া লক্ষ্মীকান্তের সহিত গিরিশচন্দ্র বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। দেবদাসের অদৃষ্ট যে আজ নিতান্তই মন্দ, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

এক গাল পান খাইয়া, একটা চুরুটিকা মুখে দিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে দেবদাস তখন তাহার বন্ধুর সঙ্গে রসালাপ করিতেছিল। রসালাপটা হইতেছিল ঠিক্ পানওয়ালার সঙ্গে নহে—পানওয়ালীর সঙ্গে। দোকানে বসিয়া তখন পানওয়ালা পান বেচিতেছিল আর পানওয়ালী পান সাজিতেছিল। ক্রেতার সংখ্যাও দোকানে তখন বিলক্ষণ ছিল। সেই শুভ মুহূর্ত্তে গিরীশচন্দ্র বেত্র হস্তে দোকানের সম্মুখ ভাগে উপস্থিত

হইল। মাতুলকে দেখিয়া ভাগিনেয়ের যে কিরূপ ভাবান্তর হইল, তাহা না বলিলেও বেশই বুঝিতে পারা যায়। পলায়নের পথ না পাইয়া দেবদাস নাতিউচ্চ দোকানটীর নীচের তলায়, যেস্থানে পানওয়ালার রন্ধন কার্য্যাদি সম্পন্ন হয়, সেই স্থানে বিদ্যুৎ গতিতে প্রবেশ করিল। দেবদাস তাহারই বন্ধু হইলেও পানওয়ালা তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিল। কারণ যেস্থানে সে রন্ধন ও আহারাদি করে, সে স্থানে কাহাকেও সে যাইতে দিতে চায় না—আর কেই বা দিয়া থাকে। পানওয়ালা 'হল্লা' করিতে লাগিল—গিরীশচন্দ্রও নিতান্ত কম্ যান না। 'হল্লার' মাঝখানে যখন দুই পাঁচজনে মিলিয়া দেবদাসকে টানিয়া বাহির করিল, তখন দেবদাসের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। ভয়ে সে এক প্রকার মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে, আর মুখটা ঢাকিবার জন্য পানওয়ালার দাউলের হাঁড়িটী মাথার উপর উপুড় করিয়া বসাইয়া দিয়াছে। পানওয়ালা ডাল ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই ডালের হাঁড়ি উপুড় করিতেই ডালটা দেবদাসের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়িতেছিল। এমন অভিনব দৃশ্য দেখিয়া কোন্ জন না হাসিয়া আর থাকিতে পারে। পানওয়ালার দোকানের সম্মুখে মহাভীড় জমিয়া গেল। সহরের পথ ত!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চাঁদরায় যখন বুঝিল, সাগরিকার সহিত বিবাদ করিয়া তাহার সংসারে সুখ নাই, জীবনে আনন্দ নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই, তখন আপোষ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া তাহার মনে হইল। কিন্তু মনে হওয়া এক জিনিস, আর সে কার্য্যটা করা অন্য জিনিস। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে মনোমালিন্যের বেড়া যাহাতে না থাকে, পূর্ব্বের প্রফুল্লতা যাহাতে ফিরিয়া আসে, আবার সেই হাসি, সেই সময়ে অসময়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সেই চেষ্টাই চাঁদরায় মনে মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সে চেষ্টার ফল ফলিল না। সে ফল ফলিবে কেমন করিয়া? চাঁদরায় ইহা করিব, উহা করিব—এই কথা বলিব, ঐ কথা বলিব—এইরূপ ধারণাই কেবল মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। মুখ ফুটিয়া কোনো কথা সে ত সাগরিকাকে বলে নাই—কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া অভিমানিনী পত্নীকে সে ত কোনো অনুরোধ করে নাই, স্বামীত্বের দাবীতেও স্ত্রীকে ত সে কোনো আদেশ জ্ঞাপন করে নাই। তবে আর বিবাদ মিটিবে কেমন করিয়া? চেষ্টার কথা মনে মনে থাকিলে, চেষ্টার ফল আর কি হইতে পারে। সাগরিকাকে [illegible] যে ভাবে আপোষ করিবে বলিয়া চাঁদরায় মনে করিয়াছিল, লজ্জায়—পুরুষত্বের অহঙ্কারে, বৃথাভিমানের শাসনে সে তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দুঃসময়ের ইহাও একটা অবশ্যম্ভাবী ফল।

অভিমানদৃপ্তা সাগরিকার মনোভাবও প্রায় ঐরূপ। স্বামীর সহিত একটা মিটমাট করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঐ এক অভিমানের দৌরাত্ম্যে যাহা সে মনে করিয়াছিল, তাহার

কিছুই সে করিয়া উঠিতে পারে নাই। অভিমানটা একটা সয়তানি বিশেষ। তাহার সয়তানিতেই সংসারে অনেক সময়ে ঘোর সর্ব্বনাশ হয়।

যাহা হউক, এমন অবস্থাতেও কিন্তু চাঁদরায় ও সাগরিকার মধ্যে এক রকমের একটা মিটমাট হইয়াছিল। সে মিটমাটটা হইল আবশ্যকতার অনুরোধে। যে সংসারে লোক নাই, জন নাই, দাস নাই, দাসী নাই, আছে মাত্র দুইটী প্রাণী, সে সংসারে স্বামী-স্ত্রী কতক্ষণ আর মুখে চাবি লাগাইয়া থাকিতে পারে?

আবশ্যকমত সাগরিকা ও চাঁদরায় কথা কহিয়া থাকে। যতটুকু আবশ্যক, তাহাদের মধ্যে এখন কথাবার্ত্তা হয় ততটুকু। ইঙ্গীতের ভাষাও এখন তাহারা অনেক সময়ে ব্যবহার করিয়া থাকে। সোজা কথা হইতেছে—তাহাদের মিটমাটটা হইয়াছে মোটামুটী রকমের। যাহাতে তাহাদের মধ্যে অকারণ বাক্-বিতণ্ডা আর না হয়—দ্বন্দ্ব কলহ না ঘটে, সে বিষয়েও তাহারা পরস্পরে এখন সাবধান হইয়াছে। অভিমানের ইহা গুপ্ত-লীলা। লীলার সংসারে কত লীলাই মানুষকে করিতে হয় আর কত লীলাই মানুষকে দেখিতে হয়!

তাহাদের পরস্পরের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ভবেশ সাধিয়া চাঁদের সহিত আলাপ করিয়া গেল। চাঁদরায়ের তাহাতে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যে দাদার সহিত কথা কহিতে না পাইয়া সংসার তাহার শূন্য মনে হইতেছিল, সেই দাদা তাহাকে আজ ডাকিয়া কথা কহিয়াছে, ডাকিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ডাকিয়া আদর করিয়াছে, তাই চাঁদ কি আর চাঁদে আছে। পুনর্ম্মিলনের আনন্দে সে আজ গলিয়া গিয়াছে। চাঁদের স্বভাবটাই ঐরূপ।

এ পুনর্ম্মিলনে সাগর কিন্তু কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল—এই মিলনের মধ্যে মিলন-কর্ত্তার নিশ্চয়ই একটা কিছু

চাল আছে। নতুবা যিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাদের বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই আজ আবার এতদিন পরে অযাচিত স্নেহ দেখাইয়া মিটমাট করিতে আসিবেন কেন? স্বামীর অগ্রজকে সাগরিকা বিলক্ষণ চিনিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কারণেই তাঁহার সম্বন্ধে সাগরিকার মনোভাব এইরূপ।

সেরূপ মনোভাব কিন্তু সাগরিকাকে মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হইল! মনের ভাব মুখের ভাষায় ফুটিয়া উঠিলেই তাহার স্বামী-দেবতার সঙ্গে আবার বৃথা কলহ বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা। সাগরিকা ভাবিল—অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এরূপ বাদ-বিসম্বাদ এখন না হওয়াই ভাল—সেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

একান্তে বসিয়া বসিয়া সাগরিকা যখন এই সকল কথা ভাবিতেছিল, ভাবিয়া ভাবিয়া বিচার করিয়া কোনো একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে চাঁদরায় একটু ব্যস্ততার সহিত ডাকিল—

"সাগর, ও সাগর—বৌঠান্ আসছে, বৌঠান্ আসছে; তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিয়ে এস।"

হরি, হরি! এক ডাকেই সাগরের সব গোলমাল হইয়া গেল। সে আদরের ডাক সাগর বহুকাল শুনে নাই। এক ডাকেই তাহার সমস্ত অভিমান, অতীতের সমস্ত দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হইয়া গেল। যে যাহাকে ভালবাসে, যে যাহাকে সোহাগ করে, তাহার একটী ডাকে, তাহার একটুকু আদরে, তাহার একটুকু সহৃদয়তায় ভালবাসার কাঙ্গালের এমনই গোলমাল হইয়া যায়। সে গোল যাহাদের না হয়, তেমন অবস্থাতেও যাহারা গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহারা ভালবাসার দেবতার তেমন উপাসক নহে। উপাসকের মত উপাসক হইলে একটী শব্দ কানে আসিলেই সব গোলমাল হইয়া যায়। শব্দ যে

তখন মন্ত্র—মন্ত্রধ্বনি কাণে আসিলেই মন্ত্র-সাধকের—উপাসকের সমাধিমগ্ন হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। এ সমাধিতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য একাকার হয়, ভালবাসার আকাশ-গঙ্গা, সমস্ত অনুদারতা, সমস্ত হীনতা দীনতা বিরাট আবর্জ্জনারাশিকে ভাসাইয়া লইয়া কোন্ বিস্মৃতির তলদেশে ডুবাইয়া দেয়, তাহা কে বলিবে?

সেই মন্ত্রধ্বনিতে—সেই আদরের ডাকে সাগর আপনহারা হইয়া গিয়াছিল। কত দিন পরে সেই ডাক! সেই এক ডাকে সাগর সব ভুলিয়া গেল—সে ছুটিল তাহার মহাশত্রুকে সম্বর্দ্ধনা করিতে। পতিব্রতার ইহাই ত করণীয়—ইহাই ত ধর্ম্ম, আর ইহাই ত আদর্শ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নারাণ চাকর অভিমান করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিমানটা হইয়াছিল চাঁদরায়ের উপরেই সমধিক। বড়বাবুর অত্যাচার দেখিয়া—বড় বাবুর উপর রাগ করিয়া যখন সে ছোট বাবুর কাছে থাকিতে চায়, তখন ছোট বাবু অর্থাৎ চাঁদরায় বলিয়াছিল, তাহার নিজেরই অন্ন সংস্থান নাই, সে আবার চাকর রাখিবে কেমন করিয়া? ইহার প্রত্যুত্তরে নারাণ বলে—তাহার পেটের অন্ন সে যোগাড় করিয়া লইবে, সে জন্য চাঁদরায়কে ভাবিতে হইবে না। নারাণ চাহিয়াছিল কেবল একটু থাকিবার জায়গা। সে জায়গাটুকুও নারাণকে দিতে চাঁদরায় নারাজ হইয়াছিল।

চাঁদরায় বলে—আরে রামচন্দ্র! তা'ও কি কথনো হয়! সেরূপ করিলে দাদার কষ্ট হইবে—তেমন কাজ কি কখনো করিতে পারা যায়?

নারাণ চাঁদরায়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, তাহাতে কিছুই দোষ হইবে না। জীবনভোর তাহাদের বাড়ীতেই সে চাকুরী করিয়াছে, তাহাদের সেবাতেই সে জীবন কাটাইয়াছে, তাহাদের মায়াতেই সে দেশ ভুলিয়াছে—তেমন ক্ষেত্রে সে কি করে, না করে, সে সম্বন্ধে কথা কহিবার কাহারো কোনো অধিকার নাই। তাহার যেমন ইচ্ছা হইবে সে তেমনই করিবে—তাহার উপর কথা কহিতে পারে কে?

নারাণের তুর্কযুক্তিতে চাঁদরায় কিন্তু কর্ণপাত করিল না। নারাণ এমনও বলিল যে সে বাড়ীতে ভৃত্যরূপে বিরাজ করিলে বড় বাবুর অত্যাচার বিলক্ষন কমিয়া যাইবে—যথেচ্ছাচার করিতে তিনি হয় ত আর সাহসই করিবেন না। চাঁদরায় সে কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং নারাণকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল যে কোনমতেই সে তাহাকে রাখিতে পারিবে না। বড় বাবুর কাছে থাকিতে তাহার ইচ্ছা না হয়, সে দেশে চলিয়া যাউক, অথবা অন্য গৃহস্থের বাড়ীতে চাকুরী করুক। মোটকথা চাঁদরায়ের গৃহে নারাণের কিছুতেই স্থান হইবে না।

উদার মহাপ্রাণ চাঁদ রায় নারাণকে রাখিতে চাহে নাই, তাহার দাদার গৌরবহানির ভয়ে। নারাণ তাহার বাড়ীতে থাকিলে পাছে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, সেই কথা ভাবিয়াই নারাণকে সে বিদায় করিল। কিন্তু নারাণ ত সে কথা বুঝিল না। আর বুঝাইয়া না বলিলেই বা সে এত কথা বুঝে কেমন করিয়া? সে চাঁদরায়ের কাছে থাকিতে আসিয়াছিল প্রাণটা খুব উচু সুরে বাঁধিয়া। চাঁদরায়ের কঠিন হস্তে সে তার ছিঁড়িয়া গেল। দারুন অভিমানে দেশে চলিয়া যাওয়া ভিন্ন নারাণের আর কোনো উপায়ই রহিল না।

কিন্তু দেশে গিয়াও ত সে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। দেশে তাহার বিশেষ কেহই ছিল না। থাকিবার মধ্যে তাহার ছিল কয়েক বিঘা জমী আর জন কয়েক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। সেই জ্ঞাতিরাই নারাণের জমীর আঁম ও ফসল বরাবর ভোগ করিত। নারাণ বিপত্নীক হইয়াছিল বহুকাল আর সন্তানাদিও তাহার কিছুই ছিল না। সুতরাং জমী জমা নারাণ যাহা করিয়াছিল, সে সমস্তই তাহার জ্ঞাতিবর্গ ভোগ করিত। নারাণ তাহাতে কোনোই আপত্তি করিত না। সে বলিত— "রক্তের সম্বন্ধ ওরা, ভোগ করে ক'রলই বা। জমি ত আমারই রহিল, ইচ্ছা ও দরকার মত আমিই ত উহার স্বত্ব ভোগ করিব।"

জ্ঞাতির দল কিন্তু নারাণের সে মহাপ্রাণতার কথা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। পরের জিনিস বিনা বিবাদে ভোগ করিয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল, নারাণ আর দেশেও আসিবে না, কাজেই জমী জমাগুলি তাহাকে আর ফিরাইয়াও দিতে হইবে না।

ঘটনাস্রোতে পড়িয়া নারাণকে কিন্তু দেশে আসিতে হইল আর শেষ জীবনটা যে সে দেশেই বাস করিবে, সে কথাও সকলের সমক্ষে সে প্রকাশ করিল। কথাটা তাহার জ্ঞাতিবর্গের একেবারেই মনঃপূত হইল না। তবে সে কথা আর সে ভাব নারাণের সম্মুখে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া? নারাণের দেশে আসায় তাহার জ্ঞাতিরা মনে মনে প্রমাদ গণিয়াছিল। মৌখিক শ্রদ্ধা ও সমাদর তাহারা নারাণকে করিতে লাগিল বটে, কিন্তু দেশ ছাড়িয়া কত দিনে সে চলিয়া যায়, তাহাই তাহাদের মুখ্য চিন্তা হইল। দেশে বসবাস করিতে যাহাতে তাহার মন না টিকে, দেশ যাহাতে তাহার ভাল না লাগে, সে চেষ্টা, নারাণের আত্মীয়গণ যথেষ্টই করিতে লাগিল, যাহাতে নারাণের সর্ব্ব বিষয়ে অসুবিধা হয়, সকল বিষয়ে সে দুঃখ

কষ্ট পায়, তাহার ব্যবস্থাও যে তাহারা গুপ্তভাবে না করিল এমন নহে। তাহার ফলে নারাণকে পদে পদে অভাব ও দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। প্রভু-গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্যও তাহার প্রাণ একেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, আবার দেশে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া এই অস্থিরতা তাহার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই লাগিল। বিরক্তির মাত্রা অত্যধিক হইতেই তাহার পোঁট্‌লা পুঁটুলি লইয়া একদিন সে দেশের মায়া কাটাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

নারাণ ফিরিয়া আসিলে ভবেশ তাহাকে নিজে না রাখিয়া চাঁদুরায়ের কাছেই রাখাইয়া দিল। হৃদয়বান ব্যক্তি ও সহৃদয় সহোদর বলিয়া আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার ছলে সে সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"ছোট বৌমা একা। পুরাতন চাকরটাকে যখন পাওয়াই গেল, তখন চাঁদুর কাছে তা'কে রাখাইয়া দেওয়াই ভাল।"

ভবেশের প্রশংসা-ঘন্টা এ কথায় বিলক্ষণ বাজিয়া উঠিল। ভবেশের তাহাই কাম্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ছোটর সহিত বড়র এখন মিল্-মিশ খুবই। তাহাদের সৌহার্দ্দ্য দেখিয়া এখন মনে করিতে পারা যায় না যে ভবেশ চাঁদরায়ের সহিত কখনো লড়াই ঝগড়া করিয়াছিল। শৈলজার কনিষ্ঠ-প্রীতি দেখিয়াও সে কথা কিছুতেই মনে করিতে পারা যায় না।

সংসারের খরচপত্র ভবেশ পূর্ব্বে যেরূপ করিত, এখনও আবার সেই

ভাবেই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সংসারের ভাবনা চাঁদরায়ের আর নাই। সে পূর্ব্বে যেমন হাসিয়া খেলিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইত, এখন আবার ঠিক সেই রকমটাই আরম্ভ করিয়াছে। অর্থের অভাবে—অন্নবস্ত্রের টানাটানিতে তাহার কেমন একটা রুক্ষভাব আসিয়াছিল। এখন অভাব দূর হওয়ায়, পূর্ব্বভাবই সে আবার প্রাপ্ত হইয়াছে।

তবে দুই ভায়ের সংসার যেমন ভিন্ন হইয়াছিল,—দুই ভাই যেমন ভিন্ন বাটীতে থাকিত, এখন তেমনি ভিন্ন ভাবেই রহিল। এ সম্বন্ধে কেহই কাহাকেও কোনো অনুরোধ করিল না—ব্যবস্থার কোনো পরিবর্ত্তনও ঘটিল না।

চাঁদরায় এখন এক হিসাবে খুবই সুখী—কারণ দাদার সহিত তাহার সকল গোল মিটিয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রের আনন্দেরও আর সীমা নাই—কারণ সে মনে মনে জানে যে তাহার মুন্সীয়ানাতেই ভবেশ দুরস্ত হইয়াছে। নারাণ চাকরও ভারী খুসী—কারণ এ সংসারের সহিত তাহার বহুকালের বন্ধন, আর দুই ভাইকে মৈত্রীর আসনেই সে বসিতে দেখিতে চাহে। সুখী হইতে পারিল না কেবল সাগরিকা—কারণ সে দেখিতেছে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলমিশ হইবার পর হইতে তাহার স্বামীর মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়াছে আর স্বামীর অগ্রজ সে কার্য্যে প্রকারান্তরে তাহাকে উৎসাহ প্রদান করেন। চাঁদরায় পূর্ব্বে মদ্যপান করিত তাহার চক্ষুর অগোচরে—এখন সে কাজ করে সে বাড়ীতে বসিয়া। তাহাদের বাহিরের ঘরে লোকজন আসে এখন অনেক; মদের বোতল, পান-পাত্র ছড়ান থাকে এখন অনেক; চেঁচামেঁচি হয় এখন খুব, অশ্লীল রসালাপও যে একেবারেই না হয় সে কথাও বলা যায় না। এই সব ব্যাপারে চাঁদরায়ের ব্যয় আছে যথেষ্ট। এ ব্যয়ের জন্য ভবেশই অবশ্য টাকা-কড়ি সরবরাহ করে।

শৈলজাও এখন যখন তখন সাগরের সহিত আত্মীয়তা করিতে আসে। কিন্তু সে আত্মীয়তার মধ্যে কেমন যেন একখানা নির্দ্দয়তার ছুরী লুক্কায়িত আছে, কেমন যেন একটা গভীর উদ্দেশ্য-সাধনের রহস্য বিজড়িত আছে বলিয়াই তাহার মনে হয়। এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাগর কল্পনা করে অনেক জিনিষ, অশুভের ছায়া দেখে সে চারিদিকে। কিছুতেই তাহার আর সুখ নাই—তাহার বুক ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—ভাবিয়া ভাবিয়া সাগর শুকাইয়া যাইতেছে! সে ভাবে—দারিদ্র্য তাহাদের ছিল ভাল—বিত্ত আসিয়া এ কি বিপদ ঘটাইল!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চাঁদরায়ের কাছে থাকিতে থাকিতে নারাণ বুঝিয়া ফেলিল, চাঁদুবাবু যেমন মানুষটী পূর্ব্বে ছিল, এখন আর তেমনটী নাই। এখন তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অনেক—আর এ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ হইতেছে মদ।

নারাণ মানুষটা প্রভুভক্ত আর সোজা কথা সোজা ভাষায় বলিবার তাহার সাহস আছে। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চাঁদকে একদিন চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল—"ছোট বাবু এ তোমার কেমন আচরণ গো।"

সুধাভাণ্ড তখন চাঁদের সম্মুখেই ছিল। স্ফটিকপাত্রে সুধা ঢালিয়া তাহা পান করিতে করিতে চাঁদ বলিল—"কি মন্দ আচরণটা আমার দেখ্‌লি তুই নারাণচন্দর?"

"এই মদ্ খাওয়া আচরণটা তোমার কি রকম গো ছোট বাবু—তা'

আবার আমার সাম্‌নেকে—ছোট মা'কে জানান দিয়ে। এ সব কি ভাল গো ছোট বাবু?"

আর এক পাত্র সুরা পান করিয়া হাতে তালি মারিয়া চীৎকার করিয়া চাঁদরায় কহিল—

"আল্‌বাত্‌ ভাল—ভালর ওপর ভাল। তুই ত তুই—ছোট বৌ ত ছোট বৌ—এখন আমি দাদার সাম্‌নে মদ খাই, তা'র খবর রাখিস্‌?"

"দেখ ছোট বাবু, আমি কর্ত্তার আমলকের চাকর। তোমরা যদি আমাকে এমন তুচ্ছি কর, তা' হ'লে আমার আর এখানকে না থাকাই ভাল।"

কথাটা যে কত প্রগাঢ় স্নেহের, কত বড় অভিমানের, তাহা চাঁদরায় মাতাল হইয়াও বেশ হৃদয়ঙ্গম করিল। চাঁদরায় আজ না হয় মদ খাইতে শিখিয়াছে, মাতাল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শৈশবাবধি সে যে মহাপ্রাণ। সে মহত্ত্ব যাইবে কোথায়? আগুন আজ ছাই চাপা পড়িয়াছে—কিন্তু বাতাস পাইলেই তাহা জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাই ত সহজ ধর্ম্ম—ইহাই ত স্বাভাবিক নিয়ম।

চাঁদরায়ও সেই সহজ ধর্ম্মই পালন করিল, ছাই চাপা অতীতের আগুন স্মৃতির ফুৎকারে আবার জ্বলিয়া উঠিল। নারাণের মুখের দিকে চাহিয়া টলিয়া টলিয়া আপনাকে আপনি সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিয়া সে কহিল—

"ছাখ্‌ রে নারাণ, আমি চিরদিনই ঠিক এমনটা ছিলাম না। তবে ঘটনাচক্রে প'ড়ে হ'য়ে পড়েছি। মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে সব ভুল্‌তে চাই—বুঝ্‌লি নারাণ? সব জানি, সব বুঝ্‌তে পারি—কিন্তু কি ক'রব ফোট্‌বার উপায় নাই। তাই মদ্‌ ধরেছি—এই মদেই আমার শেষ।"

"কি বলছ গো তুমি ছোট বাবু? তোমার একটা কথাও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

"বুঝেও কাজ নাই। একটা কথাও আর জিজ্ঞাসা করিস্ নে নারাণ। আমার মদের খরচ দাদা দিচ্ছেন—খুব খাচ্ছি। তোরও ইচ্ছা হয়, তুই খা আমার সঙ্গে। ভাব্‌ছিস্ ছোট বৌ রাগ কর্‌বে—করুক। কিসের ভয় তা'কে? থাক্ সে অভিমান নিয়ে—জ্বলুক, পুড়ুক সে ভেবে ভেবে। আমি কি ক'রব—আমি কি কর্‌তে পারি? আমার মুখের দিকে কেউ চায় নি—আমি তা'দের মুখ চাইব কেন? চালাও সরাপ্—এখন ভয় করি কা'কে, লজ্জা কর্‌ব আবার কা'কে?"

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদরায় মদের পাত্রে আর একটা চুমুক মারিল। পাত্রটা নারাণ একবার ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু হাত যথাস্থানে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই পাত্রস্থ দ্রব্যটা চাঁদরায়ের উদর মধ্যে চলিয়া গেল। চাঁদরায় মুখভঙ্গী করিয়া বিকৃত স্বরে কহিল—"দূয়ো নারাণ কো! খায় না খাঁটি জুতি খায়, ভাদ্দর মাসে গোল্লায় যায়।"

নারাণ এ সকল কথার উত্তরে যে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছিল না। চাঁদরায়ের ইঙ্গীতের ভাবা বুঝিতে অসমর্থ হইলেও নারান এটা বুঝিয়াছিল যে কোনো একটা কার্য্যসিদ্ধির জন্য বড় বাবু, ছোট বাবুর সংসার খরচ চালান আর মদের খরচ যোগান। নারাণ বহুকালের লোক। ভবেশের প্রকৃতি বুঝিতে ত তাহার কিছুই বাকী ছিল না। সেই কারণে ভবেশের উপর তাহার অনমুরাগ ছিল। চাকর হইলে কি হয়—সে মানুষ ত—মানুষ বলিয়া মানুষ, একটা খাঁটি মানুষ। তাহার উপর বহুকাল যাবৎ এই সংসারের সহিত সে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। চাকর বলিয়া কেহ তাহাকে মনেও করে না আর সেরূপ ব্যবহারও করে না। আত্মীয়তার দাবীতে সে বলীয়ান। সুতরাং ভবেশের অন্যায় আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া সে সহ্য করিবে কেন? বিশেষ যখন সে দেখিতে পাইতেছে যে চাঁদরায় উদারতা-ব্যাধিতে আক্রান্ত

হইয়াই সর্ব্বস্বান্ত হইল—চিকিৎসা করাইবার কড়ি পর্য্যন্ত তাহার নাই—চিকিৎসাধীন থাকিবার ধৈর্য্যও বুঝি সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

চাঁদের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া এবং তাহার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া নারাণের হৃদয় কারুণ্যরসে ভরিয়া গেল। দাসত্ববৃত্তি করিলেও সে মহাপ্রাণ। আর্দ্র স্বরে সে কহিল—

"আর মদ খেয়ো না গো ছোট বাবু—বড় বাবুর কথা আর শুনো না তুমি। তোমার সংসার চালাবার ভার আমাকে দাও। ত্রিকুলে আমার ত আর কেউ নেই। তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব। তোমাদের কাছ্ কে পাওয়া টাকাই তোমাদের সেবায় খরচ কর্‌ব। কর্ত্তার অনেক টাকা খেয়েছি গো। না হয় কিছু খরচই বা করলুম্। তা'তে আমার ইহকালকেও ভাল, আর পরকালকেও ভাল।"

নেশার আমেজ চাঁদের বেশ হইয়াছিল। তাহার ফলে টলিতে টলিতে সে কহিল—

"ছাখ্ রে নারাণে তুই খুব বলেছিস্। খবরের কাগজওয়ালাদের মত বলেছিস্—সপ্রতিভ বক্তাদের মত বলেছিস্। তা'র জন্যে তোকে দুশো বাহবা দিচ্ছি। যা'ক্ সে সব কথা। আমি ত পথে বসেইছি—আমি ত মাতাল হয়েইছি। কিন্তু তোর ভাত আমার পেটে সইবে না। ও দাদা খাবে—সে ভাল। দাদার ভাতই তবু খা'ব। তোর ভাত যে আমি একেবারেই হজম্ কর্‌তে পার্‌ব না নারাণ, তা'র কি বল?"

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার মদ্যপান আরম্ভ হইল। নারাণ আর সে স্থলে দাঁড়াইতে পারিল না। তবে যাইবার সময় শ্রদ্ধার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মনে মনে তাহাকে বলিতে হইয়াছিল—ছোট বাবু মদ খায় বটে—কিন্তু সে মদ খাওয়া ঠিক মাতালের নহে।

— —

বিংশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীকান্তের পুত্রের সহিত ভবেশের কন্যা শোভার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। কথাটা পাকাপাকিই হইল—পাকা দেখাও হইয়া গেল। পাকা দেখায় ঘটাঘটি—বিশেষ কিছুই হয় নাই। লক্ষ্মীকান্তের মুরুব্বী গিরীশ উকীল বলে—কতকগুলো লোক খাইয়ে ও সব বাজে খরচের আবশ্যক কি?

কথাটা কিন্তু তাহা নহে। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র পাশ-করা হইলেও তাহার গুণ অনেক। কেহ কেহ বলে, এক আরমানি বিবির সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে আর গভীর রাত্রে পথে চলিতে চলিতে তাহার পা টলিতেও দেখা যায়। তাহা ভিন্ন লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং ঋণগ্রস্ত। পাকা দেখায় বেশী ঘটাঘটি করিলে লোক জানাজানি ও অনেক কথা কাণাকাণি হইবার সম্ভাবনা। কন্যাপক্ষের কর্ণে সে সকল কথা পৌঁছাইলে বিবাহটা যে ভাঙ্গিয়া না যাইতে পারে, এমনও নহে। সেই কারণে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই লক্ষ্মীকান্তের মুরুব্বী গিরীশ উকীল পাকা দেখা উপলক্ষে বেশী লোকজন সঙ্গে আনে নাই আর ভবেশকেও বলিয়া দিয়াছিল যে তাহারও বেশী লোককে নিমন্ত্রণ করিবার আবশ্যক করে না। আত্মীয়তাটা গিরীশ উকীল এমনই দেখাইয়াছিল যে তাহার কথা শুনা ভিন্ন ভবেশের আর উপায়ই ছিল না। গৃহিণীর স্ত্রী-বুদ্ধির উপদ্রবে ও গিরীশ উকীলের ওকালতী মুন্সীয়ানায় ভবেশকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছিল যে লক্ষ্মীকান্তের পুত্রটী যেরূপ সুপাত্র সেরূপটী এখনকার বাজারে প্রায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শোভা, ভবেশের খুব আদরের কন্যা। কোনো বিষয়ে একটুকু কথা কহিলে পাছে এমন ভাল সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে ভবেশ আর

সম্বন্ধে কোনো বাদানুবাদই করিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—বিবাহ কার্য্যটা অচিরে সুসম্পন্ন হইলে তবে তাহার হাড় জুড়ায়।

গিরীশ উকীল মুন্সীয়ানা করিয়া ছেলের দরটা বাড়াইয়া লইয়াছিল খুবই। প্রথমে যে কথা হইয়াছিল, পাকা দেখার সময়ে, তাহার অনেক অদল বদল হইয়া গেল। কথা হইয়াছে ভবেশ তাহার কন্যার বিবাহে যৌতুক দিবে পনের হাজার টাকা, অলঙ্কারাদি অবশ্য কিছুই দিতে হইবে না। গিরীশ উকীল বলিয়াছে স্বচক্ষে দেখিয়া শুনিয়া অলঙ্কারাদি তাহারা আপনারাই গড়াইয়া লইবে। ভবেশ-গৃহিণীরও সেই মতেই মত—নতুবা সম্বন্ধটা যে ভাঙ্গিয়া যায়। ভবেশ একটু শক্ত হইলে—লক্ষ্মীকান্তের সহিত কুটুম্বিতা-সূত্রে বদ্ধ হইবার ঝোঁকটা হয় ত তাহার কাটিয়া যাইত। কিন্তু শৈলজার শাসনে সে ত তাহা করিতে পারিল না।

বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। কিন্তু টাকা কোথায়? সহোদরকে ফাঁকি দিয়া ভবেশ অনেক টাকার মালিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাতারাতি লক্ষ টাকা লাভ করিবার লোভে ঘরের টাকা সে পরের হাতে ইতঃপূর্ব্বে তুলিয়া দিয়াছিল। এক বন্ধুর পরামর্শে টাকাটা সে লাগাইয়াছিল চিনির ব্যবসায়ে। চিনি সে মজুতও করিয়াছিল অনেক। কিন্তু দর পড়িয়া যাওয়ায় মাল আর বিকায় না। মাল সে মজুত করিয়াছিল—মজুতই রহিল। পড়্তির বাজারে মাল বেচিলে লোকসান হয় যে অনেক।

সকল কথা শুনিয়া শৈলজা কহিল—

"তা' আমি আর কি ব'লব বল? বিয়ের দিন পর্য্যন্ত যখন ঠিক হ'য়ে গেছে, তখন বিয়ে দিতেই হ'বে।"

দুই হস্তে মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া ভবেশ কহিল—

"তা'ত হ'বেই—কিন্তু কিছুদিন পিছাইয়া দিলে ক্ষতি কি হয়? ততদিনে চিনির বাজারটাও উঠে, হাতে টাকাও বেশ হয়, আর—"

"সম্বন্ধটাও ভেঙ্গে যায়। তা'হ'লেই তুমি বাঁচ—কেমন এই ত? তা' হচ্ছে না। যেমন ক'রে পার টাকার যোগাড় কর—ধার কর। বিয়েটা ত' আগে হ'য়ে যা'ক্। তা'র পর চিনি বেচে, লাভ ক'রে তোমার ঋণ না হয় শোধ কোরো। এখন আর কোনো কথা ক'য়ো না—যাও টাকার যোগাড় করগে। মাঝে দিন আর বড় বেশী নাই।"

শৈলজার কড়া হুকুম শুনিয়া ভবেশ বিব্রত হইয়া পড়িল। বিবাহের তারিখটা যাহাতে পিছাইয়া যায়, তাহার জন্য গিরীশ উকীলকেও সে মুরুব্বী ধরিয়াছিল। কিন্তু সেখানকার হুকুম আরো কড়া। নিরুপায় ভবেশ তখন ভাবিয়া দেখিল যে বাস্তুভিটাটী বন্ধক দেওয়া ভিন্ন তাহার আর কোনো উপায়ই নাই।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবদাস এখন ভারী বাবু লোক। সে কালাপাড়ওয়ালা দেশী ধুতি পরে, চুড়ীদার পাঞ্জাবী গায়ে দেয়, বিলাতী জুতায় চরণ শোভিত করে। আতর, গোলাপ এবং বিলাতী সুগন্ধিও যে না মাখে এমন নহে।

মোট কথা—তাহার সময় এখন ফিরিয়াছে। সে এখন আর গামছা পরা দেবু নাই। তাহার মাতুল তাহাকে এই সকল বেশভূষা দিয়াছে আর বলিয়াছে যদি সে চাঁদের মোসাহেবী করিয়া, চাঁদের সহিত মিশিয়া

চাঁদের অন্তরঙ্গ সাজিয়া চাঁদের কলঙ্ক প্রচার করিতে পারে, চাঁদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে সাজ-সজ্জা সে আরও পাইবে, তাহার আহারাদির ব্যবস্থা আরও ভাল হইবে, ইচ্ছামত পয়সা-কড়ি খরচ করিবার সে অধিকার পাইবে। চাঁদের উপর গিরীশের বিজাতীয় ক্রোধ; কিন্তু ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গিরীশ উকীল হইলেও তাহার একটা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। জেরায় পড়িয়া সে মাটি হইয়া যায়। হীন দুর্ব্বলের ত ধারাই ঐ।

মাতুলের বলে বলীয়ান হইয়া দেবদাস যখন স্তাবকরূপে চাঁদরায়ের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তাহার বেশভূষা দেখিয়া চাঁদরায় একটু চমৎকৃত হইয়া গেল। সেই গামছাপরা দেবদাস ও সিমলার কালাপেড়ে ধুতিপরা দেবদাসের প্রভেদ যে অনেকটা। তাহাকে দেখিয়া চাঁদ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে দেবু, তুমি কি মনে ক'রে।"

অসভ্যের মত মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে দেবদাস কহিল—

"আজ্ঞে আপনাকে প্রণাম কর্‌তে—আপনি আমার প্রাণদাতা কি না।"

"সে কি হে তুমি হ'লে ব্রাহ্মণ আর আমি হ'লেম কায়স্থ—আমাকে প্রণাম কি রকম?"

"আজ্ঞে এখনকার কালে ত দেখি অনেক ব্রাহ্মণই ও কাজটায় খুব পাকা হ'য়ে উঠেছে। সকল জাতকেই অনেক ব্রাহ্মণ এখন আশীর্ব্বাদের বদলে প্রণাম ক'রে থাকে। অবশ্য যদি তা'দের পয়সা থাকে। তা' কায়স্থ ত রাজা-জাত। সকল বিষয়েই এখন তাঁরা বড়।"

চাঁদরায় এতক্ষণ ঠিক ছিল। এইবার একটা কাল বোতল হইতে খানিকটা জলীয় পদার্থ স্ফটিক পাত্রে ঢালিতে ঢালিতে কহিল—

"না হে না—ওগুলো সব ভাল নয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্বরকমেই অধঃপতিত হয়েছে বটে, কিন্তু কায়স্থের কাছে তাঁদের সম্মান এখনো ঠিক আছে;

আর ঠিক্ থাকবেও। ব্রাহ্মণকে যথার্থ সম্মান যদি কেউ করে, তবে সে কায়স্থ। আর তা'দের সম্মানেই ব্রাহ্মণের সম্মান।"

মাথাটায় খুব জোরে একটা ঝাঁকুনী দিয়া দেবদাস কহিল—

"তা'ত বটেই, তা'ত বটেই। আর সেই জন্যেই ত কায়স্থ বাবুদের কাছে আমাদের এত জোর।"

চাঁদরায় তখন মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মদ্য পান করিতে করিতেই সে বলিল—

"কিন্তু এটা জেনে রেখো দেবু, আমি তোমাদের সুতা ক'গাছা মানি না। কারণ অনেক শববাহকের জাতও এখন ও জিনিসটা—গলায় ঝুলিয়েছে। আমি মানি—মনে মনে পূজা করি—তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতিকে—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে। যা'ক সে কথা। এখন বল দেখি—আজ হঠাৎ আমার উপর তোমার এতটা ভক্তি উথ্‌লে পড়্‌ল কেন? অকাল জলদোদয়ের মত তোমার আগমনের কারণ?"

"আজ্ঞে, আপনি সেই আমাকে ময়রার হাত থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন কি না। কাজেই আপনি আমার প্রাণদাতাসম পিতা।"

"তাই এতদিন পরে সে কথা এখন মনে পড়ল, আর অম্‌নি তুমি ছুটে এলে—কেমন?"

"আজ্ঞে ঠিক্ তাই। আপনি ত খুব অনুধাবন করেছেন।"

"তা' মাঝে মাঝে কর্‌তে হয় বৈ কি! তা'ত হ'ল। এখন বল দেখি—তুমি মদ টদ্ খাও?"

দন্তের মাড়ি বাহির করিয়া সে বলিল—

"ওটা খাইও বটে, না খাইও বটে; তবে আপনি বল্‌লে ও বোতলকে বোতলই পার ক'রে দিতে পারি।

"ওঃ! আমার উপর ত তোর ভক্তি খুব দেখ্‌ছিরে। আচ্ছা

একটু। কিন্তু যদি বমি করিস্, তা' হ'লে তা'তেই যে তোর মুখ চেপে ধর্ব্ব—এটাও মনে রাখিস্। খা বেটা বাম্না, খা—উচ্ছন্ন গেছিস আরও যা। তবে আর বাম্নাই ফলিও না বাবা—তা' আমি ব'লে রাখ্ছি—হঁা।"

চাঁদরায়ের তুষ্টি সাধনার্থে দেবদাস বলিয়াছিল যে সে মদ্যপান করে। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। মদ সে ইতঃপূর্ব্বে কখনো স্পর্শও করে নাই। স্বকার্য্যোদ্ধারে স্তাবকতা করিতে যাইয়া এমন কথা সে কহিয়াছিল মাত্র। চাঁদরায় যে তাহাকে প্রকৃতই বোতলের ভাগ দিবে, মদ খাইতে বলিবে, তেমন কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারে নাই। সুতরাং মদের পাত্র যখন তাহার হাতে পড়িল, তখন সে একটু বিশেষ গোলে পড়িয়া গেল। তবে পরের জিনিষ উদরনামক গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়ার কৌশল ও সাহস তাহার অত্যন্ত অধিক। সেই কারণে সে মনে মনে ভাবিল—ওটা আর শক্ত কাজ কি? বিনা নিমন্ত্রণের কত লুচি সন্দেশ বেমালুম্ হজম্ ক'রে ফেলা গেল, আর ঐটুকু মদ হজম্ কর্ত্তে পার্ব্ব না? খুব পার্ব্ব। মদ খাইতে কেমন লাগে, তাহা জানিবার জন্যও তাহার মনে একটা কৌতুহল জাগিয়া উঠিল। কতকটা কৌতুহলে আর কতকটা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া চাঁদের হস্ত হইতে মদ্যপাত্র লইয়া সে তাহা পান করিল। ফল ফলিল তাহার হাতে হাতে। দেবদাসের উদ্গারে নদী বহিয়া গেল। কাজ বাড়িল তখন নারাণ বেচারার। নানাছন্দে দুষ্কৃতকারীকে গালি দিতে দিতে নারাণ গৃহের মেঝ্যা পরিষ্কার করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাস্তুভিটা বন্ধক দিয়াই ভবেশকে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইল। বাজারে কে বা কাহারা রটাইয়াছিল যে বাড়ী ভবেশের একার নহে—বাড়ীর সম্বন্ধে অনেক গোল আছে। সেই কারণে বাজারে টাকা পাওয়া ভবেশের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়িল। সে সকল কথা কাটাইবার জন্য ভবেশ তর্ক করিল অনেক, যুক্তি দেখাইল অনেক। কিন্তু তাহাতে ফল হইল না কিছুই—টাকা পাওয়া গেল না কোনো থানেই। মহাজনেরা বলিল—কে বাবু ঘরের টাকা বাহির ক'রে মাম্‌লা কিনে আন্‌বে?

টাকা যখন কেহ দিতে চাহিল না—কোথাও পাওয়া গেল না, তখন একজন দালাল ভবেশকে পরামর্শ দিল, নরেন বাবুকে যদি তিনি ধরিতে পারেন, তাহা হইলে টাকাটা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নরেনকে টাকার কথা ভবেশ বলে কেমন করিয়া। সে যে ভারী লজ্জার কথা—আর গোলের কথাও বটে।

কিন্তু না বলিলেও ত নয়। বিবাহের দিন আগাইয়া আসিয়াছে, গৃহিণী তাড়া দিতেছে; ভবেশ চুপ করিয়া বসিয়া থাকেই বা কেমন করিয়া? টাকা না হইলেই নয়—টাকার যোগাড় না করিতে পারিলে বিবাহটা ত ভাঙ্গিয়া যাইবেই, তাহার উপর সমাজে ভবেশের মুখ দেখান ভার হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া নরেনের কাছেই ভবেশকে হাত পাতিতে হইল।

লজ্জার মাথায় কুড়ুল মারিয়া ভবেশ কথাটা ত পাড়িল; কিন্তু নরেন তাহাতে সম্মত হয় কৈ? সে বলে—

ও সব হাঙ্গামে আমি থাকতে চাই না ভবেশ দা'। আপনাআপনির

মধ্যে টাকা কড়ির কারবার করা একটা ভারী ঝকমারী। আপনি আর কোথাও চেষ্টা করুন দাদা।"

কাতরভাবে ভবেশ কহিল—

"দেখ নরেন্দ্র, অত্যন্ত নিরুপায় হ'য়েই তোমার কাছে হাত পেতেছি। তুমি যদি, এখন ঠেলে ফেলে দাও, তা' হ'লে আমার আর কোনো আশাই থাকবে না।

"তা'ত বুঝ্ছি দাদা। কিন্তু—"

"কিন্তু কি—টাকা তোমার মারা যা'বার কোনো ভয় নাই। বাড়ীত বন্ধক দিচ্ছিই। আর চিনির বাজারটা একটু উঠ্লেই তোমার টাকা সুদে আসলে শোধ ক'রে দিব।"

"আচ্ছা আমি ত তা' বল্ছি না। আমি ভাব্ছি—চাঁদু শুন্লে বল্বে কি ?"

"তা' চাঁদের শোন্বার আবশ্যকটাই বা কি হচ্ছে ? তোমার টাকা ফেরৎ পাওয়া নিয়ে কথা। সেটার যখন কোনো ভাবনা নাই, তখন চাঁদকে এ সব জানা'বার প্রয়োজন ?"

"তা' একটু আছে বৈ কি। যা'ক্ তাও যেন এখন না বল্লেন। কিন্তু এই নিয়ে যদি শেষে আইন আদালত কর্তে হয়, তা' হ'লেই ত সব জানাজানি হ'য়ে পড়বে—তখন ?"

"জানাজানি হ'বার আগেই যে টাকাটা আমি ফেলে দিতে পার্ব, এমন বিশ্বাস আমার আছে। মেয়ের বিবাহে টাকা আমার ধারই কর্তে হ'ত না। টাকাটা আট্কা প'ড়েই সব গোলমাল হ'য়ে গেল।"

"হুঁ—তা' সুদ কত ?"

"সেটা তুমি বল ভাই। তবে ও বিষয়টা একটু বিবেচনা কোরো। ছা-পোষা মানুষ আমি।"

"আচ্ছা ওটা বিবেচনা ক'রে পরে যা' হয় ঠিক্ কর্ব। তা' টাকাটা চাই কবে ?"

"কবে আবার কি—এই মুহূর্ত্তে পেলেই ভাল হয়। তবে এই সপ্তাহের মধ্যে পেলেই চল্‌বে।"

"আচ্ছা দলিলপত্র নিয়ে আপনি কাল আমার সঙ্গে আমার উকীলের আফিসে যা'বেন। আপনার জেদাজেদিতে টাকা আমি দিতে রাজী হলেম। কিন্তু দেখ্‌বেন এই নিয়ে একটা অসোরস না হয়।"

"রাধে মাধব। তবে কথা পাকা ?"

"নিশ্চয়। চাঁদরায়ের বন্ধু কখনো মিথ্যা কথা বলে না, মিথ্যা আশ্বাস দেয় না।"

চাঁদের এতটা প্রশংসা শুনিয়া ভবেশ গম্ভীর হইয়া চলিয়া গেল। নরেন তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। নরেন মুখ টিপিয়া হাসিয়া মনে মনে কহিল—"তুমি তোমার সহোদরকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু আমি চিনিয়াছি। আর চিনিয়াছি বলিয়াই ত তাহার এত অনুগত। কাহার সুবিধার জন্য তোমার ভিটা হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়াছি, এটাও বুঝিলে না মূর্খ !"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই পাঁচদিন আসিয়াই দেবদাস চাঁদরায়ের বাটীতে বেশ একটা আত্মীয়তার ভাব ফুটাইয়া তুলিল। চাঁদরায়কে সে চাঁদু-দা বলে, সাগরকে বৌঠান্ বলে আর নারাণ চাকরকে নারাণ মামা বলিয়া আপ্যায়িত করে। নারাণ কিন্তু তথাপি তাহাকে গালি দেয়। সে বলে যাহার বাপ চৌদ্দ পুরুষ মদ জিনিষটা চক্ষেও দেখে নাই, পরের পয়সায় মদ খাইয়া সে কোন্ লজ্জায় ভাঁড়ামী করে। দেবদাস যে পদার্থটা কি—নারাণের ঠিক্ তাহা জানা ছিল না। তাই তাহার সম্বন্ধে নারাণের এমন ধারণা। নারাণ জিজ্ঞাসা করিল—

"আচ্ছা দেবুবাবু! তুমি যে এখানে থাম্‌কা থাম্‌কা এসে মদ খেতে সুরু কর্‌লে, তা তোমার বাড়ীর লোক জানে?"

চক্ষু কপালে তুলিয়া দেবদাস কহিল—

"কি বল্‌ছ তুমি মামা! মদ আমি খাই না কি?"

"তবে বমি ক'রে মর কেন?"

"আরে তা' বুঝি জান না মামা! শোন তবে বলি। বল্‌লে না পেত্যয় যা'বে ও জিনিসটাকে আমি ঘেন্নাই ক'রে থাকি। তবে চাঁদু-দা হাতে তুলে দেয়—"

"তাই ঢুকুস্ ক'রে গিলে ফেল, আর বমি ক'রে মর—কেমন?

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেবদাস কহিল—

"আরে রাম রাম। অমন কথা ব'ল না মামা—লজ্জায় আমি মাটির ভিতর চ'লে যা'ব। ও জিনিসটা আমি ছুঁইই না। তবে দাদা হুকুম করেন ব'লে নাকের নীচে একবার মাত্র নিয়ে যাই। আর যেমন নিয়ে যাওয়া অম্‌নি ব—ব—ব—বমি। তা'র আমি কি কর্‌তে পারি।

"দয়া ক'রে যদি তুমি ও মেহনদটা না কর, তা'হলে আমার অনেক মেহনদ বেঁচে যায় গো। দেখ বাবু আমি ব'লে রাখ্‌ছি তুমি আমার মনিবের পয়সায় মদ খাও—খাও, তা'তে আমার আপত্তি নেইক। কিন্তু যদি ঘরদোর বিছানা-পত্তর বারদিগর নোংরা করবেক, তা' হ'লেই তা'তেই তোমার মুখ গুঁজে ধর্‌ব—তা আমি ব'লে রাখ্‌ছি গো!"

"এঃ মামা, তুমি দেখ্‌ছি ভারী রাগী লোক—পাহারাওয়ালার বাবা। মদ খাইনে, মাতলামী করিনে, তবু তুমি রুলের গুঁতো মার্‌তে চাচ্ছ। এটা কি ঠিক্ হচ্ছে মামা?"

"কিসের ঠিক্—আমি আর তোমার ময়লা মুক্কো কর্‌তে পারবনি—বাস্ আর কিছু কথা আছে। ওঃ ভারী আমার ছোটবাবুর ইয়ার গো!"

চাঁদরায় গৃহমধ্যে ছিল। নারাণের কথাবার্ত্তা সে সমস্তই শুনিতেছিল। কিন্তু তাহার উপর কথা কহিবে কে? সে বহুদিনের ভৃত্য—তাহার উপর চাঁদরায়ের এই অসময়েও সংসারটাকে মাথায় করিয়া সে রাখিয়াছে। নারাণের উপর কথা কহা বড় শক্ত। এক কথা তাহাকে বলিলে দশ কথা সে শুনাইয়া দিবে। সুতরাং চাঁদকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

দেবদাস বলিল—"আচ্ছা মামা তুমি তোমার মণিবকে ভয় কর না?"

গ্রীবা হেলাইয়া নারাণ বলিল—"ভয়! ভয় করি বৈ কি। কিন্তু সে যে কি ভয়, তা' লোকে জানবেক্‌নি। সে ভয় আমার ভালবাসার ভয়! সেই ভয়েই আমি দেশে গিয়ে থাক্‌তে পারিনে। কিন্তু তোমাকে সে কথা ব'লে কি হ'বেক্। তোমাকে কেবল এইটুকু আমি ব'লে রাখ্‌ছি, তোমার ইজ্জতের ভয় থাকে ত মদ খেয়ে এখানে অসামাল হ'বেনি।"

"তাই ত মামা, তুমি আমাকে শাসন করছ দেখ্‌ছি।"

"লক্ষবার কর্‌ছি।"

"কৈ বাড়ীর মালিক ত করে না।"

"দেখ বামুন, আমায় রাগিওনি বল্‌ছি। তা' হ'লে এখানে আসা পর্য্যন্ত তোমার বন্ধ হ'বেক। কেউ আমাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বেনি।"

"ইঃ—তুমিই বাড়ীর কর্ত্তা কি না।"

"হাঁ, আমিই কর্ত্তা। দেখ্‌বেক ?"

"দেখ্‌ব আবার কি ? আমিও গিরীশ উকীলের ভাগ্‌নে—বড় কেউ কেডা নয়—বুঝ্‌লে ?"

"বুঝেছি—এই জন্যেই ছোট-মার তোমার উপর এত্‌ রাগ বটেক্। কিন্তু তাতেও ছোটবাবুর খাত্তিরে তোমায় কিছু বলিনে। আজ আর সে খাতির রাখ্‌বুনি। চ'লে যাও বল্‌ছি বামুন—নইলে অপমান হ'বেক।"

"কি আমাকে অপমান ! সে ময়রা বেটার বাবাও কর্‌তে পারেনি—"

কথাটা বলিয়াই দেবদাস আপনার ভুল বুঝিতে পারিল। ময়রার দোকান হইতে জেলাপী উঠাইয়া লইয়া খাওয়ার কথা নারাণ আদৌ জানিত না। তাহার নিজের দোষের কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল—

"কত দেখ্‌লেম, কারও সাধ্য হ'ল না আমাকে অপমান করে। আর তুই ত চাকর।"

নারাণের আর সহ্য হইল না। দেবদাসের হাতখানা সজোরে ধরিয়া একটান মারিল।

দেবদাস প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"দাদা, দাদা—বৌঠান্—নারাণে চাকর আমাকে মেরে ফেল্লে গো।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুধাপানে চাঁদরায় সেই সবেমাত্র স্বর্গসুখ অনুভব করিবার উদ্যোগ করিতেছিল—এমন সময়ে দেবদাস পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া ডাক দিল—"মেরে ফেল্লে গো।"

চাঁদরায়ের নেশা ছুটিয়া গেল—তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সে কিন্তু দেখিল, দেবদাসের গায়ে একটী আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নাই—নারাণের সম্মুখে অক্ষতভাবে সে দাঁড়াইয়া আছে। বিরক্ত হইয়া চাঁদরায় কহিল—

"ষাঁড়ের মত অমন চেঁচাচ্ছিলে কেন? খুন্ করেছে—কে খুন্ কর্‌লে? বেয়াদব্ কোথাকার!"

চাঁদরায়ের উপস্থিতিতে সাহস পাইয়া দেবদাস কহিল—

"না চাঁদু-দা', নারাণ মামা ঠিক আমায় ঠিকানায় পাঠিয়েছিল, কেবল তুমি এসে পড়েছ ব'লে মরণটা রগ্ ঘেঁসে চ'লে গেছে। এই দেখ না—হাতখানা ফুলে উঠেছে।"

চাঁদরায় একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—

"অমনটা হ'ল কি রকম ক'রে? মরণটা গেল রগ্ ঘেঁসে আর ফুলে উঠ্‌ল শুধু—হাতখানা! দূর বাম্‌না—ভূজ্যিতে পাওয়া বুদ্ধি কি না!"

নারাণও এ কথায় হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতেই সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

চাঁদরায়ের কথার প্রত্যুত্তরে দেবদাস কহিল—

"ও কথা আর আমায় বল্‌তে হয় না চাঁদু-দা'। মামা-মামী দু'জনেই ব'লে—আমার বুদ্ধির ধার ক্ষুরের মত।

"এক হিসাবে ঠিক বলেছে। তা' হ'লে তোর মামার নাপিতের খরচটা বাঁচিয়ে দিচ্ছিস্ বল। যা'কৃগে সে কথা—তুই আবার নারাণের

সঙ্গে চালাকি কর্‌তে গিছ্‌লি কেন—ও বড় শক্ত যায়গা। বেয়াদবিটা ওখানে করিস্‌নে—তা' হ'লে আমি ত আমি, আমার বড়ও তোকে বাঁচাতে পার্‌বে না।"

"দেখনা চাঁদু-দা' খাম্‌কা খাম্‌কা নারাণ মামা আমায় তেড়ে এল। এই মারে ত এই মারে। মেরে ফেলেছিল আর কি ? কেবল বাপের পুণ্যে বেঁচে গেছি। তা' চাঁদু-দা' অমন খুনে চাকরকে তুমি তাড়িয়ে দাও না কেন ? চাকরের আবার ভাবনা। তুমি হুকুম কর্‌লে চাঁদু-দা', ডশো গণ্ডা চাকর আমি এনে দিতে পারি।"

"আরে সাধে বল্‌ছিলেম তোর বুদ্ধিটুকু ভূজ্যিতে পাওয়া। শোন আহাম্মক শোন—নারাণ আমাদের কে, তা'র সঙ্গে আমাদের কেমন সম্বন্ধ—"

সম্বন্ধের কথা বুঝাইবার অবসর চাঁদরায়ের আর ঘটিয়া উঠিল না। নারাণ অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া চাঁদকে বলিল—

"ছোট মা ডাকে—একবার বাড়ীর ভিতর যাওসে।"

চাঁদরায়ের বাড়ীর ভিতরে যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল না—কারণ মদের বোতলটা বাহিরের ঘরে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে আর তাহার ছিপিটাও বোধ হয় খোলা আছে। সুতরাং যাইতে সে নানা ওজর আপত্তি করিল। কিন্তু নারাণচন্দ্র ত ছাড়িবার পাত্র নহে। সুতরাং চাঁদরায়কে বাড়ীর ভিতর যাইতেই হইল।

নারাণকে পাঠাইয়া দিয়া সাগর স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। চাঁদরায়কে দেখিয়াই সাগর বিদ্রূপ করিয়া কহিল—

"এতদিন বাহিরে বাহিরেই তুমি ও তোমার বন্ধুর দল যা ইচ্ছা তাই কর্‌ছিলে। এখন কি ঘরের স্ত্রীকেও সেই দলে যোগ দিতে হ'বে না কি ?"

বিস্ময়াবিষ্ট চাঁদরায় কহিল—"কি রকম ?"

"রকম আবার কি—শুনতে পাচ্ছিলে না, তোমার বন্ধু বাহির থেকেই বৌঠান্, বৌদি ক'লে চেঁচাচ্ছিল। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—এ বার কি আমার পালা ?"

এই কথাটা এমনি ক'রে জিজ্ঞাসা করবার জন্যই আমাকে বাড়ীর ভিতর ডেকে পাঠিয়েছিলে না কি ?"

"না আরও কথা আছে। কিন্তু মনে কর, যদি এই কথার জন্যই ডেকে পাঠিয়ে থাকি—তা'র উত্তরে তুমি কি বলতে চাও ?"

"দেখ ছোট বৌ, বলতে আমি কা'কেও কিছু চাই না—কারণ বলার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে। আমি কি জানি না, আমি কি ছিলাম, আর কি হয়েছি। তা' না হ'লে গিরীশ উকীলের ভাগ্নে দেবদাস এসে আমার বন্ধু হয়! আর তা'র জন্য তুমি কর আমাকে শাসন! খুব হয়েছে। খুবের উপর খুব। এখন চাই শুধু খেতে মদ—চাই শুধু ভুলতে সব—চাই শুধু তোমাদের সংসার থেকে ছুটী নিতে। বস, চাঁদ-রায়ের ইতি—ঐ খানেই।"

সাগর স্বামীকে ডাকিয়াছিল বেশ দুই চারিটা কড়া কথা শুনাইতে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা ত হইল না। স্বামীর কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহার মুখ আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। সাগরের আর বুঝিতে বাকী ছিল কি যে কত দুঃখে, কি জ্বালায় তাহার স্বামীর মুখ দিয়া সে সকল কথা বাহির হইতেছিল। অতীত স্মৃতির ক্ষণ-প্রভা সাগরের হৃদয়াকাশে একবার চমকাইয়া গেল। সে মানস-নয়নে দেখিতে পাইল তাহার দেবতা-স্বামী কোন্ স্থানে মহত্ত্বের আসন পাতিয়া বসিয়াছিল আর এখন কোন্ আবর্জ্জনা স্তূপে পড়িয়াছে। বুক তাহার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মনের অজ্ঞাতে যুক্তকরে সে কহিল—

"হায় ভগবান! কোন্ পাপে আমার দেবতা-স্বামীকে তুমি এমন করলে!"

স্থির দৃষ্টিতে সাগরের দিকে চাহিয়া চাঁদরায় বলিল—

"পাপ তোমার কি আমার, তাই ভাবি সাগর। কিন্তু মাতালের অত কথায় কাজ কি? মদ খেলেই আমি থাকি ভাল—আর কিছু ভাবতে হয় না, আর কিছু মনে পড়ে না। মনে পড়লেও অতীতের স্মৃতি তেমন কষ্ট দেয় না। সব ধোঁয়া হ'য়ে যায়। সে বেশ—যাই মদ খাইগে। মদ খেলে আমি কা'র আর তোয়াক্কা রাখি। মদ হ'ল এখন আমার বন্ধু, মদ খাওয়াতেই এখন আমার শান্তি। চললেম্ আমি মদ খেতে। কর তুমি ব'সে ভ্যান্ ভ্যান্।"

চাঁদরায় চলিয়া যাইতেছিল। সাগর তাহার হাত ধরিয়া বলিল—

"যা' বলতে তোমায় ডেকেছিলাম, তা' আমার এখনো বলা হয় নাই। আমার প্রাণের সকল কথা আজ তোমাকে বলব আমি। তা' তোমায় আজ শুনতে হ'বে—ঘরে এস।

"কেন এখানে বললে কি হয়?"

"তা' বোঝাতে পারব না—কিন্তু ঘরে এস তুমি।"

"দেবু বাইরে ব'সে আছে।"

"থাক্ ব'সে, ইচ্ছা হয় সে চ'লে যেতে পারে।"

আর কোনো কথা না বলিয়া চাঁদরায়ের হস্তধারণ করিয়া সাগর তাহাকে গৃহ-মধ্যে লইয়া গেল। চাঁদ আর কোনো কথাই কহিতে পারিল না। চাঁদ মাতাল হইলেও এখনো তেমন পশু হয় নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহমধ্যে লইয়া যাইয়া স্বামীকে শয্যার উপর বসাইয়া সাগর কহিল·

"আজ তুমি হয় ত এখনো সে জিনিসটা খাও নাই, এখনো তুমি তোমাতে আছ। তাই গোটা কত কথা বল্‌তে চাই,—মন দিয়ে শুন্‌বে কি?"

দেবদাস সেই সময়ে হাঁক দিল—

"চাঁদু-দা, আমি তোমার আশায় কালীঘাটের কুকুরের মত ব'সে আছি। নেমে আস্‌বে কি?"

চাঁদ তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু নারাণ তাহাকে শুনাইয়া দিল যে তাহার প্রভুর বাটী কালীঘাট নহে। সুতরাং অনায়াসে সে চলিয়া যাইতে পারে।

দেবদাস তথাপি মাটী কাম্‌ড়াইয়া বসিয়া রহিল। চাঁদরায়ের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যে সাজিয়া গুজিয়া আসিয়াছে, সে যত বড় মূর্খ ই হউক না কেন চাঁদরায়কে যে সহজে ছাড়িবে না, তাহা একপ্রকার স্থির। বিনা নিমন্ত্রণে লোকের বাড়ীতে যাইয়া যে জুতা খায়, ময়রার দোকান হইতে জেলাপী আত্মসাৎ করিয়া পথের মাঝে দাঁড়াইয়া যে গালি খায়, চারিটা দেওয়ালের মধ্যে থাকিয়া নারাণের ভর্ৎসনা হজম করা তাহার পক্ষে আর কষ্টসাধ্য কি? নারাণের উদ্দেশেই দেবদাস আবার কহিল—

"তা' একটু বসিই না হয়। নারাণ মামা তামুক একটু খাওয়াতে হ্‌বে।"

নারাণ বিরক্ত হইয়া বলিল—

"ছোটবাবু এখন নীচে নাম্‌তে পার্‌বেক্‌নি, তেনার কাজ আছেক্‌"

তুমি ব'সে কি করবে ঠাকুর? আর তা' ছাড়া ঘরে দোরে ঝাঁটপাট দেব এখনি আমি। তুমি তোমার ঘরে যাও না বাপু।"

"ঘরে যেতে এখন মন চাইছে না যে নারাণ মামা।"

"তা' না চায় না চাকগে বাপু। তুমি ঐ গাছতলায় গিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সগে। তা'তে আমার বল্‌বার কিচ্ছুই থাক্‌বেনি।"

"আচ্ছা, তুমি যখন রাগ করছ নারাণ মামা, তখন ঐ গাছতলায় গিয়েই না হয় বসা গেল। তা' এক ছিলিম্ দা-কাষ্ঠ দাও। ব'সে ব'সে কাশিগে আর চাঁদ-দা'র নাম জপ্ করিগে।"

"গেরোস্তর ও জিনিষটা এখন বাড়ন্ত।"

"আচ্ছা দুটো বিঁড়িই না হয় দাও।"

বিরক্তির স্বরে নারাণ কহিল—

"এ ত ভ্যালা আপদেই পড়া গেল গো! মিষ্টি কথায় বল্‌ছি, তুমি এখান থেকে যাও বাপু, তা' তুমি কিছুতেই শুনছ না বটেক্।"

নারাণের মুখভঙ্গী দেখিয়া ও তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দেবদাস সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে আর সাহস করিল না। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—"জানি তোমাকে নারাণ মামা। আমার সুখ ঐশ্বয্যি তুমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পার না।"

বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া নারাণের সহিত দেবদাসের এত কথা হইতেছিল কিন্তু চাঁদরায় তাহা শুনিতে পায় নাই। শুনিলে হয়ত সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইত এবং গৃহাগত দেবদাসের পক্ষাবলম্বন করিয়া নারাণকে একটু ভৎসনাও করিত। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়। নারাণের হস্তে দেবদাসের লাঞ্ছনার বিষয় চাঁদরায় যে একেবারে অনবগত ছিল, তাহাও ত নহে। তাহা জানিয়া এবং স্বকর্ণে শুনিয়াই বা নারাণকে সে বিশেষ কি বলিতে পারিয়াছিল! মোটকথা নারাণকে কিছু বলা

নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সে বহুদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য—অন্নময়ের বন্ধু। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা চাঁদরায়ের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য্য যে নারাণ একটু বেশী রকমের বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছিল। তবে একটা কথা—লোকটা দেবদাস না হইয়া যদি আর কোনো সম্ভ্রান্ত লোক হইত, তাহা হইলে নারাণ এমনটা করিতে সাহস করিত কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

যাহাহউক দেবদাস ত নারাণচন্দ্রের উৎপাত উপদ্রবে বাটীর বাহির হইয়া গেল। চাঁদরায় তখন করিতেছিল কি—মদ্যপান না নাসিকা গর্জ্জন?

সাগরের সম্মুখে চাঁদ যেমন বসিয়াছিল, তেমনিই বসিয়া আছে। সাগর তখন বলিতেছে—

"আমি তোমার স্ত্রী, ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ—বিশেষ অপরাধ না দেখ্‌লে তুমি আমায় ত্যাগ কর্‌তে পার না। তুমি বুঝিয়ে বল আমায়, কি অপরাধে আমি তোমার চক্ষুশূল হয়েছি, সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছি? আর অপরাধই যদি ক'রে থাকি, তা' হ'লেও ত তুমি শাসন কর্‌তে পার্‌তে। তা' না ক'রে পর ক'রে দিতে উদ্যত হয়েছে কেন—তত আদরের আমি তোমার, আজ এত দূরে দূরে ফেলে রেখেছ কেন? বল, চুপ্ ক'রে রইলে যে?"

সাগরের দিকে একবার চাহিয়া আপন হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত চাঁদরায় দেখিয়া লইল। কিন্তু সাগরের দোষটা যে কি, তাহার হিসাব ত সেখানে সে পাইল না। সাগর অভিমানিনী, এই যাহা কিছু তাহার অপরাধ। কিন্তু কোন্ পতি-সোহাগিনী অভিমানিনী নহে? চাঁদরায় পরার্থপর হইয়া নিজের ও সাগরিকার কি সর্ব্বনাশটাই না করিয়াছে। তেমন অবস্থায় সাগর দশ কথা না কহিবেই বা কেন? সে তাহার স্বামীর মঙ্গলার্থেই স্বামীকে গোটা কত শক্ত কথা বলিয়াছিল। এই

কি তাহার যত অপরাধ? ভাল, সে অপরাধের জন্য সাগরের ত যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। অনশন, অর্দ্ধাশন, কদন্নভক্ষণ, চীরপরিধান, মনঃপীড়া, লাঞ্ছনা, অপমান তাহার ত কিছুই বাকী নাই। সাগর তথাপি একদিনের জন্যও তাহার পিত্রালয়ে যায় নাই, পতির যাহাতে নিন্দা হয় এমন কাজ করে নাই, তেমন কথা একটী বারও মুখে আনে নাই। এমন সাগর চাঁদরায়ের। সেই সাগরকে চাঁদ এমন মর্ম্মবেদনা দিয়াছে; সেই সাগর আজ সাধিয়া সাধিয়া পায়ে ধরিয়া স্বামীকে বলিতেছে—"ওগো তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তুমি ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই।"

চাঁদ এই সকল কথাই মনে মনে ভাবিতেছিল। বহুকালের পর চাঁদ আজ এমন ভাবনা ভাবিবার অবসর পাইয়াছে; সুতরাং সেই ভাবনায় সে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। সাগরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া—তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইল না।

সাগর আবার বলিল—

"চুপ্ ক'রে রইলে কেন? অপরাধ ক'রে থাকি, গলবস্ত্র হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি যা' ছিলে, আবার তাই হও। সকল দুঃখ কষ্ট আমি ভুলে যা'ব! কাজ কি আমাদের ধন দৌলতে, কাজ কি আমাদের মান সম্ভ্রমে। দুইটা পেট বৈত নয়। যেমন ক'রে হ'ক চ'লে যা'বে। মানুষের সঙ্গে এত ঝগড়া না ক'রে ভগবানের শরণাপন্ন হ'লে একটা কাজের মত কাজ হ'বে। এখন থেকে তা'ই কর্ব্ব আমি। বল এখন, প্রাণ থেকে তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ কি না।"

খুব শক্ত কথা বলিবে বলিয়াই সাগর তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু কথা কহিতে কহিতেই কথার সুর সে ঘুরাইয়া লইল। তাহার এ সুবুদ্ধি ভগবানের দান। এ সুরে মন্ত্র-শক্তি ছিল—

তাহাতে চাঁদরায় মুগ্ধ হইয়া গেল। অতি কোমলভাবে সাগরের হস্ত ধারণ করিয়া অতি করুণ স্বরে চাঁদ ডাকিল—"সাগর।"

সাগর ধীরে ধীরে স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিল। তাহার আর কথা কহিবার শক্তি ছিল না। আজ কত কাল পরে পতি-পত্নীর আবার এই সুখ-সম্মিলন। সাগর কথা কহিবে কেমন করিয়া—তাহার চক্ষে অশ্রু-প্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছিল। কণ্ঠলগ্না সাগরকে চাঁদরায় কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শৈলজা আসিয়া ডাকিল—"ছোট বৌ কোথা গা ?"

স্বামীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সাগর দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। চাঁদরায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"এমন সাগরকে আমি এত দূরে রাখিয়াছিলাম কি করিয়া! ছিঃ—আর আমি মদ খাব না।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

শোভার আজ বিবাহ। সেই উপলক্ষেই শৈলজা সাগরকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল। বিবাহ সম্বন্ধে কোনো সংবাদই চাঁদরায় ইতিপূর্ব্বে তাহার অগ্রজের মুখে শুনে নাই। যাহা কিছু সে শুনিল, তাহা বিবাহের পূর্ব্বদিন। ভবেশ আসিয়া বলিয়া গেল—বিবাহটা ভারী তাড়াতাড়ি হইতেছে। বিবাহের রাত্রে উপস্থিত থাকিয়া চাঁদ যেন খুল্লতাতের কর্ত্তব্য পালন করে।

লক্ষ্মীকান্তের পুত্রের সহিত শোভারাণীর বিবাহ হইতেছে, শুনিয়া চাঁদ যা'রপরনাই বিস্মিত হইল। এই সম্বন্ধের কথা লইয়া তাহাদের মধ্যে কত কাণ্ডই না হইয়া গিয়াছে। সকল কথাই একে একে তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাকা ঘুঁটি সে কাঁচাইয়া দেয়। কিন্তু সাগর তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিল। সে বলিল—"তা' হ'তেই পারে না। যা'র যেমন ইচ্ছা, সে তাই করবে। তা'তে কথা বলবার কা'রও অধিকার নাই। বিশেষ আমাদের লুকাইয়া যখন এ কাজ হয়েছে, তখন তা' নিয়ে বাদানুবাদ ক'রবার আমাদের আবশ্যক কি ?"

চাঁদরায়ও কি একটা বুঝিয়া থামিয়া গেল। বিবাহ সম্বন্ধে কোনো 'উচ্চবাচ্যই" সে আর করিল না। বিবাহবাটীতে স্বামী-স্ত্রী যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া ভবেশ ও শৈলজার তুষ্টি সাধন করিল। কিন্তু তাহাতে 'কর্ত্তব্যপালন হইয়াছিল কি না, সে কথা ভগবানই বলিতে পারেন। শোভা, খুল্লতাতের বড় আদরের। তাহার মুখ চাহিয়াই চাঁদরায়কে আজ গায়ের রাগ গায়ে মারিতে হইল। তেমনটা না হইলে বিবাহবাটীতে চাঁদরায়কে হয়ত আজ কেহ দেখিতে পাইত না।

বিবাহটা খুব ধুম-ধামের। লোকজন নিমন্ত্রিত হইয়াছে বিস্তর। খরচ পত্রও হইয়াছে যথেষ্ট। হাল ফ্যাসানে বিবাহ-সভা সজ্জিত করিতে—'ডায়াস্' ও রং করা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ঠিকাদারের উদর পূর্ণ করিতেও ব্যয় নিতান্ত অল্প হয় নাই। তাহার উপর আহারাদির 'রকম' আছে, অন্যান্য বাজে খরচের 'বহর' আছে। কিন্তু এ সকল ত হইল 'ফাউ'। আসল জিনিসটা হইতেছে পাত্রের 'ফিজ'—দর্শনীর টাকা। সেটা ত বিরাট ব্যাপার। সর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়া সে 'ফিজ' ভবেশ সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু কয়েকজন সম্পদের বন্ধুর প্ররোচনায় ও

পত্নীর পরামর্শে ভবেশকে হিসাবের অধিক খরচ করিতে হইয়াছিল। অতিরিক্ত ব্যয় হইয়া যাওয়ায় তহবিল শূন্য হইয়া পড়িল। পাত্রের 'ফিজ্' তখন দেওয়া যায় কেমন করিয়া? ভবেশ একটু ফাঁপরে পড়িয়া গেল। এমন সময়ে পণের টাকা যোগাড় করে সে কোথা হইতে?

ভবেশের এক বন্ধু বলিল—"তা'র জন্য আর চিন্তা কি? টাকাটার যোগাড় আমি ক'রে দিব।"

ভবেশ একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু আজিকার দিনে সে বন্ধু কোথায়? বহু অনুসন্ধান করিয়াও ভবেশ তাহার দর্শন পাইল না। ভবেশ এখন করে কি? 'ফিজ্' না পাইলে ডাক্তার, উকীলই কাজ করিতে চাহে না। আর এ ত বর—ভবেশের চৌদ্দ-পুরুষকে উদ্ধার করিবে।

এ ক্ষেত্রে টাকার যোগাড় না থাকিলে ত কোনো উপায়ই নাই। টাকার ভাবনায় ভবেশ অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল—শৈলজার হাতে ত টাকা আছে। কোথাও কিছু না পাইলে সে কি আর চুপ্ করিয়া থাকিবে। ভবেশ ভাবিল—সে যেমন শোভার পিতা, শৈলজাও ত তাহার মাতা। বিপদের সময় শৈলজা কি টাকা বাহির না করিয়া দিয়া স্থির থাকিতে পারিবে?

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—আরও একবার ত সে শৈলজার নিকট হাত পাতিয়াছিল। কৈ শৈলজা ত তাহাতে ঘাড় পাতে নাই। কথাটা মনে হইতেই তাহার প্রাণের কবাট যেন নিরাশার দম্‌কা বাতাসে রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহাতে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ওঃ সে কি যাতনা! ভবেশ কেবলই ভাবিতে লাগিল—প্রাণ যায় ক্ষতি নাই। কিন্তু টাকা যোগাড় করিতে না পারিলে যে মান থাকিবে না। সে যে মৃত্যুরও অধিক। ভবেশ অভিমানী—বৃথাভিমানী; এরূপ অবস্থায় লোকের কাছে সে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া।

সানাইওয়ালা তখন সাহানার আলাপ করিতেছিল। ভবেশ একবার ভাবিল—ছুটিয়া গিয়া তাহার সানাইটা মুচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। আবার ভাবিল—মেয়েটার গলা টিপিয়া সে মারিয়া ফেলে। তাহা হইলেই সকল আপদ এক কথায় মিটিয়া যাইবে। কিন্তু দুইটার একটাও সে করিতে পারিল না। করিবার সাধ্য কি? সংসারের মায়াই ত সংসারের বন্ধন।

ঘটা করিয়া কন্যার বিবাহ দিবার যাহার তত সাধ, তত চেষ্টা। অর্থাভাবে তাহার মনের অবস্থা এমনই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিবাহ বাটীতে আনন্দের তুফান ছুটিয়াছে। তাহার মাঝে নিরানন্দ শুধু ভবেশ—কন্যাকর্ত্তা। আর সে ভাবিতে পারিল না—ভাবিবার তাহার আর শক্তি নাই। সে স্থির করিয়া রাখিল—টাকার জন্য গৃহিণীকেই অবশেষে সে চাপিয়া ধরিবে। তাহা ভিন্ন মান রক্ষার আর উপায় কি?

বাবুকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সানাইওয়ালা ভাবিল—বাবু ভারী সমজ্‌দার। উৎসাহিত হইয়া দরবারি কানাড়া, কাফি-সিন্ধু, মুলতান, বারোঁয়া, ইমন্‌কল্যাণ প্রভৃতি সুর সে আলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু বাবুর তাহাতে সমাধি ভঙ্গ হইল না। বখ্‌সিশের আশা সানাই ওয়ালাকে ত তখন ত্যাগ করিতেই হইল, উপরন্তু ভাবিল—এত বড় বোকা-বাবু জীবনে সে কখনো দেখে নাই।

ভবেশ-গৃহিণী এ কথাটা অবশ্য মনে মনে ভাবিয়া, আর বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে মুখেও প্রকাশ করে। সামান্য সানাইওয়ালাও আজ সেই মতের পক্ষপাতী হইয়াছে। হায় ভবেশ! তোমার অদৃষ্টে না জানি আরও কত কি আছে!

———

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঘটার বর—'রোস্‌নাই' করিয়া, বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। সেই বাদ্য-ধ্বনিতে এখন ভবেশের বুক কাঁপিয়া উঠিল - সে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। সময়ে মানুষের এমনই হয়।

বর বরের আসন গ্রহণ করিলে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের তরফ হইতে নানাবর্ণের বিজ্ঞাপনী কাগজ বিলাইবার ঘটা পড়িয়া গেল। এ বিজ্ঞাপন অর্থে বিবাহের পদ্য। চৌদ্দ গণিয়া পদ্য না লিখিলে আজকাল বিবাহ বোধ হয় অসিদ্ধ হয়। অথচ এ যুগটা পূর্ব্বকালের মত কবিতার যুগ নহে; কবিতার এখন আর তেমন আদর নাই। কাব্য একালে তেমন জমেও না আর বিকায়ও না। তথাপি দেখা যাইতেছে, জন্মোপলক্ষে কবিতা, অন্নপ্রাশনে কবিতা, মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা, শ্রাদ্ধেও কবিতা। কাব্য-রসের সহিত গব্যরস মিশ্রিত হইলে সে কাব্য অনেকের ভাল লাগে বটে; কিন্তু তাহাতে পরিপাকের বিঘ্ন ঘটে। সেই কারণেই বা একালে মানুষের কাব্য তেমন হজম্ হইতেছে না। বদ্‌হজমেই বা এখন কাব্যের প্রভাব কমিতেছে।

বিবাহের কবিতা কেহ পাঠ করুক্ বা না করুক্, কাগজ সকলেই সংগ্রহ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে 'তামাক দে রে', 'পান দাও', 'সিগারেট্ দাও', 'সরবৎ কৈ', 'বরফ্ বরফ্' প্রভৃতি শব্দে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

এত গোলমালের মধ্যে কন্যাকর্ত্তা ভবেশকে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। ভবেশ তখন শৈলজার তোষামোদ করিতেছিল। তোষামোদটা অবশ্য টাকার জন্য।

ভবেশ কহিল—

"কি হ'বে গিন্নী ?"

মুখখানা একরকম করিয়া শৈলজা বলিল—

"আমি তা'র কি জানি। টাকা ধার ক'রে এনে তুমি খরচ কর্‌লে নবাবী রকমে। এখন কি হ'বে, না হ'বে তা'র আমি কি জানি ?"

"বলি; মেয়ে ত তোমারও বটে। কিছু টাকা দাও না—নইলে যে বর তুলে নিয়ে যাবে।"

"তা'ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছি। যেমন বরাত নিয়ে এসেছিলাম, তেমনই হ'বে ত। যাই হোক, টাকা আমার কাছে নাই। এ কথাটা বেশ পরিষ্কার ক'রে জেনে রেখো।"

"কেন টাকা ত ছিল তোমার কাছে।"

"হাঁ ছিল, কিন্তু দাদার হাতে দিয়েছি সুদে খাটিয়ে দিবেন বলে।"

"কৈ সে কথা ত আমাকে একবারও বল নাই। যা'ক্ তর্ক কর্‌তে চাই না—কথা বাড়াতে চাই না। নগদ টাকা না থাকে, তোমার কিছু গহনা দাও। তাই দিয়েই না হয় এখন মান বাঁচাই।"

"গয়নাও দাদার কাছে। তিনি বলেন, এখানে থাক্‌লে সেগুলো চুরী হ'য়ে যেতে পারে।"

"হুঁ, কাজ খুব এগিয়ে রেখেছ দেখ্‌ছি। তা' বেশ করেছ। এখন তোমার ভাইকে বল টাকা ও গয়নাগুলি বার ক'রে আন্‌তে। তিনি ত এইখানেই উপস্থিত আছেন।"

ভবেশ এইবার একটু উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু কাজ তাহাতে বড় বেশী কিছু হইল না। শৈলজা কি সহজ স্ত্রীলোক !

শৈলজাও গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে কহিল—

"দেখ অত চ'খ রাঙ্গিও না আমায়। মেয়ে তোমার—বিয়ে দিতে

হয় দেবে, না দিতে হয় না দেবে। তা'তে লোক-লজ্জা আমারি নাই। আমি মেয়ের মা। টাকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের? তুমি দেবে, আমি খরচ করব। কোন্ লজ্জায় তুমি আমার কাছে টাকা চাও, বলত?"

এই দারুণ বিপদের সময় স্ত্রীর মুখে এই ভাবের কথা শুনিয়া ভবেশ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। চিরকাল শৈলজা স্বামীর মুখে লাগাম লাগাইয়া আপন ইচ্ছামত তাহাকে চালাইয়া আসিয়াছে; আজ স্বামীর শাসন সে মানিবে কেন? কাজেই ভবেশকে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে হইল। নরমসুরে ভবেশ বলিল—

"দেখ গা, শোভার যা'তে একটা ভাল যায়গায় বিয়ে হয়, তা'র চেষ্টা ত তুমিও করেছিলে। তা' যদি জুটল, তবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ কেন?"

"মেয়ের যা'তে ভাল যায়গায় বিয়ে হয়, তা'র চেষ্টা যদি ক'রে থাকি, সেটা ত কর্ত্তব্য কাজই করেছি। কোন মায়ের তা' আর হচ্ছে না হয়। কিন্তু টাকা যোগাড় ক'রে মেয়ের বিয়ে দেওয়া ত আমার কাজ নয়। বিশেষ টাকা যখন আমার হাতে কিছুই নাই। হায়, হায় এমন বরাতও ক'রে এসেছিলাম। আজ মেয়ের বিয়ে দিতে ব'সে কি না গোড়াতেই চ'খের জল ফেল্‌তে হ'ল।"

গর্জ্জনের পরেই বর্ষণ আরম্ভ হইল। ভবেশ তাহাতে অস্থির হইয়া পড়িল।

শৈলজাকে চিনিতে ভবেশের আজ আর বাকি রহিল না। কিন্তু তখন চিনিয়া সে আর করিবে কি? আপন অদৃষ্টকে ভবেশ ধিক্কার দিতে লাগিল। পত্নীর তুষ্টি-সাধনার্থে ও বিলাস-সুখ-বর্দ্ধনার্থে প্রাণাধিক সহোদরকে যে, সে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহার জন্য তাহার অনুতাপের সীমা রহিল না। চাঁদ কি তাহার সহজ ভাই?

লক্ষণের তুল্য অনুজ সে। ভবেশের সুখ-সৌকর্য্যার্থে চাঁদ না করিয়াছে কি? আপন সুখ, আপন স্বার্থের দিকে একবারও ত সে ফিরিয়াও দেখে নাই। সেই ভাইকে সে পথের ভিখারী করিয়াছে, পয়সা দিয়া মাতাল তৈয়ারী করিয়াছে, যাহাতে সে শীঘ্র শীঘ্র উৎসন্ন যায়, তাহার ব্যবস্থা সে করিয়া দিয়াছে। সকল কথা বুঝিতে পারিয়াও চাঁদ, দাদার মুখের উপর একটী কথাও কহে নাই। আজ সকল কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখন মনে পড়ায় আর লাভ কি? ভবেশ স্ত্রীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শৈলজার গর্জ্জন ও বর্ষণের ভয়ে ভবেশকে পলাইতে হইল। বাহিরে তখন ভারী গোল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মীকান্ত যদিও বরের পিতা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বরকর্ত্তা হইল গিরীশ উকীল। সেই গিরীশ, চাঁদরায়ের উপর দারুণ বিরক্ত। গিরীশ যখন শুনিল, ভবেশ ও চাঁদরায়ের একটা 'আপোস্' হইয়া গিয়াছে, চাঁদ এখন তাহার অগ্রজের সহিত একমত হইয়া সে স্থানে অবস্থান করিতেছে, তখন তাহার ক্রোধ ও বিরক্তির আর সীমা রহিল না। প্রতিহিংসা-পরায়ণ গিরীশ ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল—এইবার সে চাঁদরায়কে বুঝাইবে গিরীশ কি দরের লোক। গিরীশের গুণধর ভাগিনেয় দেবদাস, নারাণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর হইতে, চাঁদরায়ের উপর গিরীশ উকীলের ক্রোধটা এত অধিক হইয়াছে।

প্রতিশোধটা বেশ ভাল করিয়া লইবে বলিয়া গিরীশ আজ দেবদাসের মারফতে চাঁদরায়কে জিজ্ঞাসা করিল—কন্যাকর্ত্তা কোথায় এবং সভাস্থলে তাঁহাকে দেখিতেই বা, পাওয়া যাইতেছে না কেন ?"

চাঁদ একটু হাসিয়া বলিল—

"তাইত দেবু তোমাকেই আজ বরকর্ত্তা দেখ্‌ছি যে !"

দেবদাস আজ বেশ সাজিয়া আসিয়াছিল। কোঁচার টেপটি বাঁম হস্তে ধরিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—

"নারাণে শালা আজ একবার দেখে যাক্‌না কেন, আমি লোক্‌টা কে ?"

চাঁদের ইচ্ছা হইতেছিল,—বক্তার মুখখানা ঘুষা নামক পদার্থের সাহায্যে বিকৃত করিয়া দেয়। কিন্তু ঘটনাচক্রের অধীন হইয়া চাঁদ অবশ্য তাহা করিতে পারিল না। কাজেই 'ছোটমুখে বড়কথা' বলিয়া সে মন্তব্য প্রকাশ করিল মাত্র।

রাগটা কিন্তু মনে মনে সাম্‌লাইয়া লইয়া চাঁদ বলিল—

"হাঁ হে দেবু, মামাকে শালা বল্‌লে কি রকম। তোমার যে এমন বিদ্যা হয়েছে, সে কথা গিরীশ বাবু জানেন না কি ?"

দেবু একটু গোলে পড়িয়া গেল। এখন সে ভাবিয়া দেখিল নারাণকে গালি দিতে যাইয়া আপনার মাতুলকে পর্য্যন্ত সে গালি দিয়া বসিয়া আছে। কথাটা মনে হইবামাত্র মাতুলের দিকে একবার চাহিয়া তাহার কেমন একটা ভয় হইল। পাছে তাহার মাতুল সে কথাটা শুনিয়া ফেলে, সেই ভয়ে ভীত হইয়া দেবদাস ইঙ্গিত করিয়া চাঁদরায়কে একটু দূরে ডাকিয়া আনিয়া চাপা গলায় কহিল—

"তুমি সব গোল কর কেন চাঁদু-দা'। উনি হ'লেন আমার সহোদর মামা ; ওঁকে কি শালা বল্‌তে পারি। বিশেষ ওঁরই যখন খাই আর ওঁরই যখন পরি। দেখ চাঁদু-দা', একথাটা যেন মামার কাণে না ওঠে।"

ছেলেমানুষ আমি, ভুলে বোধ হয় নারাণ মামাকে কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি।"

দেবদাসের ভাষাজ্ঞান যে কিরূপ, তাহা জানিতে চাঁদরায়ের অবশ্য বাকী ছিল না। তথাপি বিদ্রূপ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—

"সহোদর-মাতুল কি পদার্থ হে?"

"কেন, সহোদর হ'ল আপন; আর মাতুল হ'ল মামা। অর্থাৎ মানে হ'ল কি না আপন মামা। এঃ—এটাও বুঝি জান না চাঁদু-দা'? তবে তুমি খবরের কাগজে কি লেখা লিখ্‌তে গো? তা'র চেয়ে ত আমি ভাল দেখ্‌ছি! তবু মামা ব'লে থাকেন—আমি মুখ্যু। হায় রে কপাল!"

এই সময়ে বিবাহ-সভায় একটা ভারী গোল উঠিল। গোল তুলিবার কর্ত্তা বরকর্ত্তা স্বয়ং—লক্ষ্মীকান্ত।

লক্ষ্মীকান্ত বলিতেছে—"দানে যে নগদ টাকাটা দিবার কথা ছিল, সেটা দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? টাকাটা আমানত না কর্‌লে ত বিবাহ হ'তে পারে না।"

গিরীশ উকীল কোনো কথাতেই কথা কহে নাই। চুপ্ করিয়া একটা পাশে বসিয়া খেলো হুঁকায় সে ধূমপান করিতেছিল। লক্ষ্মীকান্ত ও অন্যান্য লোকের কাণে গুরুমন্ত্র দিতেছিল অবশ্য সেই। কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই সে কহিতেছিল না। পাকা ওকালতী ত ঐখানেই। গোলটা ক্রমে বড় বেশী হইয়া উঠিল। সে গোলের কথা যখন অন্দরে পৌঁছাইল—কন্যার পিতা ত পূর্ব্ব হইতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল; এইবার কন্যার মাতাও চক্ষে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু এখন সে কি করিতে পারে! তাহার যথাসর্ব্বস্ব তাহার সহোদরের হস্তে। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার শুভানুধ্যায়ী ভাইকে এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

গোলটা ক্রমেই বেশ পাকিয়া উঠিল। শেষে রব উঠিল—বরকর্ত্তা বর উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। সে রবে ভবেশের বুক কাঁপিয়া উঠিল; শৈলজা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। সাগর তাহার হস্তে এয়োতির চিহ্নটুকু রাখিয়া চুড়ী কয়গাছি খুলিয়া দিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তাহার মূল্যই বা কত!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দারুণ বিপদে পড়িয়া তখন শৈলজাও তাহার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিতে স্বীকার করিল। কিন্তু তাহাতেও ত দেয় টাকার জের মিটে না। নিরুপায় হইয়া ভবেশ গললগ্নীকৃতবাসে লক্ষীকান্তকে কহিল—

"লক্ষীকান্ত বাবু, আজকার রাত্রের মত এইসব অলঙ্কারগুলি নিয়ে কন্যাদায় থেকে আমায় উদ্ধার করুন, আগামী কাল যেমন ক'রে পারি, আপনার সমস্ত টাকা আমি শোধ ক'র্‌ব।"

লক্ষীকান্ত গম্ভীরভাবে বলিল—

"বটে, এতদিনে যা' যোগাড় হ'ল না, তা' আগামী কাল একদিনেই যোগাড় হ'বে? ছাঁদ্‌নাতলাটা একবার পার কর্‌তে পার্‌লে হয়, তা'রপর আমাকে কলা দেখাবেন—এই ত? এতটা বোকা আমি নই ম'শয়।"

ভবেশ কাতরভাবে কহিল—

"কেন, ক'নের অলঙ্কার ছাড়াও ত আরো কিছু রাখ্‌ছি বেয়াই।"

"ও ভারী অলঙ্কার! তা'ও আবার গিল্‌টী কি না যাচা'তে হ'বে। না ম'শয়, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। এখন যা' দেবার কথা ছিল, হয় সেটা দিন, না হয় আমরা পথ দেখি।"

চাঁদ আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার বিস্তৃত চক্ষু বিস্তার করিয়া সে কহিল—

"কি পথটা দেখা হ'বে লক্ষ্মীকান্ত বাবু? আপনি তা' হ'লে বল্‌তে চাচ্ছেন যে এ বিয়ে হ'বে না—বর তুলে নিয়ে যা'বেন। কেমন এই ত?"

"হাঁ—তা' বৈ আর কি? পাওনা থোওনার গোড়াতেই যখন এই গোল, তখন এখানে কুটুম কুটুম্বিতা না করাই ভাল।"

"আপনি তা' হ'লে ভদ্দর লোকের জাত্ মার্‌তে চান্। কি গিরীশ বাবু, আপনারও কি এই মতেই মত?"

থেলো হুঁকাটা দুই একবার খুব জোরে টানিয়া গিরীশ কহিল—

"আমি ত বাপু, কোনো কথাতেই নাই। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হচ্ছে। তা'তে আমাকে ধরে' টানাটানি কেন বাপু?"

চাঁদ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—

"দেখুন গিরীশ বাবু, আমি উকীল না হ'তে পারি; কিন্তু আমার বুদ্ধি আপনার অপেক্ষা নিতান্ত অল্প নয়। আপনি বুঝা'তে চান, বরকর্ত্তার ঐ কর্ত্তৃত্ব আপনার অজ্ঞাতে হচ্ছে?"

"হাঁ ঠিক্ তাই।"

"ভাল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সেটা বিশ্বাস কর্‌তে পারলেম না।"

"কি, আমাকে এত অশ্রদ্ধা কর্‌তে সাহস কর?"

"এই যে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। ঐ মূর্ত্তিটা দে'খ্‌বার জন্যই ত আমি এত চেষ্টা কর্‌ছিলাম্।"

চাঁদের কথায় ভবেশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল—

"তুই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা চেঁদো। তুই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছিস্।"

চাঁদ, ভবেশের দিকে অতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া একবার শুধু ডাকিল—"দাদা!"

ভবেশ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া গিরীশকে বলিল—

"আপনি ত স্বচক্ষে দেখ্‌ছেন গিরীশ বাবু ভাই আমার কেমন শত্রু। এতেও কি আপনার দয়া হ'বে না?"

দেবদাস সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল—

"ওঁর ভাই কর্‌বে মামা বাবুর অপমান, আবার কর্‌তে হবে ওঁকে দয়া। ওঃ—ভারী ত দয়ারে! ভারী ত চাঁদরায় রে।"

চাঁদ তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল—

"চুপ্ বেয়াদব, নিমক্‌হারাম, হাড়ি ডোমের বিষ্ঠা, মুর্দ্দাফরাসের পয়জার।"

চাঁদের এই কাণ্ডে প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বিবাহ-সভায় ভারী গোল উঠিল। সেই গোলের মধ্যে শুনা গেল—বর পলাইয়াছে। ভবেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—বাড়ীর ভিতর একটা কান্না গোল উঠিল।

চাঁদ, নারাণকে ডাকিয়া রুক্ষভাবে বলিল—

"দে দরজায় চাবী। বর পালিয়েছে পালাক্। কিন্তু বরকর্ত্তা কি বরযাত্রী যেন একজনও না বাড়ীর বা'র হ'তে পারে। নরেনের যে ক'জন ভোজপুরে দারোয়ান এসেছে, সব ক'জনকে ফটকে দাঁড় করিয়ে দে। যা' দেখছিস্ কি?"

নারাণ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু ছোটবাবুর হুকুম—তাহাকে প্রতিপালন করিতেই হইল। সে যে সিংহের মত দুর্দ্দান্ত।

ফটকে চাবি-তালা পড়িলেও ভোজপুরিয়ারা সারি দিয়া দাঁড়াইলে নরেনকে ডাকিয়া চাঁদ বলিল—

"কেমন নরেন, তোমার সঙ্গে একটু পূর্ব্বে যে কথা আমি করেছিলাম, যে প্রস্তাব আমি করেছিলাম, তুমি তা'তে রাজী ?"

নরেন হাসিয়া কহিল—

"এতদিনের পর তুমি কি আমাকে নূতন ক'রে পরীক্ষা কর্‌ছ না কি চাঁদু-দা' ?"

"না হে! কাজ আরম্ভ কর্‌বার আগে তবু একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া ভাল। দরিদ্র ব্যক্তি আমি, কি জানি কথাটা যদি ভেসেই যায়।"

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে নরেন কহিল—

"দরিদ্র তুমি! দারিদ্র্যই তোমার শক্তি—দারিদ্র্যেই যে তোমার প্রতাপ ভাই। যা'র মন মুখ এক, কথা কাজ এক, পরের জন্য যা'র প্রাণ কাঁদে, করুণা সহানুভূতিতে যা'র প্রাণ গ'লে যায়, পরার্থে যে স্বার্থটাকে মুছে ফেল্‌তে পারে; যা'র হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পরশ্রী-কাতরতা নাই; সুখে যে বিগতস্পৃহ, দুঃখে যে অচঞ্চল, সম্পদে যে নিরহঙ্কার; যা'র বন্ধুবাৎসল্য অকৃত্রিম, শরণাগতকে রক্ষা করা যা'র ধর্ম্ম, শান্তি নষ্ট যা'র কিছুতেই হয় না, সে আবার দরিদ্র কিসে! সে ত রাজাধিরাজ। ভাল বলেছ ভাইরে, তুমি দরিদ্রই বটে! তোমার মত প্রাণ নিয়ে দরিদ্র হ'তে পারলে দারিদ্র্যে সুখ আছে, গৌরব আছে—দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হওয়া যায়। আর—"

"থাক্—আর। বক্তৃতা ত যথেষ্ট কর্‌লে। এখন আমার দাদার জাতটা রক্ষা কর। লক্ষ্মীকান্ত বাবু ত গিরীশ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কবুল জবাব দিয়াছেন, এ কাজ তিনি কিছুতেই কর্‌তে পারবেন না।"

বর যখন পলাতক হইয়াছে, তখন বরকর্ত্তা ও বরযাত্রীও যে সঙ্গে

সঙ্গে পলায়ন করিত, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু নরেন্দ্রের বক্তৃতার ঘটা দেখিয়া তাহাদের সকলকে দাঁড়াইয়া যাইতে হইয়াছিল। চমৎকৃত হইয়া কৌতুহল বশে তাহারা কেহই স্থান ত্যাগ করিতে পারে নাই। ভবেশেরও সেই অবস্থা। নতুবা সহোদরের প্রতি সে যেরূপ রাগিয়াছিল, তাহাতে হয়ত সে তাহাকে মারিয়াই গুঁড়া করিয়া দিত।

বরযাত্রীগণের পলাইবার উপায়ও ছিল না। ফটকে ত চাঁদের আদেশে চাবি-তালা পড়িয়া গিয়াছে। নরেন এখন তাহার পুত্র হিমাংশুকে ডাকাইয়া সকলের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া ভবেশকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কেমন দাদা, আমার ছেলে যদি তোমার জামাই হয়, তা'তে তোমার আপত্তি হ'তে পারে কি ?"

ভবেশ ভাবিল—জাগিয়া জাগিয়াই বুঝি সে স্বপ্ন দেখিতেছে। কিছু একটা বলিবার সে চেষ্টা করিল। কিন্তু মুখ হইতে তাহার কথা আর কিছুতেই বাহির হইল না। তাহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহা নীরব কৃতজ্ঞতা—তাহা প্রকাশের ভাষা নাই।

ভবেশকে আর কিছু না বলিয়া নরেন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"ওরে বাবা হিমু, এই তোর চাঁদুকাকার হুকুম, তা'র ভাইঝিকে তোকে বিয়ে কর্তে হবে। তা' আর কি কর্বি বল্ বাবা—বর হ'য়ে যা' ঐ পিঁড়ির উপরে ব'সে পড়্। তারপর যা' যা' কর্তে হ'বে, পুরোহিত ম'শয় সে সব করিয়ে নেবেন।"

হিমাংশু প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিল। বিবাহের চিন্তাটা তাহার ত ছিলই না—পরন্তু তাহার পিতারও আপাততঃ ছিল না। সে আসিয়াছিল বিবাহ বাটীতে নিমন্ত্র-

খাইতে। পরিবেশনের ভার যখন তাহাকে খতকটা দেওয়া হইল, তাহা লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে তাহার পিতৃদেব তাহাকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন—"বর হ'য়ে পিঁড়িতে বোস্।"

মাল্‌কোঁচা বাঁধিয়া, তরকারী মাখা হাত দুইটি লইয়া কোন্ হিসাবে সে বর হইয়া বসে, সেই কথাই সে মনে মনে ভাবিতেছিল।

তখন তাহার পিতা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন—

"কি রে দাঁড়িয়ে রইলি যে!"

মুখ নত করিয়া দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে সে কহিল—"আজ্ঞে না।"

"আজ্ঞে না কি বল্? যা' গিয়ে ব'সে পড়্।"

সেই তরকারি মাখা হাতেই হিমাংশু বসিতে যাইতেছিল।

চাঁদ হাসিয়া বলিল—

"তোর বাপের সবেতেই যেন একটা বাড়াবাড়ি হিমু! যা' বাবা যা, হাত পা ধুয়ে আয়,—কাপড়খানা ছাড়িয়ে দিই এসো বাবা!"

নবসুন্দর তাহাকে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইতে লইয়া গেল। ইত্যবসরে চাঁদ নরেনের উপর ভার দিল সমাগত বরযাত্রীরা আহারাদি করিয়া তবে যেন তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পায়।

নরেন রঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"যদি খেতে না চায়, তবে এক আধটা রুলের গুঁতা দেওয়া যেতে পারে ত?"

চাঁদ সহাস্যে বলিল—

"তা' পার। তবে আমাদের বাড়ীতে তা'রা অতিথি—অতটা না হয় নাই করলে। কিন্তু এটা ঠিক, আহারাদি না করলে ফটক খোলা ওরা কিছুতেই পাবে না।"

রাঙ্গা বেনারসী বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়া হিমাংশু পিতার আদেশমত চিত্র বিচিত্র পিঁড়িতে বসিল। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে এবং অন্তঃপুরস্থ শুদ্ধাচারিণী, মহিলাবৃন্দের মাঙ্গলিক আচার ও উলুধ্বনিতে শোভার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহান্তে নরেন তাহার বাটিতে যাইয়া কি একখানা কাগজ আনিল এবং সেখানা সকলের সম্মুখে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ভবেশকে ডাকিয়া বলিল—

"দাদা, আজ থেকে তুমি হ'লে আমার বেহাই। ছেলের বিয়েতে আমার কিছু যৌতুক কর্‌তে হ'বে ত। ঐ কাগজখানা নষ্ট ক'রে আমি যৌতুক কর্‌লেম্। কেমন মঞ্জুর ত ?"

নরেন যে কাগজখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, সেটা হইতেছে ভবেশের বাড়ী বন্ধকের দলিল। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নরেন ভবেশকে ঋণমুক্ত করিয়া দিল। নরেনের বদান্যতায় ভবেশ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল।

পণপ্রথা নিবারণের জন্য যাহারা বক্তৃতা করিয়া বেড়ায়, সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখে, অথচ আপন পুত্রের বিবাহে একখানা প্রকাণ্ড ফর্দ্দ কন্যাপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেয়, নরেনের এ আদর্শ তাহাদের সম্মুখে থাকা উচিত। কিন্তু উচিত, অনুচিত বুঝিয়া কয়জনে কার্য্য করে। হায়রে সমাজ, আর হায়রে মানুষ! বাংলা দেশে মানুষ তিনি—যিনি এই সামাজিক অত্যাচারের প্রতিকারোপায় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিবেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-কার্য্য যখন শেষ হইয়া গেল, ভবেশের অন্তঃপুরে তখন আর একটা গোল বাধিল। নারাণ রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া চাঁদ ও ভবেশকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইয়া গেল। শৈলজা আফিম খাইয়াছে। চাঁদ ও ভবেশ বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখে খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া শৈলজা ভূমিতলে বসিয়া রহিয়াছে। চক্ষু তাহার জবাফুলের মত রক্তবর্ণ আর মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছে। স্বামী ও দেবরকে দেখিয়া শৈলজা তাহাদের প্রতি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। গণ্ড বহিয়া তাহার অশ্রু পড়িতেছিল।

ভবেশ উন্মাদের মত তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া কাতরভাবে কহিল—

"কি কর্‌লে বড় বৌ? তোমার এমন কি দুঃখ যে আজকার দিন তুমি এই কাজ কর্‌লে?"

ভবেশকে আশ্বাস দিয়া চাঁদ কহিল—

"চুপ্ ক'রে থাক দাদা—একটী কথা তুমি কয়ো না।"

এই কথা বলিয়াই গৃহমধ্যে ও গৃহের বাহিরে যে সকল আত্মীয়া ও কুটুম্বিনী উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের সম্বোধন করিয়া চাঁদ কহিল—

"আপনারা দয়া ক'রে একটু স্থানান্তরে যান, অসুস্থ রোগিণীকে আমরা সুস্থ কর্‌বার চেষ্টা করি।"

চাঁদ অনুরোধ করিল বটে, কিন্তু তাহার অনুরোধ কেহই রক্ষা করিল না অথবা কৌতূহলবশে রক্ষা করিতে পারিল না। যাহারা নষ্টবুদ্ধি তাহারা বলে এরূপ কৌতূহল হৃদয়ে পোষণ করা স্ত্রীলোকের একটা স্বভাব। পক্ষান্তরের কথা—পুরুষদেরই বা তাহার অভাব কি! মানুষ

মাত্রেই কৌতুহলী। কেবল স্ত্রীলোকের উপর ও দোষটা চাপাইলে চলিবে কেন?

ডাক্তার ডাকিবার জন্য নরেনকে বলিয়া দিয়া চাঁদ, শৈলজাকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই চাঁদ এ কাজ করিয়াছিল। চাঁদের মনে হইয়াছিল রোগিণীকে স্থানান্তরে লইয়া না যাইলে চিকিৎসার সুবিধা হইবে না। নিজ বাটীতেই চাঁদ তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, কারণ সেখানে কোনো গোল নাই।

চাঁদ শুনিয়াছিল, আফিম খাইলে রোগীকে ঘুমাইতে দিতে নাই—ঘুমাইলে রোগীর অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত শৈলজাকে সচেতন রাখিবার জন্য চাঁদ নানা উপায় অবলম্বন করিল। শয়ন ত দূরের কথা, শৈলজাকে সে বসিতে পর্য্যন্ত দিল না। চাঁদ ও ভবেশ দুই সহোদর রোগিণীকে ধরিয়া দৌড় করাইতে লাগিল। রোগিণী চলিতে আর পারিতেছে না—তাহার চরণ আর চলিতেছে না—লটকাইয়া পড়িতেছে তথাপি দৌড়ের বিরাম নাই।

ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই পুলিশ আসিয়া পড়িল। এ শত্রুতা করিয়াছে গিরীশ উকীল। অপমানের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ যখন ঘটিয়াছে, সে তাহা ত্যাগ করিবে কেন?—বিশেষ যখন সে আইন ব্যবসায়ী!

পুলিশ আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিল। কিন্তু ডাক্তারও ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার পুলিশ কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া বলিল—

"তদন্ত যা' কর্‌তে হয় আপনারা করুন কিন্তু রোগিণীকে আগে বাঁচ্‌তে দিন, তা'রপর যা' কর্‌তে হয় আপনারা কর্‌বেন।"

পুলিশ হয়ত একথা শুনিত না। কিন্তু দারোগা চাঁদকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত বলিয়া ডাক্তারের কথায় সে বিশেষ কিছু আপত্তি করিল না।

নারাণ তাহাতে একটু মুখ বাঁকাইয়াছিল—একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চাঁদ তাহাকে স্নেহের ভৎ'সনায় কহিল—

"ছি নারাণ, তুই বুঝিস না কেন, ক্ষমাই মানুষের বড় ধর্ম্ম আর ক্ষমাই মানুষকে মহত্ত্বের পথে টেনে আনে।"

নরেনেরও ইচ্ছা ছিল গিরীশকে সে একটু শিক্ষা দান করে। কিন্তু নারাণকে ভৎ'সিত হইতে দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইল।

ভত কাণ্ডের পর বেচারা লক্ষ্মীকান্তের আর মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। পথে বাহির হইলেই ছেলের দল তাহার অনুসরণ করিয়া বলিত—

ছেলের বিয়ে দিতে গেলেন সেজে গুজে লক্ষ্মী,
তাড়া খেয়ে এলেন বাসায় যেম ভিজে পক্ষী।
মন্দ ভারী হন্দ হ'লেন দিতে ছেলের বিয়ে,
থাকুক্ বুড়ো কোণ ঠাসাতে আইবুড়ো পুত্ নিয়ে।

কবিওয়ালাদের অত্যাচারে সত্য সত্যই লক্ষ্মীকান্তকে পথে বাহির হওয়া বন্ধ করিতে হইল। দেবদাসেরও প্রায় সেই অবস্থা। 'নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে' না পাইয়া তাহাকে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

সংবাদটা চাঁদের কাণে পৌছাইতেই চাঁদ একটা সুমীমাংসা করিয়া দিল। চাঁদের আদেশে কেহ আর লক্ষ্মীকান্ত ও দেবদাসকে বিরক্ত করিত না। লক্ষ্মীকান্তের পুত্রের বিবাহ চাঁদকে দাঁড়াইয়াই দিতে হইল। নতুবা তাহা হওয়া অসম্ভব হইত।